

(বিশেষ ছুড়ামণিঃ)।

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য (শঙ্করভগবৎ) প্রণীতঃ ।

পণ্ডিতবর শ্রীকালীপ্রসন্নবিহারভৈরবানুবাদিতঃ ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়েন

সম্পাদিতঃ ।

শ্রীগুরুদাসচট্টোপাধ্যায়েন প্রকাশিতঃ

কলিকাতা ;

বীডনস্ট্রীট নং ২৬ সংখ্যকতবনে “নৃতনকলিকাতাখ্য” যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্রমুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতঃ ।

১৩০৪ ।

মূল্য ১/ এক টাকা মাত্র ।



বিবেক-চূড়ামণিঃ।

৩৪০০

সৰ্ববোধান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্।

গোবিন্দং পরমানন্দং সদগুরুং প্রণতোহস্ম্যহম্ ॥ ১ ॥

যিনি নিখিল বোধান্তসিদ্ধান্তে পারদর্শী, যিনি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, সেই পরমানন্দময় সদগুরুস্বরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি। ১।

জন্তু নাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্বং ততো বিপ্রতা।

তস্মাদৈদিকধৰ্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্ম্যং পরম্।

আত্মানাত্মবিবেচনং শ্রুতভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-

শ্রুতিনো শতজন্মকোটিশ্রুতৈঃ পুণ্যৈবিনা লভাতে ॥ ২ ॥

জীবমধ্যে নরজন্ম শ্রুতদুর্লভ, মানবমধ্যে পুরুষ, পুরুষমধ্যে বিপ্র, বিপ্রমধ্যে বেদবিহিত ধৰ্ম্মনিষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার বেদধৰ্ম্মের মৰ্ম্মবেত্তা প্রধান। যিনি চিহ্নায় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ অবগত হইয়াছেন, তিনি বেদধৰ্ম্মের মৰ্ম্মবেত্তা হইতেও শ্রেষ্ঠতর। বিচারদর্শীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম বলা যায়; সেইরূপ অজুষ্ঠানকেই মুক্তি কহে; পরন্তু শতকোটিজন্মার্জিত পুণ্য ভিন্ন তাদৃশী মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। ২।

দুর্লভং ত্রয়মৈবৈতদেবানুগ্রহহেতুকম্ ।

ননুবাচঃ মুমুক্শুঃ মহাপুরুষসংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

জগতে পুংসু, মুমুক্শু ও মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ, এই তিনটি
দুশ্রাপ্য। ঈশ্বরের রূপা বাতীত উহা লাভ করা অসম্ভব। ৩।

লক্শ্য কণ্ঠক্লিন্নরজন্ম-দুর্লভং

তত্রাপি পুংসুঃ শ্রুতিপারদর্শনম্ ।

যদ্বাদ্মুক্তৌ ন যতেত মৃঢ়বীঃ

স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদৃগ্ৰহাৎ ॥ ৪ ॥

পুণ্যবলে দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া পুংসু, ব্রাহ্মণত্ব ও
বেদজ্ঞতা থাকিতেও যে ব্যক্তি ভবসঙ্কট হইতে আত্মপরিভ্রাণে বদ্ধ
না করে, সেই মূর্থ (ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত্রান্ত সমস্ত) অসদ্বস্ত গ্রহণ-
নিবন্ধন আত্মবাতী বলিয়া পরিগণিত হয়। ৪।

ইতঃ কো যন্তি মুঢ়াত্মা যন্ত স্বার্থে প্রমাদ্যতি ।

দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্ ॥ ৫ ॥

দুর্লভ নরদেহ, বিশেষতঃ পুরুষ-দেহ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি
মোক্ষরূপ জ্ঞানমার্গ বিসর্জন পূর্বক অভীষ্ট-সাধনার্থ মূঢ়রূপ
সংশয়মার্গে ধাবমান হয়, তাহা অপেক্ষা মূঢ়মতি জগতে আর
কে আছে? ৫।

বদন্ত শাস্ত্রাণি যজন্ত দেবান্

কুর্ষন্ত কৰ্ম্মাণি ভজন্ত দেবতাঃ ।

আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তি-

র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেহপি ॥ ৬ ॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মিলে
কি শাস্ত্রব্যাখ্যা, কি যজ্ঞাদি দ্বারা স্বরূপের প্রীতিসাধন, কি

বধায়থ কৰ্মকাণ্ডের অহুষ্ঠান, কি দেবারাধনা, কিছু দ্বারাই শত
ব্রাহ্মকল্পমধ্যেও মুক্তিলভের আশা নাই । ৬ ।

অমৃতত্বস্য নাশান্তি বিস্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ ।

ব্রবীতি কৰ্মাণো মুক্তেরহেতুত্বং ক্ষুটং যতঃ ॥ ৭ ॥

ধনে মুক্তি হইতে পারে না, কৰ্মকাণ্ডাদিও যে মুক্তির কারণ,
তাহাও নহে । ৭ ।

অতো বিমুক্ত্যে প্রযতেত বিদ্বান্

সংন্যস্তবাহ্যার্থস্থখম্পৃহঃ সন্ ।

সন্তং মহাস্তং সমুপেত্য দৈশিকং

তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতায়া ॥ ৮ ॥

উদ্ধরেদাশ্বনাশ্বানং যথং সংসারবারিধৌ ।

যোগাক্রান্ত ইমাসাদ্য সম্যগ্দর্শননিষ্ঠয়া ॥ ৯ ॥

উপরোক্ত কারণেই বিবেকী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বাহ্যবিষয়-
স্থখে নিষ্কাম হইয়া সাধু-সদগুরুর সঙ্গলাভ পূর্বক একান্তচিত্তে
তদুপদিষ্ট বাক্য ধারণ করতঃ মোক্ষার্থ যত্নবান্ হইবেন এবং
বিহিত দর্শননিষ্ঠারূপ আত্মতত্ত্বাহুষ্ঠানবলে যোগমার্গস্থ হইয়া ভব-
সাগরমগ্ন আত্মাকে (জীবকে) আত্মদ্বারা (বিবেকদ্বারা) পরিত্রাণ
করিবেন । ৮-৯ ।

সংযস্য সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে ।

যতাতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাশ্বাভ্যাস-উপস্থিতৈঃ ॥ ১০ ॥

যে স্থিরবুদ্ধি বিদ্বান্ আত্মজ্ঞানশিক্ষায় প্রবৃত্ত, তিনি নিখিল
কৰ্ম বিসৰ্জন করিয়া সংসারবন্ধন-ছেদনার্থ তত্ত্বাভ্যাসে যত্নবান্
হইবেন । ১০ ।

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কৰ্ম নতু বস্তুপলকয়ে ।

বস্তৃসিদ্ধিৰ্বিচাৰেণ ন কিঞ্চিৎ কৰ্মকোটতিঃ ॥ ১১ ॥

কৰ্মানুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির কারণমাত্র, অর্থাৎ চিত্তের শুদ্ধি-সম্পাদনার্থই কৰ্মানুষ্ঠান আবশ্যক । ফলতঃ কৰ্মদ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না । কেননা, সুবিচার দ্বারাই ব্রহ্মপদার্থ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, কোটি কোটি কৰ্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার আশা নাই । ১১ ।

সম্যগ্বিচারতঃ সিন্ধা রজ্জুতত্ত্বাবধারণা ।

ভ্রান্তোদিতমহাসৰ্পভয়দুঃখবিনাশিনী ॥ ১২ ॥

ভ্রান্তিহারা রজ্জুতে সৰ্পভ্রম হইয়া থাকে, সুতরাং সেই ভয় হেতু দুঃখ উপস্থিত হয় । সম্যক বিবেচনাবলে রজ্জুজ্ঞান হইলেই সৰ্পভ্রম বিদূরিত হয় । ১২ ।

অর্থস্যা নিশ্চয়ো দৃষ্টৌ বিচাৰেণ হিতোক্তিতঃ ।

ন জ্ঞানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা ॥ ১৩ ॥

সদস্বস্ত্যবিচার দ্বারা এবং গুরুপদেশ দ্বারা পদার্থের স্তিরদর্শন লাভ হয়, কিন্তু জ্ঞান, দান বা শত শত প্রাণায়াম দ্বারা তৎলাভের আশা নাই । ১৩ ।

অধিকারিণনাশাস্তে ফলসিদ্ধিৰ্বিশেষতঃ ।

উপায়ঃ দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যগ্নিন্ সহকারিণঃ ॥ ১৪ ॥

ফলসিদ্ধি অধিকারী-সাপেক্ষ । কেন না, দেশ-কালাদি উপায়-সকল অধিকারীর সহকারী, সুতরাং উহারা অধিকারীর-আশ্রিত । ফল কথা, অধিকারী না হইলে দেশ কাল প্রভৃতি উপায় দ্বারা কোনরূপ ফললাভের আশা নাই । ১৪ ।

অতো বিচারঃ কৰ্ত্তব্যো জিজ্ঞাসোরাগবস্তনঃ ।

সমাসাদ্য দয়াসিকুং গুরুং ব্রহ্মবিহৃত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

করণানিধি ব্রহ্মজ্ঞ সদগুরুকে লাভ করিয়া আত্মপদার্থের
বিচার করা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অবশ্য কৰ্ত্তব্য । ১৫ ।

মেধাবী পুরুষো বিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ ।

অধিকার্য্যাত্মবিদ্যায়ামুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি স্মৃতিশক্তিমান, তর্কাতর্কে বিচক্ষণ এবং পূর্বোক্ত
আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাদৃশ ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত অধিকারী
বলিয়া নির্ণীত । ১৬ ।

বিবেকিনো বিরক্তস্য শমাদিশুণ্ণশালিনঃ ।

মুমুক্শোরৈব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা মতা ॥ ১৭ ॥

যে ব্যক্তি বিবেকবান, বৈরাগ্যসম্পন্ন ও শমদমাদি-শুণ্ণবৃত্ত,
তাদৃশ মুমুক্শুনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইবার উপযুক্ত পাত্র । ১৭ ।

সাধনাশ্রিত চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ ।

যেষু সংশ্বেব গন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

মুনীগণ নিকূপণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাসম্বন্ধে সাধন
চারি প্রকার । যাহার দেহে সেই সাধন বিরাজ করে, সে ব্রহ্মনিষ্ঠা
প্রাপ্ত হয় এবং উহা না থাকিলে সিদ্ধিলাভের ও আশা নাই । ১৮ ।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তববৈকঃ পরিগণ্যতে ।

ইহামুক্তফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্ ॥ ১৯ ॥

শমাদিষট্‌কসম্পত্তিস্তুমুক্শুভমিতি স্মৃটম্ ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্নিথ্যেত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২০ ॥

সৌহৃদ্যং নিত্যানিত্যবস্তববৈকঃ সমুদাহৃতঃ ।

তদ্বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥ ২১ ॥

উপরোক্ত সাধন-চতুষ্টয় যথাক্রমে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুক্ত-ফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষড়্বিধ গুণসম্পত্তি ও মুমুক্শু নামে অভিহিত । “দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য” এইরূপ জ্ঞানকেই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক কহে । ১৯-২১ ।

দেহাদিব্রহ্মপর্য্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি ।

বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদোষদৃষ্ট্যা মুহুম্মুহঃ ॥ ২২ ॥

যাবতীয় দেহই অনিত্যভোগ্যপদার্থস্বরূপ । আব্রহ্মস্তুত্ব পর্য্যন্ত, অনুসন্ধান করিলে সমস্ত দেহই দোষপূর্ণ বলিয়া লক্ষিত হয় । পুনঃ পুনঃ সেই সমস্ত দোষ দেখিয়া বিষয়-সমূহে যে বিরাগভাব সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই বিরজি কহে । ২২ ।

স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে ।

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে ॥ ২৩ ॥

উভয়েষামিল্লিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।

বাহ্যানাংশ্বনং বৃত্তেরেষোপরিতরুত্তমা ॥ ২৪ ॥

স্বীয় লক্ষ্যপদার্থে মনের সংযততাবকেই শম বলা যায় ; জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাম বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বস্ব-স্থানে সংস্থিত হইলেই তাহার নাম দম এবং বাহ্যপদার্থে চিত্ত-বৃত্তির আলোচনা না থাকিলেই তাহা উপরতি বলিয়া পরি-কীর্ত্তিত । ২৩-২৪ ।

সহনং সর্কছুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্ ।

চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদাতে ॥ ২৫ ॥

চিন্তা, শোক, বিষাদ প্রভৃতি বিসর্জন পূর্ব্বক সর্কছুঃখসহিষ্ণু-তাকে তিতিক্ষা কহে । ২৫ ।

শাস্ত্রস্ত গুরুবাক্যস্ত সত্যবুদ্ধাবধারণম্ ।

স। শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ধি যয়া বস্তুপলভ্যতে ॥ ২৬ ॥

শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুপদেশে সত্যবুদ্ধি থাকিলেই তাহা সন্ধান-
গণ কর্তৃক শ্রদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রদ্ধাবান্ হইলেই
পরমপদার্থ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। ২৬ ।

সর্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নির্মলে ।

তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য চালনম্ ॥ ২৭ ॥

নিরন্তর বিমল ব্রহ্মে মতি থাকিলেই তাহাকে সমাধান
কহে। নিয়ত চিত্তচালনা হইলে তাহাকে সমাধান বলা
যায় না। ২৭ ।

অহঙ্কারাদিদেহান্তান্ বন্ধানজ্ঞানকলিতান্ ।

স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ছুতা ॥ ২৮ ॥

অ-অজ্ঞান দ্বারা শরীর ও শরীরগত অহঙ্কারাদিজনিত বন্ধনের
মোচনেচ্ছাকে মুমুক্ছুত কহে। ২৮ ।

মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা ।

প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবুদ্ধা স্থয়তে ফলম্ ॥ ২৯ ॥

মুমুক্ছুত ত্রিবিধ ;—উত্তম, মধ্যম ও অধম। মধ্যম বা অধম
মুমুক্ছুতের অধিকারী হইলেও বৈরাগ্য-সহায়ে শমদমাদিবলে
এবং গুরুর প্রসাদে ক্রমে ক্রমে উহা পরিবর্জিত হয় ; সুতরাং
শেষে মহাফল প্রদান করিয়া থাকে। ২৯ ।

বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ছুতং তত্রং যন্ত তু বিদ্যাতে ।

তন্নির্নেবার্থবস্তুঃ স্ম্যঃ ফলবস্তুঃ শমাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥

বৈরাগ্যাধিক্য ও মুমুক্ছুত জন্মিলেই শমাদিসহায়ে অর্থবান্
ও ফলবান্ হইতে পারে অর্থাৎ বৈরাগ্যানিবন্ধন শমাদিগুণ দ্বারা

অগ্নিমাди প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মুমুক্শু নিবন্ধন শমাদি দ্বারা মুক্তিলাভ হয় । ৩০ ।

এতশৌৰ্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্শয়োঃ ।

মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদেৰ্ভানমাত্রতা ॥ ৩১ ॥

বিষয়-বৈরাগ্যা ও মুমুক্শু না থাকিলে মরুক্ষেত্রে জলের ত্রায় সেই ব্যক্তিতে শমাদিসম্বন্ধীয় কথা বলা বৃথা করনামাত্র হইয়া থাকে । ৩১ ।

মোক্শকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী ।

স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিতাভিধীয়তে ॥ ৩২ ॥

যত কিছু মুক্তির কারণ আছে, একমাত্র ভক্তিই তন্মধ্যে গরীয়সী। স্বধীগণ বলিয়া থাকেন যে, স্বস্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তির রূপ বলিয়া পরিগণিত । ৩২ ।

স্বায়ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিতাপরে তপ্তঃ ।

উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরায়নঃ ॥ ৩৩ ॥

কাহারও মতে স্বায়ত্বানুসন্ধানই ভক্তি বলিয়া গণনা হয়। ফল কথা, যিনি যেরূপ মতই প্রকাশ করুন না কেন, সাধন-চতুষ্টয়বান্ হওয়াই স্বায়ত্বজিজ্ঞাসুর সর্ব্বথা বিধেয়। কারণ, তদ্ব্যতীত মোক্ষমার্গে যত্ন করা বৃথা । ৩৩ ।

উপসীদেৎ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাৎকবিমোক্ষণম্ ।

শ্রোত্রিয়োব্রহ্মিনোহকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥

যিনি জ্ঞানবান্, বেদবেত্তা, নিকলুষ, কামবর্জিত, ব্রহ্মবিদ্ গণের বরণ্যে ও সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, শিষ্য তাদৃশ গুরু-সকাশে উপনীত হইয়া তদারাধনা করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে । ৩৪ ।

ব্রহ্মণ্যপরতঃ শাস্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ ।

অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাং ॥ ৩৫ ॥

তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রাহ্বপ্রশ্রয়সেবনৈঃ ।

প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেজ্জাতব্যমাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

পরে সেই পরব্রহ্মগঠৈকপ্রাণ, শাস্তিগুণশীল, কাষ্ঠহীন-
নিশ্চল-অগ্নিসরিভ, প্রয়োজনবর্জিত, রূপানিধি, ভক্ত ও সাধুর
মিত্রস্বরূপ গুরুদেবকে ভক্তিসহকারে উপাসনা করিয়া নম্রতা,
বিনয় ও শমাদি দ্বারা প্রসন্ন করিবে এবং তাঁহাৎ অনুবর্তী হইয়া
আপনার মনোগত বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য আত্মজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন
করিবে। ৩৫ ৩৬ ।

স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো! কারুণ্যসিন্ধো! পতিতং ভবাক্ষৌ ।

মানুন্ধরামোঘকটাক্ষদৃষ্টো, ঋজ্জাতিকারুণ্যমুখাভিবৃষ্টো ॥ ৩৭ ॥

হে প্রভো! আপনাকে প্রণাম। হে প্রণতজনবন্ধো!
হে দয়ারসাগর! আমি ভবাণ্বে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনার
সরলদয়াপূর্ণ অমৃতবর্ষী অমোঘনেত্রপ্রাপ্ত দ্বারা আমাকে পরিত্রাণ
করুন। ৩৭ ।

চর্য্যারসংসারদবাগ্নিতপ্তং,

দোধুয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ ।

ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ,

শরণ্যমশ্রুদ্যদহং ন জানে ॥ ৩৮ ॥

আমি অনিবার্য্য ভবাগ্নিতে দগ্ধ এবং দুরদৃষ্টবাতৈ মুহম্মুহঃ
কল্পিত ও বিত্রস্ত হইয়া আপনার আশ্রিত হইয়াছি। আমাকে
মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করুন। আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক ;
আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। ৩৮ ।

শান্তো মহান্তো নিবসন্তি সন্তো,
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীষণভাবার্ণবং জনা,
ন হেতুনাহিতানপি তারয়ন্তঃ ॥ ৩৯ ॥

শান্ত, মহৎ, সাধুরা বসন্তঋতুর গ্রায় মানবগণের উপকারসাধন করেন। তাঁহারা স্বয়ং ভীষণ সংসারসাগর পার হইয়াছেন এবং অপর পারেছু ব্যক্তিগণকেও নিকামভাবে উদ্ধার করেন। ৩৯ ।

অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পর-
শ্রমাপনোদনপ্রবণং মহান্মনাম্ ।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্ষণ-
প্রভাতিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল ॥ ৪০ ॥

যেমন স্বতঃসিদ্ধ স্নিগ্ধতা-শক্তিগুণে দিবাকরের প্রস্তুতপ্রভা পরিতপ্তা-ধরণী স্বভাবতঃ শীতলতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অগ্নের কষ্ট দূর করা মহান্মদিগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, মহাপুরুষেরা যেখানে বিদ্যমান থাকেন, তথাকার অনিষ্ট স্বয়ংই অন্তর্হিত হয়। ৪০ ।

ব্রহ্মানন্দরসামুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্ঘটৈ-
র্ঘৃগ্নংবাক্লসোজ্জ্বলিতৈঃ প্রতিসুতৈর্সাক্যামৃতৈঃ সেচয় ।
সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজালাভিরেনং প্রভো !

ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্নীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ ॥ ৪১ ॥

হে প্রভো ! ভবতাপরূপ দাবাগ্নি-জালাতে জলিত এই ভক্ত-লোককে আপনি ব্রহ্মানন্দরসের অম্লভবহেতু প্রকাশিত বিশুদ্ধ সুশীতল সদ্গুণশালী শ্রীমুখরূপ কলসোৎসৃষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতি-কর স্বীয় বাক্য-সুধাবারিসেচনদ্বারা পরিজ্ঞান করুন। যাঁহারা ভবদীয় ক্ষণিক দৃষ্টিপাত লাভপূর্বক সংপাত্তরূপে গণ্য হন, তাঁহারা ধন্য। ৪১ ।

কথং তরেষ্যং ভবসিদ্ধিমতং ?

ক। বা গতির্ম্যে ? কতমোহন্ত্যুপায়ঃ ?

জানে ন কিঞ্চিৎ রূপয়াহব মাং প্রভো,

সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ ॥ ৪২ ॥

হে ভগবন্ ! ভবপারাবার কিরূপে পার হইব, আমার উপায় কি হইবে এবং যাহাতে সংসার-দুঃখ বিমোচন হয়, তাহার উপায় কি ? তাহা আমি কিছুমাত্র বিদিত নহি; অতএব আপনি আমাকে করুণা করিয়া পরিজ্ঞাপন করুন । ৪২ ।

তথা বদন্তুঃ শরণাগতং স্বং

সংসারদাবনলতাপতপ্তম্ ।

নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্দ্রদৃষ্ট্যা

দদ্যাদভীতিং সহসা মহাত্মা ॥ ৪৩ ॥

মহাত্মা গুরু ঐরূপ জিজ্ঞাসু, আশ্রিত এবং ভবদাবাগ্নিতাপে সন্তপ্ত নিজ শিষ্যকে কারুণ্যরসাত্ত্বিক-দৃষ্টিদ্বারা দর্শন করিয়া অস্ত্রে অভয় প্রদান করেন । ৪৩ ।

বিদ্বান্ স তস্মা-উপসত্তিমীযুষে

মুমুক্ষবে সাধু যথোক্ত-কারিণে ।

প্রশান্তচিত্তায় শমাস্থিতায়

তত্বোপদেশং রূপয়েব কুর্য্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

সেই বিদ্বান্ মহাত্মা গুরু নম্রতাগুণশীল মুমুক্ষু, মোক্ষের সাধনোচিতকর্মকারী, প্রশান্তমনা, শমগুণযুক্ত ও সুপাত্ৰ শিষ্যকে করুণা করিয়া তত্বোপদেশ দেন । ৪৪ ।

মা ভৈষ্ট বিদ্বৎস্বব নাস্ত্যুপায়ঃ

সংসারসিক্কোত্তরগেহন্ত্যুপায়ঃ ।

যেঁনৈব যাতা যতয়োহস্ত পারং

তমেব মার্গং তব নির্দিশামি ॥ ৪৫ ॥

হে বিচক্ষণ ! তুমি ভয় করিও না। তোমার ধ্বংস নাই,
ভাবার্ণবতরণের উপায় আছে। যোগীরা যে পথ আশ্রয় করতঃ
ইহার পারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ত্বৎসকাশে ব্যক্ত করিব। ৪৫।

অস্ত্যপায়ো মহান্ কশ্চিৎ সংসারভয়নাশনঃ ।

তেন তীৰ্হা ভবান্তোধিঃ পরমানন্দমাপ্সাসি ॥ ৪৬ ॥

সংসার-ভয়নাশক কোন অসামান্য উপায় বিদ্যমান আছে,
সেই উপায়াশ্রয়ে তুমি ভবসাগর পার হইয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত
হইবে। ৪৬।

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্ ।

তেনাত্যস্তিকসংসারছঃখনাশো ভবতামু ॥ ৪৭ ॥

বেদান্তের তাৎপর্য্য অনুশীলনক্রমে সমীচীন জ্ঞান হয় ; সেই
জ্ঞানদ্বারা আত্যস্তিক ভবছঃখের ধ্বংস হয়। ৪৭।

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগানুমুক্শো-

শ্মুক্তেহেতূন্ বক্তি সাক্ষাস্কৃত্তেগীঃ ।

যো বা এতেষেব তিষ্ঠতামুষা

মোক্শেহবিদ্যাকল্পিতাদ্বেহবন্ধাৎ ॥ ৪৮ ॥

শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগাদিই মুমুক্শুজনের মোক্ষের কারণ ;
অতএব যে ব্যক্তি এই শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগাদি অর্থাৎ আসন,
প্রাণসংরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ষড়ঙ্গযোগ
আশ্রয় করেন, তিনি অবিদ্যাকল্পিত শরীরবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হন,
কতিতে ইহা লিখিত আছে। ৪৮।

অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব

হনাত্মবন্ধস্ততএব সংস্থতিঃ।

তয়োন্নিবেকোদিতবোধবহ্নি-

রজ্ঞানকার্য্যং প্রদহেৎ সমূলম্ ॥ ৪৯ ॥

তুমি পরমাত্মস্বরূপ। তোমার অজ্ঞানসংযোগজনিত অনাত্ম পদার্থে আত্মবন্ধন হইয়াছে এবং সেই বন্ধনহেতু ভবনস্তাপ ঘটি-
য়াছে। আত্মা কি ও অনাত্মা কি, এই দুইটির বিচারদ্বারা সত্যত
জ্ঞানরূপ অনল সেই অজ্ঞানকর্ম্মকে মূলের সহিত ভস্মীভূত
করে। ৪৯।

শিষ্য উবাচ।

কৃপয়া প্রয়তাং স্বামিন্ ! প্রশ্নোহয়ং ক্রিয়তে ময়া।

“ছত্তরমহং শ্রদ্ধা কৃতার্থঃ শ্রুতঃ ভবনুধাতং ॥ ৫০ ॥

শিষ্য বলিলেন, হে প্রভো ! আমি যে প্রশ্ন করিতেছি, করুণা
করিয়া অবদান করুন। ভবদীয় বদনবিনির্গত উত্তর শুনিয়া
আমি চরিতার্থ হইব। ৫০।

কো নাম বন্ধঃ ? কথমেঘ-আগতঃ ?

কথং প্রতিষ্ঠাস্ত ? কথং বিমোক্ষঃ ?

কোহসাবনায়া ? পরমঃ ক আত্মা ?

তয়োন্নিবেকঃ কথমেতদ্ব্যত্যাত্ম ॥ ৫১ ॥

বন্ধন কি ? বন্ধন কিরূপে উপস্থিত হয় ও কিরূপে স্থিত হয় ?
সেই বন্ধনবিমুক্তিই বা কিরূপে হইয়া থাকে ? অনাত্মা কি ?
জীবাত্মা কি ? পরমাত্মা কি ? আর জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-
বিচার কি ? এই সমস্ত করুণা করিয়া প্রকাশ করুন। ৫১।

শ্রীগুরুবচ ।

ধন্তোহসি কৃতকৃত্যোহসি পাবিতং তে কুলং ত্বয়া ।

যদবিদ্যাবন্ধমুক্তা ব্রহ্মীভবিতুমিচ্ছসি ॥ ৫২ ॥

গুরু বলিলেন, তুমি ধন্য ও চরিতার্থ। আজি তোমা হইতে তোমার বংশ পবিত্র হইল ; কেন না, অবিদ্যাজ্ঞা যে জীবের বন্ধন ঘটে, সেই বন্ধনবিমোচনদ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ করিতে তুমি বাসনা করিতেছ। ৫২।

ঋণমোচনকর্তারঃ পিতুঃ সন্তি স্নাতাদয়ঃ ।

বন্ধমোচনকর্তা তু স্বস্বাদিত্বো ন কশ্চন ॥ ৫৩ ॥

পুত্রগণ শ্রদ্ধা ও তর্পণ-দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন ; কিন্তু স্নায় বন্ধনমোচনকারী নিজে ভিন্ন অত্ৰ কেহ হয় না। ৫৩।

মস্তকন্তস্তভারাদেহঃ খমন্তৈ-নির্বাহ্যতে ।

ক্ষুধাদিকৃতদুঃখস্ত বিনা স্নেহ ন কেনচিৎ ॥ ৫৪ ॥

মস্তকে প্রদত্ত ভারাদিজন্ত দুঃখ অন্য কর্তৃক প্রশান্ত হয়, কিন্তু ক্ষুধাদিজনিত কষ্ট নিজের চেষ্টাদ্বারা ভোজনাদি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রশান্ত হয় না। ৫৪।

পথ্যমৌষধসেবা চ ক্রিয়তে যেন যোগিণা ।

আরোগ্যসিদ্ধির্দৃষ্টাস্ত নাত্মানুষ্ঠিতকর্মণা ॥ ৫৫ ॥

যে পীড়িতকর্তৃক পথ্য ঔষধাদি সেবিত হয়, তাহার আরোগ্য-লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিপরীত কোন কার্য্য করিলে, আরোগ্যপ্রাপ্তি হয় না। ৫৫।

বস্ত্রস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা,

স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন ।

চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষেব

জ্ঞাতব্য-মন্ত্রে-রবগম্যতে কিম্ ॥ ৫৬ ॥

যেৰূপ চন্দ্ৰেৰ স্বৰূপদৰ্শন স্বীয় নেত্র ব্যতীত অপৰ ইন্দ্ৰিয়দ্বারা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ বস্তুর স্বৰূপবোধ, (ব্রহ্মপদার্থেৰ জ্ঞানলাভ করা) নিজ ক্ষুটিত জ্ঞানরূপ নেত্রদ্বারা হয়, কেবল শাস্ত্রবেত্তা হইলে হয় না। ৫৬।

অবিদ্যাকামকৰ্ম্মাদি পাশবন্ধং বিমোচিতুম্ ।

কঃ শরুয়া-দিনাশ্বানং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৫৭ ॥

আশ্বযত্ন ভিন্ন শতকোটিকল্পেও কেহ অবিদ্যাকামকৰ্ম্মাদিরূপ পাশবন্ধন ছেদন করিতে সক্ষম হয় না। ৫৭।

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কৰ্ম্মণা নো ন বিদ্যায়া ।

ব্রহ্মাষ্টম্বকহবোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নাশ্রুথা ॥ ৫৮ ॥

যোগ দ্বারা মোক্ষ হয় না, অথবা সাংখ্যদ্বারা, কৰ্ম্মদ্বারা এবং শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারাও হয় না, কেবল ব্রহ্ম ও জীব, এই দুয়ের একত্ব-জ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্ৰাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ৫৮।

বীণায়া রূপসৌন্দর্য্যং তন্ত্রীবাদনমৌষ্ঠবম্ ।

প্রজারঞ্জনমাঃ তন্ন সাত্ৰাজ্যায় কল্পতে ॥ ৫৯ ॥

বীণাযন্ত্রেৰ আকার ও মনোহর তারেৰ লয়-তান-বাদনক্রমে মানবেৰা প্রজাবঞ্জনদ্বারা প্রশংসাপ্রাপ্ত পায়, কিন্তু তাহাতে রাজ-চক্রবৰ্ত্তিত্ব উৎপত্তিৰ হেতু কদাচ সম্ভব হয় না। ৫৯।

বাগ্-বৈথরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্ ।

বৈদ্যঃ বিহ্বাং তদ্বদ্বক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥ ৬০ ॥

গেমন বাঐথরী ও শব্দঝরী ইত্যাদি বাক্যসমূহ শাস্ত্রব্যাখ্যা-বিষয়ে কৌশলমাত্র, তদ্রূপ পণ্ডিতদিগেৰ পাণ্ডিত্য প্রকাশ ভোগেৰ জন্য, কিন্তু মোক্ষেৰ জন্য নহে। ৬০।

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্ব শাস্ত্রাধীতিস্ত নিষ্ফলা ।

বিজ্ঞাতেহপি পরে তত্ত্ব শাস্ত্রাধীতিস্ত নিষ্ফলা ॥ ৬১ ॥

পরমতত্ত্ব বিদিত হইতে না পারিলে শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা এবং পরমতত্ত্ববোধ স্থির হইলে আর অধ্যয়নে কি প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে সম্যক্ বিদিত হইলে আর বেদাদিশাস্ত্র জ্ঞাত হইবার আবশ্যক নাই। ৬১।

শব্দজ্ঞাং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্ ।

অতঃ প্রযত্নাজ্-জ্ঞাতবাং তত্ত্বজ্ঞাং তত্ত্ব-মাগ্নয়নঃ ॥ ৬২ ॥

শাস্ত্রসকল চিত্তভ্রমের কারণ বৃহৎকাননস্বরূপ, এই কারণ তত্ত্বজ্ঞ হইতে সযত্নে আশ্রিতত্ব বিদিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ৬২।

অজ্ঞানসর্পদষ্টেস্ত ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা ।

কিমু বৈদ্যৈশ্চ ? শাষ্ট্রৈশ্চ ? কিমু মন্ত্রৈঃ ? কিমৌষধৈঃ ॥ ৬৩ ॥

অজ্ঞানরূপভুজঙ্গদষ্টবাক্তি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ঔষধ ব্যতীত, কি বৈদ্য, কি শাস্ত্র, কি মন্ত্র, কি ঔষধ, কিছুতেই পরিভ্রাণ পাই না। ৬৩।

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধি-রৌষধশব্দতঃ ।

বিনা পরোহংকানুভবং ব্রহ্মশব্দেন মুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥

যেমন ব্যাধি ঔষধসেবন ব্যতীত কেবল ঔষধ ঔষধ উচ্চারণ দ্বারা ধ্বংস হয় না, তদ্রূপ আশ্রিতত্বানুভবরূপ-ব্রহ্মভাব ব্যতীত কেবল 'ব্রহ্ম, ব্রহ্ম,' বা 'অহং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যকথনদ্বারা মুক্তভাব ঘটে না। ৬৪।

অক্লৃষ্টা দৃশ্যবিলয়-মজ্জান্না তত্ত্বমাগ্নয়নঃ ।

বাহ্যশব্দৈঃ কুতো মুক্তিকুক্তিমা হফলৈর্নৃণাম্ ॥ ৬৫ ॥

দৃশ্য পাঞ্চভৌতিক পদার্থের বিপর্যয়তীত এবং আত্মতত্ত্বের
অমুভব ব্যতীত কেবল কথামাত্র ফল, অথচ কোন কর্মেরই নহে,
এরূপ বাহ্যশব্দাভ্যুত্থার দ্বারা কি মনুষ্যগণের মোক্ষ লাভ হয় ? ৬৫ ।

অকৃত্বা শত্রুনং হারমগদাখিলভূশ্রিয়ম্ ।

রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৬ ॥

শত্রুবধ না করিয়া ও নিখিল ধরণীর ধনরত্নাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত
না হইয়া স্বয়ং আপনাকে নৃপতি বলিলে কি রাজা হওয়া যায় ? ৬৬ ।

আপ্তোক্তিং খননং তথোপরি শিলাহ্রাৎকর্ষণং স্বীকৃতং

নিঃক্ষেপঃ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃ শব্দৈস্ত নিগচ্ছতি ।

তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোপদেশমননধানাদিভি-ল'ভ্যতে

মায়া কার্য্যতিরোহিতং স্বমমলং তদ্ব্যং ন হুযুক্তিভিঃ ॥ ৬৭ ॥

গুপ্তবন-আবিষ্কারবিধয়ে বিশ্বস্ত লোকের বাক্য, মৃত্তিকাতখনন,
শিলাদিভেদন ও উৎক্ষেপণ প্রভৃতি যেমন অপেক্ষা করে, কিন্তু
অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বৃথা বাগাভ্যুত্থরের বশবর্তী হইয়া কার্য্য করিলে
কোন ফল হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ জ্ঞানীর উপদেশে মনন-ধানাদি
যোগানুষ্ঠানদ্বারা মায়া কার্য্যবর্জিত নিজ বিমল আত্মতত্ত্ব লাভ হয়,
কিন্তু কুংসিত ব্যক্তির কুযুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য করিলে
কদাচ কোন ফল হয় না, অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মে-অভেদ-জ্ঞান বোধগম্য
হয় না । ৬৭ ।

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে ।

স্বৈরেব যত্নঃ কৰ্ত্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতেঃ ॥ ৬৮ ॥

সুতরাং পণ্ডিতেরা যেমন উৎকট পীড়ার উপশমার্থ সমস্ত
ঔষধ সেবন করেন, তদ্রূপ সংসারবন্ধনরূপ ভীষণ রোগের প্রশম-
নার্থ স্বস্থ-যত্ন-দ্বারা পরমতত্ত্বরূপ মহৌষধ সেবন করা সর্ব্বথা
বিধেয় । ৬৮ ।

য-স্বয়াদ্য কৃতঃ প্রশ্নো বরীয়াস্ত্রবিদ্যতঃ ।

হত্রপ্রায়ো নিগূঢ়ার্থো জ্ঞাতবাচ মুমুকুভিঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্য তুমি শাস্ত্রজ্ঞগণের সম্মত স্বত্বের ন্যায়, নিগূঢ়তাংপর্যাবিশিষ্ট মনোহর প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা মোক্ষেক্ষুদিগের জানিবার উপযুক্ত বিষয় । ৬৯ ।

শৃণ্বাবহিতো বিবন্ ! যন্ময়া সমুদীৰ্য্যতে ।

তদেতচ্চুবণাং মতো ভববন্ধাবিমোক্ষসে ॥ ৭০ ॥

হে বিবন্ ! আমি যাহা বলি, অবহিতভাবে শ্রবণ কর । ইহা শুনিলে ঐশ্বর্য সংসাধন হইতে পরিত্রাণ পাইবে । ৭০ ।

মোক্ষস্তু চেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে

বৈরাগ্যমত্যান্তমনিত্যবস্তবু ।

ততঃ শমশ্চাপি দম-স্তিত্তিকা

স্ত্যাসঃ প্রমক্তাখিলকৰ্ম্মণাং ভূশম্ ॥ ৭১ ॥

অনিহা পদার্থে যে অত্যন্ত বৈরাগ্য, তাহাই মুক্তির প্রথম কারণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; পরে শম, দম, তিত্তিকা এবং সন্ত্যাস কৰ্ম্মের অত্যর্থ অন্তরাগত্যগ, ইহারও ক্রমান্বয়ে মুক্তির কারণরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । ৭১ ।

ততঃ প্রতি-স্তম্মননং স তত্ত্ব-

ধ্যানং চিরং নিত্যানিরন্তরং মূনে ।

ততো বিকল্পং পরমেত্য বিদ্যা-

নির্হেব নির্লাণমুখং সমুচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

পরমার্থনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রথমতঃ তত্ত্ব শ্রবণ করিবেন ; তদনন্তর তাহা মনন করিবেন ; পরে প্রত্যহ বহুদিন বিচ্ছেদশূন্য হইয়া

ধানাদিদ্বারা তত্ত্ব অভ্যাস করিবেন ; অবশেষে যখন সৰ্ব্বসংকল্প-
হীন হইবেন, তখন তিনি ইহলোকেই নির্ব্যাণমুখ প্রাপ্ত
হইবেন । ৭২ ।

দনবোদ্ধবাং তবেদানীমান্বনাঅবিবেচনম্ ।

কচ্চ্যতে ময়া সম্যক্ শ্রদ্ধান্নত্বদধারয় ॥ ৭৩ ॥

অধুনা আত্মা এবং অনাত্মা, এই উভয়ের নিত্যানিত্যবিচার
দ্বারা তুমি অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা সম্যক্ বর্ণন করি
এবং পূৰ্ণক আদ্যনাতে আত্মতত্ত্ব নিশ্চয় করি । ৭৩ ।

মজ্জাস্থিমেদঃপলরক্তচক্ষু-

অগাহবরৈ-ধাতুভিরভিরমিতম্ ।

পাদোদরবক্ষোভুজপৃষ্ঠমস্তকৈ-

রঙ্গৈ-রূপাতৈ-রূপযুক্ত-মেতৎ ॥ ৭৪ ॥

অহং মমোতি প্রথিতং শরীরং

মোহাম্পদং স্থূল-মিতীৰ্য্যতে বুধৈঃ ।

নভোনভস্বদহনাম্ভূময়ঃ

স্বক্ষাণি ভূতানি ভবন্তি তানি ॥ ৭৫ ॥

মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, শোণিত, চক্ষু এবং স্বক্ এই সমস্ত-
সংজ্ঞাবিশিষ্ট, পাদ, উরু, বক্ষ, বাহু, পৃষ্ঠ, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গযুক্ত, আমি ও আমার এইপ্রকারে প্রসিদ্ধ মোহের আধার-
স্বরূপ যে দেহ, তাহাকে পণ্ডিতগণ স্থূলদেহ বলেন । আকাশ,
বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিত্তি, এ সমস্ত সূক্ষ্মভূত । ৭৪-৭৫ ।

পরম্পরাংশৈ-শ্লিলিতানি ভূদা,

স্থলানি চ স্থূলশরীরহেতবঃ ।

মাত্রাস্তনৌয়া বিষয়া ভবন্তি

শব্দাদয়ঃ পঞ্চ সুখায় ভোক্তাঃ ॥ ৭৬ ॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত পরস্পরাংশে পরস্পর একত্র হইয়া স্থূলরূপ ধরিয়া স্থূলদেহের হেতু হয় এবং তৎসম্বন্ধীয় অংশস্বরূপ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ভোক্তার আনন্দের কারণ হইয়া থাকে । ৭৬ ।

য এবমুচ্যে বিষয়েষুবদ্ধা

ব্রাগোরূপাশেন সুহৃদ্দমেন ।

আয়াস্তি নির্যাস্তদ্ব-উর্দ্ধমুচ্চৈঃ

স্বকর্মদুতেন জবেন নীতাঃ ॥ ৭৭ ॥

যে সকল মূর্খ হুচ্ছেদ্য বিষয়ামুরাগরূপ মহাবন্ধন দ্বারা বিষয়ে বন্দীভূত, তাহারা নিজ কর্মস্বরূপ দূতকর্তৃক সবলে গৃহীত হইয়া কখন স্বর্গে, কখন নরকে, কখন পৃথিবীতে পতিত হয় এবং পুনঃ-পুনঃ জন্ম-মরণ-গতাগত-গতিগত হইয়া ভ্রমণ করে । ৭৭ ।

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভি-রেব পঞ্চ

পঞ্চত্ৰমাপুঃ স্ব গুণেন বদ্ধাঃ ।

কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গমীন-

ভুঙ্গানরঃ পঞ্চভি রঞ্জিতঃ কিম্ ? ॥ ৭৮ ॥

মৃগ, গজ, পতঙ্গ, মীন এবং ভ্রমর, ইহাদের শব্দাদি পঞ্চবিষয়-কর্তৃক নিজ গুণদ্বারা বদ্ধ হইয়া, যখন প্রত্যেকে এক এক গুণ গ্রহণ বশতঃ, প্রত্যেকের প্রাণ নষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ মৃগ শব্দগুণে গজ স্পর্শগুণে, পতঙ্গ রূপগুণে, মীন রসগুণে এবং ভ্রমর গন্ধগুণে বন্দী হইয়া নরিতেছে, তখন মম্বুষ্যের একাধারে ঐ পঞ্চগুণে আসক্ত হইয়া যে, পঞ্চভ হইতে জ্ঞান পাইবে, তাহা সম্ভব নহে । ৭৮ ।

দোষণে তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি ।

বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষ্যায়ম্ ॥ ৭৯ ॥

বিষয়-পদার্থ দোষাংশে কালসর্পবিষাপেক্ষাও তীব্র ; কেননা, বিষ যে সেবন করে, সেই বিনষ্ট হয় ; কিন্তু বিষয়রূপ যে বিষ তাহা কেবল দর্শনদ্বারা দর্শকের নাশসাধনে সক্ষম হয় । ৭৯ ।

বিষয়াশামহাপাশাদ-যো বিমুক্তঃ সূহৃদ্যজ্ঞাৎ ।

স এব কল্পতে মূর্ত্যৌ নাত্মঃ ষট্শাস্ত্রবেদ্যপি ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত হৃদয়বিষয়বাসনারূপ মহাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মসায়ুজ্যলাভে সক্ষম ; নচেৎ ষড়্ দর্শনজ্ঞ হইলেও বাসনা বিদ্যামানে মোক্ষাধিকারে অধিকারী হইতে পারে না । ৮০ ।

আপাতবৈরাগ্যাবতো মুমুক্শুন্

ভবাক্রিপারং প্রত্যাভ্যুদ্যতান্ ।

আশাগ্রহো মজ্জায়তে-হস্তরালে

নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ ॥ ৮১ ॥

আপাততঃ বৈরাগ্যবান্ ও ভবপারাবারগমনোদ্যত মুমুক্শু-
দিগকে আশারূপ জলজীবগণ তাহাদিগের কণ্ঠে ধরিয়া সবলে বেগে
প্রত্যাবৃত্তকরতঃ সংসারসাগরে নিমজ্জিত করে । ৮১ ।

বিষয়াখ্যাগ্রহো যেন স্রবিরক্ত্যসিনা হতঃ ।

স গচ্ছতি ভবান্তোদেঃ পারং প্রত্যাভবর্জিতঃ ॥ ৮২ ॥

যিনি মনোহর বৈরাগ্যরূপ অসিদ্বারা বিষয়নামক হিংস্র জল-
জীবকে ধ্বংস করিয়াছেন, তিনিই নিরাপদে ভবসাগর পার
হইতে সক্ষম হইয়াছেন । ৮২ ।

বিষমবিষয়মার্গৈর্গচ্ছতোহনচ্ছবুদ্ধেঃ

প্রতিপদমভিষ'তো মৃত্যুরণ্যেব সিদ্ধিঃ ।

হিতমুজ্জনশুদ্ধকৃত্য গচ্ছতঃ স্বস্ত যুক্তা ।

প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যামিত্যেব বিদ্ধি ॥ ৮৩ ॥

বিষমবিষয়মার্গগমনশীল অপরিণামদর্শীলোকেব প্রতি পদে পদে লোকবিদিত মৃত্যু আসিয়া পুরোভাগে উপস্থিত হন, কিন্তু যিনি মদগুরু হিতকর বাক্য গ্রহণ পূর্বক স্বকীয় আত্মযোগাবলম্বন করতঃ ধর্মমার্গে পদনিষ্কেপ কবেন, তাঁহার নিশ্চয় ফলসিদ্ধি হয়, অর্থাৎ তিনিই নিঃসন্দেহ মুক্ত হইয়া থাকেন । ৮৩ ।

মোক্ষস্ত কাক্ষা যদি বৈ তবাস্তি

তাজ্জাতিদূষাধিবয়ান্ বিধং যথা ।

পীযুষবন্তোষদয়াক্ষমার্জব-

প্রশাস্তিগাহীর্ভজ নিত্যমাদরাং ॥ ৮৪ ॥

যদি তোমার মুক্তিপদে বাসনা থাকে, তাহা হইলে অতিদূর হইতে বিষের ত্রায় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ কর এবং সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সাধুতা, শাস্তি ও দাস্তি এই সকল সাদরে সুধার ত্রায় সেবা কর । ৮৪ ।

অনুক্ষণং যৎ পরিস্ফুট্য কৃত্য-

মনান্যবিদ্যাকৃতবন্ধমোক্ষণম্ ।

দেহঃ পরার্থোহয়মমুখ্য পোষণে

যঃ সজ্জতে স স্বমনেন হস্তি ॥ ৮৫ ॥

সর্বদা বিষয়বিষেক্ষাহীন হইয়া অনাদি অবিদ্যাকৃত দেহপাণ বিমোচন করা বিধেয় । এই পদার্থসাধন দেহ, অর্থাৎ স্বার্থবর্জিত, কেবল পরের দ্বন্দ্ব বৃথা বহন করিয়া যে ব্যক্তি আমি বর্ত্তা, আমি

তোক্তা, আমি দ্রষ্টা এইরূপে পোষণাদি কৰ্ম্মবারা এই দেহে
কৰ্ত্তৃত্বাভিমান করে, সে পোষণাদি কৰ্ম্মাহুয়াগনিবন্ধন আপনাকে
আপনি ধ্বংস করে । ৮৫ ।

শরীরপোষণার্থী সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতি ।

গ্রাহং দারুধিয়া ধুত্বা নদীং তৰ্ত্তুং স গচ্ছতি ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তি দেহপোষণপ্রত্যাশাকে অবলম্বন পূৰ্ব্বক আত্মাকে
দেখিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি কাষ্ঠভ্রমে কুন্তীর ধরিয়া নদী
পার হইতে বাঞ্ছা করে । ৮৬ ।

মোহএব মহামৃত্যু-শ্মশুকোৰ্কপুৱাদিষু ।

মোহো বিনির্জিতো যেন স মুক্তিপদমৰ্হতি ॥ ৮৭ ॥

মুমুকুগণের দেহাদিতে যে মোহ, অর্থাৎ আমি দেহ ইত্যাকার
যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই মহামৃত্যুস্বরূপ ; সুতরাং ঐ মোহকে বিশেষ-
রূপে জয় করিতে পারিলেই অর্থাৎ আমি দেহাদি নহি, চিদাত্মা-
স্বরূপ, এই জ্ঞানে স্থিত হইলেই মুক্তিপদ লাভ করা যায় । ৮৭ ।

মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারুতাদিষু ।

যং জিত্বা মুনয়ো যাস্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৮৮ ॥

আমি দেহ, আমার কলত্র, আমার পুত্রাদি, এই সংস্কারগত
মহামৃত্যুরূপ যে আত্মমোহ, তাহা জয় কর, এই মোহকে জয় করিয়া
মুনিবৃন্দ সেই হরির পরমপদ লাভ করেন । ৮৮ ।

ঋত্বাসংস্কৃধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংকুলম্ ।

পূর্ণং মূত্রপুৱীষাত্যাং শূলং নিন্যামিদং বপুঃ ॥ ৮৯ ॥

চৰ্ম্ম, মাংস, রক্ত, নাড়ী, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি সমস্ত-
সঙ্কলিত বিষ্ঠামূত্রপূরিত এই যে শূলদেহ, ইহা অতীব অশুচি । ৮৯ ।

পক্ষীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূৰ্বকৰ্মণা ।

সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ ।

অবস্থা জাগরন্তশ্চ স্থূলার্থানুভবোষতঃ ॥ ৯০ ॥

জন্মান্তরীণ কৰ্ম্মস্বত্রদ্বারা পক্ষীকৃত স্থূলপঞ্চভূত হইতে জাত
অৰ্থতঃখভোগের আধারস্বরূপ এই আত্মদেহকে স্থূলশরীর কহে
যে অবস্থাতে স্থূলপদার্থের অনুভব হয়, তাহাই এই দেহের
জাগরণাবস্থা । ৯০ ।

বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ স্থূলপদার্থসেবাং

অক্চন্দনস্ত্র্যাদিবিচিত্ররূপান্ ।

করোতি জীবঃ স্বয়মেতদাত্মনা

তস্মাৎ প্রশস্তি-কৰ্পপুষোহশ্চ জাগরে ॥ ৯১ ॥

জীব স্বয়ং স্থূলদেহাভিমানী হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়াদি দ্বারা মালাচন্দন-
বনিতাদি নানা বিচিত্ররূপ স্থূলপদার্থ সেবা করেন, সুতরাং এই
স্থূলদেহের জাগ্রত অবস্থাই প্রশস্ত । ৯১ ।

সর্কোহপি বাহুসংসারঃ পুরুষশ্চ যদাশ্রয়ঃ ।

বিক্রি দেহমিদং স্থূলং গৃহবদ্-গৃহমেধিনঃ ॥ ৯২ ॥

পুরুষের বাহুসংসার যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকেই গৃহীর
গৃহরূপ স্থূলদেহ বলা যায় । ৯২ ।

স্থূলশ্চ সম্ভবজন্মমরণানি ধৰ্ম্মাঃ

স্থ্যোলাদয়ো বহুবিধাঃ শিশুতাদ্যবস্থাঃ ।

বর্ণাশ্রমাদিনিগ্ৰহা-বহুধামগ্নাঃ স্ত্র্যাঃ

পূজাবমানবহুমানমুখা বিশেষাঃ ॥ ৯৩ ॥

জন্ম-মরণজরাস্থ লতাদি এবং বহুপ্রকার শৈশবাভি অবস্থা, নানা-
রোগাদিশুক্ত, বর্ণ, (বিপ্র, কলিঙ্গ, বৈশ্য ও শূদ্র) আশ্রমাদি

নিয়ম (ব্রহ্মচর্যা, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ) এবং পূজা, অপমান, বহমান ও সুখাদিসুগদেহের ধর্ম । ১৩ ।

বুদ্ধীশ্রিয়ানি শ্রবণং দৃশ্যক্-

ব্রাণঞ্চ জিহ্বা বিষয়াববোধনাং ।

বাকুপাণিপাদা শুদ-মপ্যুপস্থঃ

কর্মেশ্রিয়ানি শ্রবণেন কর্মসু ॥ ১৪ ॥

শ্রোত্র, ভৃক্, চক্ষুঃ, নাসিকা ও জিহ্বা—এই পঞ্চ, পঞ্চবিষয়-জ্ঞানজন্তু ইহাদিগকে জ্ঞানেশ্রিয় কহে এবং বাকু, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ, পঞ্চকর্মে শ্রবণবোধনবশতঃ ইহারা কর্মেশ্রিয় নামে অভিহিত হয় । ১৪ ।

নিগদ্যতেহস্তঃকরণং মনো ধীঃ-

রহংকৃতি-শ্চিত্তমিতি স্ববৃত্তিভিঃ ।

মনস্ত সংকল্পবিকল্পনাদিভি-

বুদ্ধিঃ পদার্থাধাবসায় ধর্ম্মতঃ ॥ ১৫ ॥

মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত ইহারা নিজ নিজ বৃত্তির সহিত অস্তঃকরণ বলিয়া কীর্তিত । তন্মধ্যে সংকল্পবিকল্পনময়কে মনঃ এবং পদার্থের নিশ্চয়জ্ঞানসাধনময়কে বুদ্ধি কহে । ১৫ ।

অত্রাভিমানাদহমিত্যহংকৃতিঃ

স্বার্থানুসন্ধানশুণেন চিত্তম্ ॥ ১৬ ॥

এই দেহ আমি, এইরূপ অভিমানকে অহঙ্কার এবং নিজ বিষয়ে অনুসন্ধানাত্মক অস্তঃকরণবৃত্তিকে চিত্ত কহে । ১৬ ।

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা ভবত্যসৌ প্রাণঃ ।

স্বয়মেব বৃত্তিতেদাঙ্কিত্যেদাং সুবর্ণসলিলাদিবং ॥ ১৭ ॥

যেমন এক স্বর্ণ বিকারভেদে বিবিধ আকার এবং এক

জল বিকারভেদে নানা বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ এক প্রাণবায়ু নিজ বৃত্তিভেদনিবন্ধন প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ নাম প্রাপ্ত হয় । ১৭ ।

বাগাদিপঞ্চ শ্রবণাদিপঞ্চ

প্রাণাদিপঞ্চাব্ভ্রমুখানি পঞ্চ ।

বুদ্ধাদ্যবিদ্যাপি চ কামকর্শ্মণী

পূর্য্যষ্টকং সূক্ষ্মশরীরমাছঃ ॥ ১৮ ॥

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপহৃ—এই পঞ্চ ; শ্রোত্র, স্বক্, চক্ৰুঃ, নাসিকা ও জিহ্বা—এই পঞ্চ ; প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ ; আকাশ, বা, য়ু অগ্নি, অপ্ ও পৃথ্বী—এই পঞ্চ ; বুদ্ধি, মনঃ, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারি এবং অবিদ্যা, কাম ও কর্শ্ম ;—এই অষ্টগৃহরূপকে সূক্ষীগণ সূক্ষ্মদেহ বলিয়া কীর্তন করেন ॥ ১৮ ॥

ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষ্মসংক্ৰিতং

লিঙ্গস্বপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্ ।

সবাসনং কর্শ্মফলানুভাবকং

অজ্ঞানতোহনাদিরূপাধিরাস্মিনঃ ॥ ১৯ ॥

এই যে সূক্ষ্মদেহ বাহ্য চর্শ্মনেত্রের অবিষয় আত্মার সূক্ষ্ম উপাধি-বিশেষ, ইহাই লিঙ্গশরীর বলিয়া অভিহিত ; ইহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চ-ভূত হইতে সঞ্জাত । এই লিঙ্গদেহ বাসনায়ুক্ত হইয়া আত্মাকে কর্শ্মফল বোধ করায় এবং আত্মস্বরূপ অজ্ঞানবশতঃ অনাদি উপা-ধিভূক্ত হয় । ১৯ ।

স্বপ্নো ভবত্যস্ত বিভক্ত্যবস্থা

স্বমাত্রশেষেণ বিভাতি যত্র ।

অগ্নে তু বুদ্ধিঃ স্বয়মেব জাগ্রৎ-

কালীননানাবিধবাসনাভিঃ ॥ ১০০ ॥

এই সূক্ষ্মদেহের বিভাগাবস্থাকে স্বপ্ন কহে । উহাতে আপনি-
মাত্র অবশিষ্ট প্রকাশ পায় এবং জাগ্রদাবস্থাকালীন যে সমস্ত বাসনা
জন্মে, স্বপ্নসময়ে বুদ্ধি তদ্রূপ বাসনাময়ী হয় । ১০০ ।

কর্তৃদাভাবঃ প্রতিপদ্য রাজতে

যত্র স্বয়ং ভাতি অয়ং পরাত্মা ।

দীপ্যাত্ত্রকোপাধিরশেষসাক্ষী

ন লিপ্যতে তৎকৃতকৰ্ম্মলেশৈঃ ॥ ১০১ ॥

এই লিঙ্গশরীর কর্তাদাভাবযুক্ত হইয়া বিরাজ করে, এই লিঙ্গ-
শরীরে বুদ্ধিমাত্র উপাধিযুক্ত ও সকলের সাক্ষীভূত পরমাত্মা স্বয়ং
শোভা পান, কিন্তু তিনি তৎশরীরকৃত কিঞ্চিদাত্ম কৰ্ম্মফলে লিপ্ত
হন না । ১০১ ।

বস্মাদসঙ্গস্তত এব কৰ্ম্মভি-

র্ন লিপ্যতে কিঞ্চিৎপাধিনা কুটৈতঃ ।

সৰ্বব্যাপ্তিকরণং লিঙ্গশ্চাচ্ছিদান্মনঃ পুংসঃ

বাশ্চাদিকমিব তস্কন্তেনৈবাত্মা ভবত্যসঙ্কোহয়ম্ ॥ ১০২ ॥

কেন না, এই আত্মা অসঙ্গ, সেই হেতু উপাধিকৃত কার্য্যদ্বারা
কোনরূপে লিপ্ত হন না চিৎস্বরূপ পুরুষের এই লিঙ্গদেহ সমস্ত
ব্যাপারের সাধনস্বরূপ ; যেমন সূত্রধরের তক্ষণী প্রভৃতি অস্ত্রসকল
কার্য্য সাধন করে, অথচ তাহাতে লিপ্ত নহে, তদ্রূপ আত্মা
লিঙ্গশরীরস্থ হইয়াও তৎকৃত কার্য্যে লিপ্ত হন না । ১০২ ।

অস্কন্ধমল্লত্বপটুত্বধৰ্ম্মাঃ

সৌগুণ্যবৈগুণ্যবশাদ্ধি চক্ষুষঃ ।

বাধিৰ্য্যমুকম্বমুখাস্তৈব

শ্রোত্রাদিধৰ্ম্মা ন তু বেত্তুরাশ্বনঃ ॥ ১০৩ ॥

অন্ধতা-মন্দতা-পটুতা ইত্যাদি ধৰ্ম্ম নেত্রের স্মৃণতা ও বিণ্ণতা
নিবন্ধনই হয় এবং বধিরতা মুকতা ইত্যাদি ধৰ্ম্ম শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের
হয়, কিন্তু সেই সেই সকল ধৰ্ম্ম জ্ঞাতার প্রকৃত আদ্যধৰ্ম্ম
নহে । ১০৩ ।

উচ্ছ্বাসনিশ্বাসবিজৃম্বণক্লুৎ-

প্রশ্রুতনাভ্যংক্রমণাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

প্রাণাদিকৰ্ম্মাণি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ

প্রাণস্ত ধৰ্ম্মাবশনাপিপাসে ॥ ১০৪ ॥

উচ্ছ্বাস (অস্তমুখমারুত), নিশ্বাস (বহিমুখানিল), বিজৃম্বণ,
(হাই), ক্লুৎ (হাঁচি), বেগগমন, উর্দ্ধগমন, প্রভৃতি কার্য্য প্রাণা-
দির ধৰ্ম্ম; তন্মধ্যে ক্লুৎ এবং পিপাসা প্রাণবায়ুর ধৰ্ম্ম, তদ্বিদ্গণ
এইরূপ নির্ণয় করেন । ১০৪ ।

অস্তঃকরণমেতেষু চকুরাদিষু বয়ানি ।

অহমিত্যভিমানেন তিষ্ঠত্যাভাসতেজসা ॥ ১০৫ ॥

অহং, এই অভিমানজনিত আভাসের বলে অস্তঃকরণ নেত্রাদি
ইন্দ্রিয়মার্গে অবস্থিত হয় । ১০৫ ।

অহঙ্কারঃ স বিজ্ঞয়ঃ কৰ্ত্তা ভোক্তাভিমান্যম্ ।

সদ্বাদিশৃণুযোগেন চাবস্থত্রয়মশ্রুতে ॥ ১০৬ ॥

এই আভাস যখন কৰ্ত্তা ভোক্তা এইরূপ অভিমানী হন, সেই
সময়ে তাঁহাকে অহঙ্কার বলিয়া অবগত হইবে এবং সত্ত্ব, রজঃ ও
তমঃ এই তিন গুণের যোগে ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হন । ১০৬ ।

বিষয়াণামানুকূল্যে স্মৃখী হৃঃখী বিপর্য্যয়ে ।

স্মৃখং হৃঃখঞ্চ তদ্ব্যর্থঃ সদানন্দস্ত নান্বনঃ ॥ ১০৭ ॥

বিষয়ের আনুকূল্যে স্মৃখী ও প্রাতিকূল্যে হৃঃখী, এই জন্ত স্মৃখ ও হৃঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম্য ; স্মৃতরাং নিত্য-আনন্দস্বরূপ আত্মার ধর্ম্য এ সমস্ত নহে । ১০৭ ।

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ ।

স্বত এব হি সর্ব্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ ॥ ১০৮ ॥

বিষয়বস্তুর আত্মার প্রয়োজনকতানিবন্ধন প্রিয়, স্বয়ং প্রিয় নহে ; কেন না, আত্মা প্রকৃতিসিদ্ধস্বভাবগুণেই সকলের প্রিয় হন । ১০৮ ।

তত আত্মা সদানন্দো নাস্তি হৃঃখঃ কদাচন ।

যং স্মৃষুপ্তৌ নির্বিষয়-আত্মানন্দোহনুভূয়তে ।

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষ-মৈত্ৰিহ-মনুমানঞ্চ জাগ্রতি ॥ ১০৯ ॥

যেহেতু স্মৃষুপ্তিদশায় যে নির্বিষয় আত্মানন্দ, তাহা জাগ্রদবস্থায় বোধ হয় এবং প্রবণ, চাক্ষু্যবদর্শন, ঐতিহ্য অর্থাৎ পারম্পর্য্যোপদেশ ও অনুমান, এ সমস্তও জাগ্রদবস্থায় হয় ; সেই আত্মা সদানন্দ, আত্মার হৃঃখ কদাচ নাই । ১০৯ ।

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি-

রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা ।

কার্য্যাত্মমেয়া স্মৃধিষৈব মায়ায়া

যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে ॥ ১১০ ॥

অব্যক্ত পরমেশ্বরশক্তি অনাদি অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরমা মায়া কার্য্যদ্বারা স্মৃধীগণকর্তৃক অনুমেয়া হন । সেই মায়াদ্বারাই এই নিখিল জগৎ উদ্ভূত হয় । ১১০ ।

সন্নাপ্য-সন্নাপ্য ভয়াগ্নিকা নো

ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্য ভয়াগ্নিকা নো ।

সান্ধাপ্যনঙ্গা হ্যভয়াগ্নিকা নো

মহাদুতানির্দীচনীয়রূপা ॥ ১১১ ॥

সেই মায়া সৎ বা অসৎ, এ দুয়ের অন্তর্ভূত নহেন, পৃথক্ বা অপৃথক্ এ দুইয়ের অন্তর্ভূতও নহেন, সঙ্গ বা অসঙ্গ—এ দুইয়ের স্বরূপও নহেন ; তিনি অত্যন্ত অদ্বুত এবং অনির্দীচনীয়রূপা ॥ ১১১ ॥

শুদ্ধাভয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্রা,

সর্পদ্রুমো রজ্জুবিবেকতো যথা ।

রজস্তমঃ সত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা,

শুণাশুদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকাগৈঃ ॥ ১১২ ॥

যেমন রজ্জুর স্বরূপজানবারা ভুজঙ্গদ্রাস্তিদূর হয়, তদ্রূপ সেই মায়া শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মবিজ্ঞানানুভববারা ধ্বংস প্রাপ্ত হন । স্বত্ব, রজঃ ও তমঃ এই শুণত্রয় যে মায়া হইতেই জন্মে, তিনি কৰ্ম্মগারা সর্বত্র প্রসিদ্ধ ॥ ১১২ ॥

বিক্ষেপশক্তি রজসঃ ক্রিয়াগ্নিক্,

বতঃ প্রবৃতিঃ প্রমত্তা পুরাণী ।

রাগদমোহস্তাঃ প্রভবন্তি নিত্যং,

দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ ॥ ১১৩ ॥

রজোগুণেব কৰ্ম্মস্বরূপা বিক্ষেপশক্তি, বাহ্য হইতে প্রাচীন ভবপ্রবৃতি বিস্তৃত হইয়াছে ; বিবরানুরাগাদি যে সমস্ত মনের বিকাররূপ দুঃখাদি, তাহাও সর্বদা ঐ মায়া হইতে জন্মে ॥ ১১৩ ॥

কামঃ ক্রোধো লোভদম্বাদ্যম্বা-

হঙ্কারেৰ্য্যামংসরাদ্যাস্ত ঘোরাঃ ।

ধৰ্ম্মালে রাজসাঃ পুষ্পবৃদ্ধি-

যশ্বাদেবা তদ্রজোবন্ধহেতুঃ ॥ ১১৪ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অহং, অহঙ্কার, জীর্ষা, মাৎসর্য্য
রজোগুণের ধৰ্ম্ম । এই রজোগুণ হইতেই পুরুষের ভবপ্রবৃত্তি
জন্মে এবং রজোগুণই বন্ধনের হেতু । ১১৪ ।

এষা বৃতির্নাম তমোগুণশ্চ,

শক্তির্য্যাবস্তবভাসতেহন্তথা ।

সৈষা নিদানং পুরুষশ্চ সংসৃতে-

বিক্ষেপশক্তেঃ প্রবণশ্চ হেতুঃ ॥ ১১৫ ॥

আবৃতি-নামে যে তমোগুণের শক্তিদ্বারা এক পদার্থ অত্র
পদার্থরূপে ভাসমান হয়, সেই আবৃতিশক্তিও পুরুষের ভববন্ধের
হেতু এবং উৎকট বিক্ষেপশক্তির হেতু । ১১৫ ।

প্রজ্ঞাবানপি পশুতেহপি চ হুরোহপ্যত্যন্তস্বক্ষ্মাচ্ছৃদৃক্,

বালাচন্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোহপি ক্ষুটম্ ।

দ্রাস্তাণোপি তমেব সাধু কলয়ত্যাশ্বতে তদগুণান্,

হস্তাণো প্রবলা দূরন্ত তমসং শক্তিস্মহতাবৃতিঃ ॥ ১১৬ ॥

স্ববুদ্ধি, পশুত, চতুর ও অতি সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সম্যক্ বিদ্যানে
উপদিষ্ট হইলেও তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকা হেতু স্পষ্টরূপে প্রকৃত
পদার্থ বোধগম্য করিতে সমর্থ হয় না । কেবল ভ্রম দ্বারা আরোপিত
পদার্থপুঞ্জ সত্যের ন্যায় বোধ করিয়া তাহার গুণাদি গ্রহণ
করে । হায় ! এই দুর্দ্ধব তমোগুণের তীব্র আবরণশক্তির কি
অনির্বচনীয় শক্তি ! ১১৬ ।

অভাবনা বা বিপরীতভাবনা,

সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্তাঃ ।

সংসর্গযুক্তং ন বিমুক্তিঃ ক্রবৎ,

বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষণরত্যজস্রম্ ॥ ১১৭ ॥

অকর্মণ্যচিন্তা, বিপরীতভাবনা, উপযুক্ততা, অবস্থাতে বস্তুবোধ, এই চারিটা তমোগুণের বিক্ষেপশক্তি। ইনি তমোগুণসম্বী লোককে কখন ত্যাগ করেন না, কেবল সর্বদা ভ্রম জন্মাইয়া দেন । ১১৭ ।

অজ্ঞানমালস্তজড়মিন্দ্রা-

প্রমাদমূঢ়হিমুখাস্তমোগাঃ ।

এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চি-

রিদ্রানুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি ॥ ১১৮ ॥

অজ্ঞান, অালস্য, অববধানতা, ভ্রান্ত, মূঢ়তা, নিদ্রা ইত্যাদিও তমোগুণ। এই তমোগুণালম্বী ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারে না, কেবল নিদ্রাতুরবৎ স্থাপুর সদৃশ অবস্থিতি কবে। ১১৮ ।

সৎস্বঃ বিগুহ্বঃ জলবৎ তথাপি,

তাভ্যাং মিলিত্বা শরণায় কল্পতে ।

বহ্নাশ্মবিষঃ প্রতিবিস্থিতঃ সন্,

প্রকাশরত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্ ॥ ১১৯ ॥

বিগুহ্ব সবগুণ রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত সলিলবৎ একত্র হইয়া অর্থাৎ সলিল যেমন অন্য জলে মিশ্রিত হইলে এক জলমাত্রই থাকে, তদ্রূপ রজঃ ও তমঃ বিগুহ্ব সবে একত্র হইয়া যখন বিগুহ্বসদৃশমাত্র থাকে, তখন পরিভ্রাণার্থ সক্ষম হয়। যেমন সূর্য্যাকিরণ প্রকাশে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই বিগুহ্ব সবে আশ্রয় প্রতিরূপ প্রতিবিস্থিত হইয়া নিখিল জড় বস্তুকে প্রকাশ করে। ১১৯ ।

মিশ্রত্ব সঙ্ঘস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ,
স্বমানিতাদা। নিয়মা যমাদ্যাঃ ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্শুতা চ,
দৈনী চ সম্পত্তি-রসবন্নিবৃত্তিঃ ॥ ১২০ ॥

অমানিতাদি, যমাদি, নিয়ম, শ্রদ্ধা, মুমুক্শুত্ব, দৈবীসম্পত্তি ও
অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্তি, এই সকল মিশ্রসঙ্ঘগুণের ধর্ম্ম । ১২০ ।

বিগুহসঙ্ঘস্য গুণাঃ প্রসাদাঃ,
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা,
যয়া সদানন্দরসং সমুচ্ছতি ॥ ১২১ ॥

প্রসন্নতা, আপনাতে আত্মানুভব, পরম শান্তিভাব, সন্তোষ,
প্রহর্ষ এবং পরমাত্মনিষ্ঠা এই সমস্ত বিগুহসঙ্ঘের গুণ । ১২১ ।

অব্যাক্তমেতল্লিগুণৈর্নিকৃক্তং,
তৎকারণং নাম শরীরমাত্মনঃ ।
অবুপ্তি-রৈতস্যা বিমুক্ত্যবস্থা,
প্রলোনসর্ব্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ ॥ ১২২ ॥

আত্মার কারণসঙ্গক দেহ অব্যাক্ত এবং সত্বাদিগুণত্রয়বিশিষ্ট ।
এই দেহের বিভাগাবস্থাকে অবুপ্তি কহে ; এই অবুপ্তিতে ইন্দ্রিয়-
গ্রাম ও বুদ্ধিবৃত্তি বিলুপ্ত হয় । ১২২ ।

সর্ব্বপ্রকারপ্রমিতি-প্রশান্তি-
বর্জিতানাবস্থিতিরৈব বুদ্ধেঃ ।
অবুপ্তিরৈতস্যা কিল প্রতীতিঃ,
কিঞ্চিন্ন বেদ্যীতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ১২৩ ॥

প্রথিত জগতীয়ভাব কিছুই বুদ্ধিতে পারি নাই, ইত্যাকার

জ্ঞানই কারণদেহের সুবৃষ্টি-অবস্থা । এই সময়ে ষাবতীর প্রমা-
ণাদি-বিধি নিবৃত্তি পাইয়া বুদ্ধির বীজরূপে বিদ্যমান থাকে । ১২৩ ।

দেহিঞ্জিয়প্রাণমনোহহমানয়ঃ,

সর্বের বিকারা বিষয়াঃ সুখাদয়ঃ ।

ব্যোমাদিভূতাত্মখিলঞ্চ বিশ্ব-

মবাক্তপর্যাপ্তমিদং হনাত্মা ॥ ১২৪ ॥

দেহ, ইঞ্জিয়, প্রাণ, মনঃ, অহঙ্কার ইত্যাদি বিকার এবং ইষ্টা-
দিগের বিবয়বর্গ, সুখ দুঃখ ও আকাশাদি ভূতপঞ্চক অবাক্ত
পর্যাপ্ত সনাত্ত বিশ্ববস্তুনার অনাত্মা, আত্মা ব্যতীত বস্তু
জড়মাত্র । ১২৪ ।

নায়া মায়া কার্য্যঃ সর্বং মহাদাদিদেহপর্যাপ্তম্ ।

অনাদিদমনাত্মদং বিদ্ধি ত্বং মরুমরৌচিকাকল্পম্ ॥ ১২৫ ॥

যেমন মকক্ষেত্রে মৃত্তিকা কলিত হয়, তদ্রূপ মায়া, মায়া কার্য্য
এবং মহাদাদি শরীর পর্যাপ্ত সকল পদার্থকে অনিত্য ও জড়
বলিয়া জ্ঞাত হইবে । ১২৫ ।

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ ।

যদ্বিজ্ঞান নরো বদ্ধান্মুক্তঃ কৈবলামশ্নুতে ॥ ১২৬ ॥

হে শিষ্য! তোমার নিকট পরমাত্মার স্বরূপকথন বলি,
এই স্বরূপ জানিলে মানব বদ্ধনমুক্ত হইয়া কৈবল্যানন্দ সুখলাভ
করে । ১২৬ ।

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং সত্য-মহৎপ্রত্যয়লবনঃ ।

অবস্থাভ্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ ॥ ১২৭ ॥

অহং, এই শব্দকে আশ্রয়পূর্বক, অর্থাৎ অহংশব্দের বাচ্য
অবস্থাভ্রয়ের সাক্ষী পঞ্চকোষ ব্যতীত কোন পুরুষ স্বয়ং নিত্যরূপ
আছেন । ১২৮ ।

যো বিজ্ঞানান্তি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নসুশুপ্তিবু ।

বুদ্ধিতদ্বুদ্ধিসম্ভাবমভাবমহমিত্যয়ম্ ॥ ১১৮ ॥

যে ব্যক্তি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুশুপ্তাদি-সময়ে বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সত্তাসত্তাদি বুঝিয়াছেন, তিনিই অহংপদের বাচ্য । ১২৮

যঃ পশুতি স্বয়ং সৰ্ব্বং যং ন পশুতি কশ্চন ।

যশ্চেত্যতি বুদ্ধাদি ন তদ-যং চেত্যত্যয়ম্ ॥ ১৩৯ ॥

যিনি নিজেকে সকলকে দেখিতেছেন, অথচ যাঁহাকে কেহই দেখিতে সমর্থ নহে, যিনি বুদ্ধাদির চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধাদি যাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে অসমর্থ, তিনি অহংপদের বাচ্য । ১২৯ ।

যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং যন্ন ব্যাপ্তোতি কিঞ্চন ।

আভারূপ-মিদং সৰ্ব্বং যং ভাস্তমমুভাতায়ম্ ॥ ১৩০ ॥

যিনি বিশ্বব্যাপী, যাঁহারকে কোন পদার্থ ব্যাপিতে সমর্থ নহে এবং প্রকাশ্যরূপ এই নিখিল সংসার যাঁহার প্রকাশে সমুদ্ভাসিত হইয়া আছে, তিনিই অহংপদের বাচ্য । ১৩০ ।

যস্য সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ ।

বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্তন্তে প্রেরিতা ইব ॥ ১৩১ ॥

যাঁহার অধিষ্ঠাননিবন্ধন দেহ মনঃ ও ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রেরিত-বৎ স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই অহং-পদের বাচ্য । ১৩১ ।

অহঙ্কারাদিদেহান্তা বিষয়াশ্চ সুখাদয়ঃ ।

বেদ্যন্তে ঘটবদযেন নিত্যবোধস্বরূপিণা ॥ ১৩২ ॥

যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্তৃক অহঙ্কারাদি শরীর পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়াদি এবং সুখদুঃখাদি সকলই অসার ঘটবৎ প্রতীত হয়, তিনিই অহংপদের বাচ্য । ১৩২ ।

এবোহস্তরান্না পুরুষঃ পুরাণো,
 নিরস্তরাধগুপ্তানুভূতিঃ ।
 সর্দৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্মো,
 যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥ ১৩৩ ॥

বাক্যপ্রাণাদি যৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ অর্থে নিরন্ত
 হইতেছে, তিনিই প্রধান পুরুষ অন্তরান্না ; তিনি সর্বদা অখণ্ড-
 স্তরের অনুভবরূপ, নিয়ত একরূপ ও বিগুপ্ত বিজ্ঞানস্বরূপ । ১৩৩।
 অত্রৈব সত্বান্নি ধীশু হায়ী-
 মবাকুতাকাশ উরুপ্রকাশঃ ।
 আকাশ-উচ্চৈ-রবিবৎ প্রকাশতে,
 স্বতেজসা বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩৪ ॥

এই সত্বময় বুদ্ধিকন্দরূপ জ্ঞানরূপগনে অব্যভিচারিতদীপ্তি
 ও সর্বরাস্ত্রে প্রকাশবান্ পরমাত্মা সূর্য্যের ন্যায় নিজ তেজো-
 দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করিয়া বিরাজিত আছেন । ১৩৪ ।

জ্ঞাতা মনোহহকৃতিবিক্রিয়াণং,
 দেহেন্দ্রিয়প্রাণকৃতক্রিয়াণাম্ ।
 অয়োহগ্নিবদানুবর্তমানো,
 ন চেষ্টতে নো বিকরোতি কিঞ্চন ॥ ১৩৫ ॥

মন অহঙ্কারাদির বিকারসমূহ দেহেন্দ্রিয়-প্রাণাদি-কর্তৃক
 সম্পন্ন হইতেছে, ইহা যিনি বহু তপ্ত লৌহপিণ্ডবৎ বিদিত আছেন,
 তিনি নিক্রিয় ও নির্বিকার । ১৩৫ ।

ন জায়তে নো ত্রিয়তে ন বর্ধতে,
 ন ক্ষয়তে নো বিকরোতি নিত্যঃ ।
 বিনায়মানেষপি বপুষ্যমুগ্মিন্,
 ন লীয়তে কুন্ত ইবাম্বরং স্বয়ম্ ॥ ১৩৬ ॥

ধাহার জন্ম নাই, বিনাশ নাই, বুদ্ধি নাই, ক্লম নাই, বিকার
নাই, তিনি নিত্য ও স্বয়ং । এই দেহ বিনষ্ট হইলেও ঘটাকাশ-
বৎ তিনি বিনষ্ট হন না । ১০৬ ।

প্রকৃতিবিকৃতিতিরঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ,

সদসদিদমশেষং ভাসয়ন্তির্কিশেষঃ ।

বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদি-স্ববস্থা-

স্বহ্মহমিতি সাক্ষাৎসাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ ॥ ১০৭ ॥

পরমাত্মা প্রকৃতিবিকারবর্জিত, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ ও বিভেদ-
বিহীন, তিনি এই চরাচর ব্রহ্মাও প্রকাশ করিয়া “অহং” এই
প্রত্যক্ষপদবাচ্য হন । তিনি বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ জাগ্রদাদি অব-
স্থাতেও প্রকাশিত হইতেছেন ! ১০৭ ।

নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্মানমাত্ম-

জয়মহমিতি সাক্ষাৎবুদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ ।

অনিমরৎতরঙ্গাপারসংসারসিদ্ধুং;

প্রত্যয় ভব কৃতার্থো ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ ॥ ১০৮ ॥

সংযতচিত্তে তুমি বিমলবুদ্ধিযোগে নিজ আত্মাকে নিজদেহে
প্রত্যক্ষ কর, জন্মমরণরূপ-তরঙ্গকুল ছপার সংসার-সমুদ্র হইতে
সমুদীর্ণ হও এবং ব্রহ্মস্বরূপে সংস্থিত হইয়া কৃতকৃত্যতালাভ
কর । ১০৮ ।

অত্রানাত্মজহমিতি মতির্কঙ্ক-এবোহস্য পুংসঃ,

জ্ঞাপ্তোহজ্ঞানাজ্ঞানমরণক্লেশসংপাতহেতুঃ ।

যেঠৈবায়ং বপু-রিদ-মসৎসত্যমিত্যাস্ববুদ্ধ্যা,

পুণ্যত্মাকৃত্যবতি বিবর্তৈ-স্তত্ত্বভিঃ কোষকৃৎ ॥ ১০৯ ॥

অজ্ঞানতা নিবন্ধন স্থূলশরীরাদি জড়পদার্থে অহংবুদ্ধিযুক্ত পুরু-

যের জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশের কারণস্বরূপ বন্ধন হইয়া থাকে । যেমন
উর্গনাত নিজ তন্তুকর্তৃক নিজেই সম্বন্ধ হয়, তজ্জপ এই বন্ধনকর্তৃক
পুরুষ অনিত্যাশরীরকে আত্মবুদ্ধিযোগে সত্যজ্ঞান করিয়া বিঘ্ন
দ্বারা শোষণ, অহুলেপন ও বন্ধন করেন । ১৩৯ ।

অতাস্মিং-স্তদ্বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা

বিবেকাতাবাঠৈ ক্ষুরতি ভুঞ্জগে রজ্জুধিষণা ।

ততোহনর্থব্রাতো নিপতন্তি সমাদাতু-রধিক-

স্ততো ঘোহসদগ্ৰাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে ॥ ১৪০ ॥

যে ব্যক্তি তমোগুণে অভিভূত, তাহারই অনাস্থাতে
আত্মবুদ্ধি জন্মে । যে ব্যক্তি চক্ষুজ্ঞানে সর্প গ্রহণ করেন, তাঁহার
মহা অনর্থ ঘটয়া থাকে, সুতরাং অসতের পরিগ্রহ বন্ধনের
হেতুমাত্র । ১৪০ ।

অখণ্ডনিত্যাবয়ববোধশক্ত্যা,

ক্ষুরন্ত-মাঙ্গান-মনস্তবৈভবম্ ।

সমাবৃণোত্যাবৃত্তিলক্তিরেষা,

তমোময়ী রাহু-রিবার্কবিষম্ ॥ ১৪১ ॥

রাহু যেমন আদিত্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করে, তজ্জপ এই
তমোময়ী আবরণীশক্তি অখণ্ড, নিত্য, অবয়ব, জ্ঞানশক্তিবলে
দেদীপ্যমান, অনন্তবিভবশালী আত্মাকে সমাচ্ছন্ন করে । ১৪১ ।

তিরোভূতে স্বাত্মভ্রমলতরতেষোবতি,

পুমাননাস্থানং মোহাদহ-মিতি পরীরং কলয়তি ।

ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিরমুং বন্ধনশৃণৈঃ,

পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস-উরুশক্তি-ক্যধরতি ॥ ১৪২ ॥

বিমল ত্রেমোময় স্বাত্মভাবে অন্তর্হিত হইলে পুরুষ অনিত্য

শরীরকে অজ্ঞানবশে অহংপদবাচ্য বলিয়া নির্ণয় করেন । পরে
রজ্জোগুণের বিক্ষেপশক্তি কামরোবাদিরূপ রজ্জু হইয়া তাঁহাকে
বন্ধন পূর্বক অতীব যত্নগা দেয় । ১৪২ ।

মহামোহগ্রাহগ্রসনগলিতান্নাবগমনো-

ধিয়ো নানাবস্থাং স্বয়-মভিনয়ংস্তদগুণতয়া ।

অপারে সংসারে বিষয়বিষপূরে জলনিধৌ

নিমজ্জ্যান্নজ্জ্যায়ং ভমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ ॥ ১৪৩ ॥

যখন মহামোহরূপ কুন্তীর আসিয়া গ্রাস করে, তখন পুঙ্খ
আত্মজ্ঞানহত হইয়া পড়ে । তখন তাহার বুদ্ধি বিবিধ অবস্থা
প্রকাশ পূর্বক বিষয়বিষপূর্ণ সারহীন ভবসমুদ্রে ভগ্ন হয় ; সুতরাং
তৎকালে তাহাকে কুমতিবিশিষ্ট ও কুৎসিতগতিশালী বলিতে
পারা যায় । ১৪৩ ।

ভানুপ্রভাসজনিতাব্দ্রপঙ্ক্তি-

ভানুং তিরোধায় বিজৃম্বতে যথা ।

আত্মোদিতাহঙ্কৃতি-রাশ্বতঃ

তথা তিরোধায় বিজৃম্বতে স্বয়ম্ ॥ ১৪৪ ॥

সূর্য্য হইতে সজ্জাত অভ্রপংক্তি যেরূপ সূর্য্যকে আবরণ পূর্বক
প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে উদ্ভিত অহঙ্কার আত্মত্বকে
বিলুপ্ত করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া উঠে । ১৪৪ ।

কবলিতদিননাথে হৃদ্বিনে সঃ স্রমেবৈ-

কথ্যয়তি হিমবত্কাবানু-কণ্ঠো যথৈতান্ ।

অবিরততমসাস্ত্যতাবৃতে মূঢ়বুদ্ধিং

কপয়তি বহুদুঃখৈস্তীত্রবিক্ষেপশক্তিঃ ॥ ১৪৫ ॥

সূর্য্য নিবিড় অলদজালে সমাবৃত হইলে প্রবল সমীরণ যেমন

সেই সকল মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তরুণ আত্মা তমোভূত
অভিভূত হইলে মহতী বিক্লেপশক্তি সেই হতবুদ্ধিকে নানারূপ
যজ্ঞা প্রদান করে । ১৪৫ ।

এতাত্যামেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ ।

যাত্যাং বিমোহিতো দেহং মদ্বাআনং ভ্রমত্যয়ম্ । ১৪৬ ।

আবরণশক্তি ও বিক্লেপশক্তি এই উভয়ের দ্বারা পুরুষের
বন্ধন ঘটে । ঐ ছই শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াই পুরুষ শরীরকে
আত্মজ্ঞান করিয়া সংসারে বিচরণ করে । ১৪৬ ।

বীজং সংসৃতিভূমিজন্তু তু তমোদেহাঅধী-রক্কুরো

রাগঃ পল্লবমম্বু কর্ম তু বগুঃ স্বক্কোহসবঃ শাখিকাঃ ।

অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং

নানাকর্মসমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাহত্র জীবঃ খগঃ ॥ ১৪৭ ॥

ভ্রমঃ সংসারবৃক্ষের বীজ, অহংবুদ্ধি উহার অঙ্কুর, অমুরাগ
পল্লব, কর্ম সলিলসিঞ্চন, দেহ স্বক্ক, প্রাণাদি বায়ুসমূহ শাখা-
প্রশাখা, ইন্দ্রিয়গ্রাম অগ্রদেশ, বিষয়কল বৃক্ষমূল, বিবিধ-
কর্মোৎপাদক বিবিধ দুঃখ ফল এবং ভোক্তা উহার পক্ষী বলিয়া পরি-
কীর্ণিত । ১৪৭ ।

অজ্ঞানমূলোহয়মনাত্মবন্ধো

নৈসর্গিকোহনাতিরনন্ত-ঈরিতঃ ।

জন্মাত্যয়-ব্যধিজরাদিদুঃখ-

প্রবাহপাতং জনয়তামুয্য ॥ ১৪৮ ॥

অজ্ঞানই এই দেহাদি অড়পদার্থে অহংবুদ্ধিরূপ বন্ধনের মূল ।
আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, অনাদি ও অনন্ত । কেবল অনাত্মবন্ধই আত্মার
জন্ম, মরণ, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি ক্লেশপল্লব প্রকাশ করে । ১৪৮ ।

নাষ্ট্রেন শাষ্ট্রেরনিলেন বহিনা

ছেতুং ন শক্যো ন চ কৰ্ম কোটিভিঃ ।

বিবেকবিজ্ঞানমহাসিনা বিনা

ধাতুঃ প্রসাদেন শিতেন যজুনা ॥ ১৪৯ ॥

অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সেই অনায়া জড়পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ বন্ধ-
মকে ছেদন করা হুঃসাধ্য। উহা পবনযোগে বিচালিত, অগ্নি
দ্বারা দগ্ধ, অথবা কোটি কোটি কৰ্মদ্বারাও নিবারিত হয় না। তবে
যদি পরমেশ্বরের প্রসাদে বিবেকবিজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসি পাওয়া
যায়, তাহা হইলে অনায়াসে ছেদন করিতে পারে। ১৪৯।

শ্রুতিপ্রমাণৈকমতে: স্বধৰ্ম্ম-

নিষ্ঠা তথৈবাত্মবিশুদ্ধিরন্ত ।

বিশুদ্ধবুদ্ধে: পরমাশ্রবেদনং

তেনৈব সংসারসমূলনাশ: ॥ ১৫০ ॥

বেদশাস্ত্রাদির প্রমাণে যাহার বিশ্বাস আছে, প্রথমতঃ তাহার
স্বজাতীয় ধৰ্ম্মনিষ্ঠার উদয় হয়। সেই নিষ্ঠাযোগে চিত্তশুদ্ধি
কল্পিলে পরে পরমাশ্রয়জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞান দ্বারা
অনায়াসে সমূল সংসারতরু ছেদ করিতে পারা যায়। ১৫০।

কোষৈ-রত্নময়াট্যৈ: পঞ্চভিবাশ্রা ন সংবৃত্তো ভাতি ।

নিজশক্তিসমুৎপন্নৈ: শৈবালপট্টৈ-রিবাম্ব বাপীশৃঙ্গ ॥ ১৫১ ॥

জলাশয়স্থ জগৎ যেমন শৈবালচ্ছন্ন হইলে অপ্রকাশিত থাকে,
তদ্রূপ আত্মা স্বশক্তি হইতে সজ্জাত অল্পময়াদি পঞ্চকোষ কর্তৃক
সমচ্ছন্ন হইলে প্রকাশ প্রাপ্ত হইবে না। ১৫১।

তচ্ছৈবালাপনয়ে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্ ।

তৃণাসক্তাপহরং সদ্যঃসৌখ্যপ্রদং পরং পুংস: ॥ ১৫২ ॥

পঞ্চানামপি কোষাণামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ ।

নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্ রূপঃ পরং স্বয়ং জ্যোতিঃ ॥ ১৫৩ ॥

শৈবাল অপসারিত করিলে যেমন তাপনাশন, পিপাসাপ-
হারক, হৃচ্ছ জল প্রকাশ পাইয়া পুরুষকে পরমসুখ প্রদান করে,
তদ্রূপ পঞ্চকোষাবরণ অপনোত হইলে আত্মা ও নিত্যানন্দ সর্ব-
জীবগত প্রকৃতিসিদ্ধ পরমজ্যোতিরূপে প্রকাশিত হইয়া পুরুষকে
পরমানন্দে আনন্দিত করেন । ১৫২-১৫৩ ।

আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্তব্যে বন্ধমুক্তয়ে বিহ্বা ।

তেনৈবানন্দোভবতি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম্ । ১৫৪ ॥

সুখী ব্যক্তির বন্ধনাবমোচনার্থ নিত্যানিত্যরূপ চিৎ ও জড়
এই দুইটির বিচার করিবেন । সেই বিচার দ্বারা সচ্চিদানন্দময়
আত্মাভিজ্ঞান জন্মিলে লোকে অলৌকিকানন্দ প্রাপ্ত হয় । ১৫৪ ।

মুঞ্জাদিশীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ

প্রত্যক্ষ-মাত্মানমসঙ্গমক্রিঃম্ ।

বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্বং

তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ ॥ ১৫৫ ॥

মৌজীতৃণমধ্যস্থ শলাকা যেমন তাহা হইতে বিভিন্ন থাকে,
তদ্রূপ যিনি দৃশ্য শরীরাদি জড়বস্তু হইতে সর্বভূতস্থ, অসঙ্গ,
অক্রিয় আত্মাকে বিভিন্নরূপে বিদিত হইয়া ঐ আত্মাতে সকল লয়
করিয়া তন্ময় হন, তাঁহাকেই মুক্ত বলা যায় । ১৫৫ ।

দেহোহরমন্নভবনোহন্নয়মন্ত কোষ-

শ্চাশ্রেন জীবতি বিহ্বতি তদ্বিহীনঃ ।

ত্বচ্চন্দ্রমাংসরূপধরাহ্মিপুরীষরাশি-

র্নায়ং স্বয়ং ভবিতুমর্হতি নিত্যশুদ্ধঃ ॥ ১৫৬ ॥

এই শরীর অন্নরস হইতে সঞ্জাত, অন্নরস দ্বারা রক্ষিত এবং অন্নরসশূন্য হইতে ধ্বংস হয়, সুতরাং ইহার নাম অন্নময়কোষ, তৃক্-শোণিতমাংসাস্থি-মলপূর্ণ এই অন্নময়কোষ কদাচ অনশ্বর ব্রহ্মপদবাচ্য হইতে পারে না । ১৫৬ ।

পূর্বে জনেরপি মৃতেরধুনায়মস্তি

জাতক্ষণঃ ক্ষণগুণোহনিম্নত্বম্ভাবঃ ।

নৈকো জড়শ্চ ঘটবৎ পরিদৃশ্যমানঃ

স্বাত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা ॥ ১৫৭ ॥

জন্মমৃত্যুর পূর্বেও এই অন্নময়কোষ থাকে, এখনও আছে । ইহাতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশেষ বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় । ইহার স্বভাব অস্থায়ী । সুতরাং অশেষ প্রকারে জড় ও ঘটবৎ দৃশ্যমান কোষস্বভাব ও বিকাশাদির অভিজ্ঞ কি প্রকারে হইবে ? ১৫৭ ।

পানিপাদাদিমান্ দেহো নাত্মা বাহ্যেহপি জীবনাৎ ।

তত্ত্বচ্ছক্तेरनाशाच्च न नियमो नियामकः ॥ ১৫৮ ॥

শরীর করচরণাদিযুক্ত, আত্মা তাহা নহেন । তিনি অঙ্গ-বর্জিত হইলেও যতদিন সন্তানিবন্ধন তত্ত্বৎ-শক্তির অনাশঙ্কেতু কাহারও শিক্ষার পাত্র নহেন । তিনি অখিলের প্রভু । ১৫৮ ।

দেহতদ্বর্ষতৎকর্ম্মতদবস্থাদিসাম্বিণঃ ।

স্বত-এব স্বতঃসিদ্ধং তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ ॥ ১৫৯ ॥

দেহের ধর্ম্ম জন্মমৃত্যু, পুণ্য ও পাতক দেহের কর্ম্ম এবং শৈশব ও যৌবনাদি দেহের অবস্থা, লক্ষণবিভিন্ন, সকলের সাক্ষীস্বরূপ আত্মা স্বতই নিত্য প্রদিত । ১৫৯ ।

শল্যরাশির্মাংসলিণ্ডো মলপূর্ণোহতিকশ্মলঃ ।

কথং ভবেদয়ং বেত্তা স্বয়মেতদ্বৈলক্ষণঃ ॥ ১৬০ ॥

সাংসক্য, অস্থিমালাদিপূরিত, অতি মোহের স্থানস্বরূপ,
বিশেষ বৈলক্ষণ্যযুক্ত এই দেহ কিরূপে স্বয়ং জ্ঞাতা
হইবে ? ১৬০ ।

অজ্ঞাংসমেদোহস্থিপূরীষরাশাবহংমতিং মূঢ়জনঃ কৰোতি ।

বিলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলো নিজস্বরূপং পরমার্থভূতম্ ॥ ১৬১ ॥

যে ব্যক্তি মূর্খ, সেই-ই চন্দ্র-মাংস-মেদ-অস্থি-মল-পূর্ণ এই
দেহে অহংবুদ্ধি করে, কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিচারজ্ঞ, তিনি
শরীরাদি সমস্ত বস্তু হইতে পরমার্থভূত নিজ স্বরূপ, উপায়যোগে
বিদিত হইয়া থাকেন । ১৬১ ।

দেহোহহমিত্যেব জড়স্ত বুদ্ধি-

র্দেহে চ জীবে বিদ্যমস্বভাৱীঃ ।

বিবেকবিজ্ঞানবতো মহাত্মনো ।

ব্রহ্মাহমিত্যেব মতিঃ সদাশ্রুনি ॥ ১৬২ ॥

“আমি দেহ” এরূপ জ্ঞান মুখেরই হয় ; যাহারা শাস্ত্রবেত্তা,
তাহারা দেহে ও জীবে অহংবুদ্ধি আরোপ করে, কিন্তু আত্ম-
নাশ্রবিচারবলে আত্মভূতবকারী মহোদয় ব্যক্তি আপনাতে স্বয়ং
ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির করিয়া থাকেন । ১৬২ ।

অত্রাহ্মবুদ্ধিং ত্যজ মূঢ়বুদ্ধি !

অজ্ঞাংসমেদোহস্থিপূরীষরাশৌ ।

সৰ্ব্বাশ্রুনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে

কুরুষ শান্তিং পরমাং ভজস্ব ॥ ১৬৩ ॥

রে মূর্খ ! তুমি চন্দ্র, মাংস, মেদ ও অস্থি-মলরাশিতে আত্ম-
বুদ্ধি বিসর্জন কর এবং বিকল্পবর্জিত সৰ্ব্বাশ্রা পরমব্রহ্মে মুক্তি
প্রাপ্ত হও ; তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হও । ১৬৩ ।

দেহেজ্জিগাদাবসতি ত্রয়োদিতাং

বিদ্যানহস্তাং ন অহাতি যাবৎ ।

তাবন্ন তত্তান্তি বিমুক্তিবাস্তা-

প্যন্তেষ বেদান্তলয়াস্তদশী ॥ ১৬৪ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যাবৎ অনিত্য দেহ ও ইঞ্জিয়গ্রামে ভ্রমজন্তু অহংবুদ্ধি বিসর্জন না করেন, তাবৎ তিনি বেদান্তজ্ঞই হউন বা ঐলয়াস্তদশীই হউন, মোক্ষপথের বহু অন্তরে বিদ্যমান থাকেন । ১৬৪ ।

ছায়াশরীরে প্রতিবিশ্বগাত্রো

যৎস্বপ্নদেহে জ্বদি কল্পিতাদে ।

যথাঅবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচি-

জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্ত ॥ ১৬৫ ॥

ছায়াদেহ, প্রতিবিশ্বদেহ, স্বপ্নদৃষ্টদেহ ও জ্বৎ-কল্পিতদেহ এই সমস্ত দেহে যেমন তোমার আত্মবুদ্ধি জন্মে না, তদ্রূপ এই জীবিত দেহেও তোমার আত্মবুদ্ধি কেন হইবে ? উহা যেন না হয় । ১৬৫ ।

দেহাঅধীরেব নৃণামসন্ধিয়াং

জন্মাদিহঃখপ্রভবস্ত বীজম্ ।

যতস্ততস্বঃ জহি তাং প্রযত্নাৎ

তাক্তে তু চিন্তে ন পুনর্ভবাশা । ১৬৬ ॥

অসদ্বুদ্ধিহেতু মানবশরীরের জন্ম-মৃত্যুদুঃখোৎপত্তির হেতু স্বরূপ অংহভাব জন্মে, এই জন্তু সবদেহে অহংজ্ঞান বিসর্জন দেও ; কারণ, অহং বিসর্জন দিলেই পুনর্জন্ম দূর হইয়া থাকে সন্দেহ নাই । ১৬৬ ।

কশ্মৈন্দ্রিষ্টৈঃ পঞ্চভিরক্ষিতোহয়ং

প্রাণো ভবেৎ প্রাণময়স্ত কোষঃ ।

যেনাশ্রয়ানন্নমরোহুপূর্ণঃ

প্রবর্ততেহসৌ সকলক্রিয়ানু ॥ ১৬৭ ॥

পঞ্চপ্রাণ পঞ্চকশ্মৈন্দ্রিয়সহ একত্র হইয়া প্রাণময়কোষ নামে
প্রসিদ্ধ হয়, আর অন্নময়কোষ ঐ প্রাণময়কোষ কর্তৃক পরিপূর্ণ
হইয়া কৰ্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকে । ১৬৭ ;

নৈবাত্মাপি প্রাণময়ো বায়ুবিকারো

গস্তা গস্তা বায়ুবদন্তর্কহিরেবঃ ।

বস্মাং কিঞ্চিৎ কাপি ন বেত্তীষ্টমনিষ্টং

খং বাস্তং বা কিঞ্চন নিত্যং পরন্ততঃ ॥ ১৬৮ ॥

বায়ুবিভূতিযুক্ত ও নশ্বর প্রাণময়কোষকে আত্মা বলা যায় না,
জ্ঞান অনিষ্টং সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভ্রমণ করেন ।
ঐ প্রাণময়কোষ আত্মার বশীভূত । ইহার ইষ্টানিষ্টজ্ঞান নাই
এবং কি আপনাকে কি অপরকে জানিতে সমর্থ নহেন । ১৬৮ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্তাৎ

কোষো মনোহমিতি বস্তবিকল্পহেতুঃ ।

সংজ্ঞাদিভেদকমনাকলিতো বলীয়ান্-

স্তৎপূৰ্ণকোষমভিপূৰ্য্য বিজৃম্বতে যঃ ॥ ১৬৯ ॥

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহ সমবেত হইলেই মনকে মনোময়কোষ
বলা যায় । উহা হইতেই “আমি আমার” প্রভৃতি বিকল্পের
উদয় হয় এবং নানাদি পার্থক্যের আবির্ভাব দ্বারা প্রকাশিত
প্রবল অন্নময়কোষ পূর্ণ হয় এবং পরে নিজে প্রকাশ
পায় । ১৬৯ ।

পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরেব হোতৃভিঃ

প্রচীয়ম'নো বিষয়াজ্যধারয়া ।

জাজ্ঞ্যমানো বহুবাসনেক্টনৈ-

র্শনোময়্যগ্নির্দহতি প্রপঞ্চম্ ॥ ১৭০ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ পঞ্চহোতৃ দ্বারা বিষয়পঞ্চকরূপ হবির্দ্বারা বর্জিত ও নানাবাসনারূপ সমিধযোগে প্রদীপ্ত এই মনোময়বহ্নি প্রপঞ্চরূপ শরীরকে ভস্মীভূত করে অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা বিষয়েচ্ছা বৃদ্ধি পায়, তখন মনোরূপ বহ্নি প্রবল হইয়া প্রপঞ্চরূপ পঞ্চভূত-ময় শরীরকে নিয়ত ভস্মীভূত করে। কোন প্রকারে নির্কোণ প্রাপ্ত হয় না। ১৭০।

ন হস্তাবিদ্যা মনসোহতিরিক্তা

মনোহবিয়া ভববদ্ধহেতুঃ ।

তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং

বিজৃম্বিতেহস্মিন্ সকলং বিজৃম্বতে ॥ ১৭১ ॥

অবিদ্যা মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে; কারণ, সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপ অবিদ্যা মনের প্রকাশেই প্রকাশিত হয়। স্মৃতরাং মনের বিকাশেই সমস্ত বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং এক মনের স্বয়ংসেই সমস্ত স্বয়ংস পাইয়া থাকে। ১৭১।

স্ব.প্রহর্শুস্তে সৃজতি স্বশক্যা

ভোক্তাদি বিশ্বং মন-এব সর্বম্ ।

তদৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষ-

স্তং সর্বমেতন্ননসো বিজৃম্বণম্ ॥ ১৭২ ॥

স্বষ্টি অবস্থায় মন যেমন স্বশক্তি দ্বারা অসং দ্রব্যের সৃষ্টি, র, ভক্ষণ এই জাগ্রদবস্থাতেও অক্যাসকল্পনা দ্বারা বিশ্বভাব

প্রকাশিত হয়, ইহাতে বিন্দুমাাত্র পার্থক্য নাই । অতরাং এই সকল কেবল মনেরই বিলাসমাাত্র সম্ভেদ নাই । ১৭২ ।

অবুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে
নৈবাস্তি কিঞ্চিং সকলপ্রসিদ্ধেঃ ।

অতো মনঃক্লান্ত এব পুংসঃ
সংসার এতচ্চ ন বস্তুতোহস্তুি ॥ ১৭৩ ॥

অবুপ্তি অবস্থায় মনের লয় হইলে নামরূপাদি দ্বারা প্রসিদ্ধ বস্তুসমস্তও কিছুই বিদ্যমান থাকে না, অতরাং এই সংসার পুরুষের মনঃক্লান্ত, প্রকৃত কিছুই পরমার্থ হইতে পারে না । ১৭৩ ।

বায়ুনা লীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব লীয়তে ।

মনসা কল্যাতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্যাতে ॥ ১৭৪ ॥

জলদজাল যেমন অনিল দ্বারা উদিত হয়, পুনরায় বায়ুদ্বারাই বিলীন হয়, তদ্রূপ মনোদ্বারাই বন্ধন ক্লান্ত হয় এবং মনোদ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে । ১৭৪ ।

দেহাদিসৰ্ব্ববিষয়ে পরিকল্পা রাগং

বন্ধাতি তেন পুরুষঃ পশুবদন্তেন ।

বৈরন্তমাত্র বিষবৎ স্রবিধান্য পশা-

দেনং বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ ॥ ১৭৫ ॥

সেই মন শরীরাদি সকল বিষয়ে অমুরাগ প্রকাশ পূৰ্ব্বক' সেই আসক্তিরজ্জু দ্বারা পশুর জায় পুরুষকে বন্দীভূত করে ; পরে যখন শরীরাদি বিষয়স্বৰূপ বিষের জায় নীরস জ্ঞান হয়, তখন সেই মন পুরুষের বন্ধনরজ্জু কর্তন পূৰ্ব্বক মোক্ষপ্রদ হয় । ১৭৫ ।

তন্মান্নানঃ কারণমন্ত জন্তো-

র্যজ্জন্ত মোক্ষস্ত চ বা বিধানে ।

বন্ধস্ত হেতুর্মলিনং রজোগুণৈ-

র্ম্যাকস্ত শুদ্ধং বিরজস্তমস্কম্ ॥ ১৭৬ ॥

সুতরাং মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের হেতু । যখন মন রজোগুণাদি দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তখন বন্ধনের হেতু হয় এবং রজস্তমঃশূ হইয়া যখন শুদ্ধমহেশ্বররূপ হয়, তখন মুক্তির হেতু হইয়া থাকে । ১৭৬ ।

বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকা-

চ্ছুদ্ধমালাদ্য মনোবিমুক্ত্যে ।

ভবত্যতো বুদ্ধিমত্তো মুমুক্শো-

স্তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে ॥ ১৭৭ ॥

নিত্যানিত্যবস্তুবিচার ও বৈরাগ্যাদি গুণাতিশয্য নিবন্ধন বিশুদ্ধ মন মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে ; সুতরাং মুমুক্শু সাধুরা প্রথমতঃ বিবেক ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিবেন । ১৭৭ ।

মনো নাম মহাব্যাভ্রো বিষয়ারণ্যভূমিষু ।

চরত্যত্র ন গচ্ছন্ত সাধবো যে মুমুক্শবঃ ॥ ১৭৮ ॥

চিন্তারূপ মহাব্যাভ্র বিষয়রূপ বনে বিচরণ করিতেছে । সুতরাং বাহারা মুমুক্শু, তাঁহারা কেন এই বনে স্থখে প্রয়াণ না করেন ? ১৭৮ ।

মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্

স্থলাশ্বনা শূন্যতয়া চ ভোক্তুঃ ।

শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্

গুণক্রিয়াহেতুকলানি নিত্যম্ ॥ ১৭৯ ॥

মন স্থলদেহ, শূন্যশরীরাদি দ্বারা ভোক্তা জীবের নানাপ্রকার ভোগ্যজ্ঞা, দেহসমূহ, বর্ণ, আশ্রম, জাতিভেদ ও গুণকার্য্যকারণ-কল সমস্তই নিত্য উৎপাদন করেন । ১৭৯ ।

অসঙ্গচিরুপমমুং বিমোহ

দেহেন্দ্রিয়প্রাণজ্ঞৈর্নিবধ্য ।

অহং মমেতি ভ্রমরতাজস্রং

মনঃ স্বকৃত্যেযু ফলোপভুক্তিষু ॥ ১৮০ ॥

“আমি আমার” এই বুদ্ধি নিঃসঙ্গ চিৎ-স্বরূপ আত্মাকে
বিমুক্ত করিয়া শরীরেন্দ্রিয়-প্রাণরূপ রজ্জ্বদ্বারা আবদ্ধ করত
স্বকর্ন্তফলভোগরূপ বিষয়মার্গে নিয়ত পর্যটন করাইতেছে । ১৮০ ।

অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্ত সংসৃতি-

রধ্যাসবদ্ধভ্রমূনৈব কল্পিতঃ ।

রজস্তমোদোষবতোহবিবেকিনো

জন্মানদিহঃখস্ত নিদানমেতৎ ॥ ১৮১ ॥

অধ্যাসদোষেই পুরুষের সংসার বটে এবং অধ্যাসবশেই
“আমি আমার” এই প্রকার বুদ্ধি কল্পিত হয় ; সুতরাং রজ-
স্তমোদোষাদিযুক্ত বিবেকবিহীন পুরুষের জন্মমৃত্যুরূপ ভবদুঃখের
মূলহেতু কেবলমাত্র সেই অহংমমবুদ্ধি সম্বন্ধেই নাই । ১৮১ ।

অতঃ প্রাহর্ষনোহবিদ্যাং পণ্ডিতাস্তদ্বদর্শিনঃ ।

যেনৈব ভ্রাম্যতে বিখং বায়ুনেবাব্ভ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৮২ ॥

যে রূপ বায়ুদ্বারা আকাশমার্গে জলদজাল পরিচরণ করে,
তদ্রূপ যে মন দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডে জীবকুল বিচরণ করিতেছে,
তদ্রূপ পণ্ডিতেরা সেই মনকেই অবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন
করেন । ১৮২ ।

তন্মনঃশোধনং কার্য্যং প্রযত্নেন যুযুক্তগা ।

বিগুণে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ করকলারিতে ॥ ১৮৩ ॥

সুতরাং মোক্ষের ইচ্ছা থাকিলে যত্নবান হইয়া প্রথমতঃ

মনের শুদ্ধি-সম্পাদন করিতে হয়, কেননা, মনঃশুদ্ধি হইলে
মোক্হ হস্ততলহ ফলবৎ হইয়া উঠে। ১৮৩।

মোক্ষকৰ্শক্য বিষয়েষু রাগং

নিৰ্ম্মলা সংজ্ঞা চ সৰ্বকৰ্ম্ম ।

সচ্ছন্দ্রা যঃ শ্রবণাদিনিষ্ঠো

রজঃস্বভাবঃ স ধুনোতি বুদ্ধেঃ ॥ ১৮৪ ॥

মোক্হবিষয়ে একান্ত অহুরাগ দ্বারা বিষয়ে অহুরাগ নিবৃত্তি
পাইলে সৰ্বকৰ্ম্ম্য বিসৰ্জন করত সৎ-সম্বন্ধীয় শ্রদ্ধাদ্বারা যিনি
শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-নিষ্ঠাসম্পন্ন হন, তিনি বুদ্ধির রজোভাবকে
অধে পরাক্রম করিতে পারেন। ১৮৪।

মনোময়ো নাপি ভবেৎ পরাশ্রা

ইদ্যাস্তবদ্বাৎ পরিণামিত্বাৎ ।

দ্বঃখাস্বকদ্বাধিবরজহেতো-

ত্র ষ্টা হি দৃশ্যাস্ততয়া ন দৃষ্টেঃ ॥ ১৮৫ ॥

মনোময় বস্তুকে পরমাশ্রা বলা যায় না ; কেননা, আদ্যন্ত-
বৃত্ততা, বিকারিতা, দ্বঃখস্বরূপত্ব ও বিষয়াদিশুণ্যবিশিষ্টতাহেতু ত্রষ্টা
আশ্রা কদাচ দৃশ্যপদার্থরূপে দৃশ্য হন না। ১৮৫।

বুদ্ধিৰ্কুদ্বীজৈরৈঃ সার্কিং সত্ত্বিত্তিঃ কর্ত্ত্বলক্ষণঃ ।

বিজ্ঞানমরকোষঃ শ্রাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্ ॥ ১৮৬ ॥

নিজ নিজ বৃত্তিসহ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও বুদ্ধি একত্র হইয়া
কর্ত্ত্বরূপে বিজ্ঞানমরকোষ হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানমরকোষও
পুরুষের সংসারের হেতু। ১৮৬।

অনুভবজিৎপ্রতিবিম্বশক্তি-

কিঁজ্ঞানসংজ্ঞঃ প্রকৃতেকিকারঃ ।

জ্ঞানক্রিয়াদানহমিত্যজ্ঞঃ

দেহেজ্জিরাদিষভিমত্তে ভূশ্ম ॥ ১৮৭ ॥

মায়াবশগ চিৎপ্রতিবিম্বশক্তি, প্রকৃতির বিকৃতি ও অহং-জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন এবং ক্রিয়াশক্তিব্যুক্ত ইত্যাকার জ্ঞানের পাত্র-স্বরূপ বিজ্ঞানময়কোষ সর্বদা শরীর-ইন্দ্রিয়গ্রামাদিতে অত্যভিমান প্রকাশ করেন । ১৮৭ ।

অনাদিকালোহমহং স্বভাবো

জীবঃ সমস্তব্যবহারবোদ্ধা ।

করোতি কৰ্ম্মাণ্যমুপূৰ্ণবাসনঃ

পুণ্য'ন্তপুণ্যানি চ তৎফলানি ॥ ১৮৮ ॥

অনাদিকালাবচ্ছিন্ন অহংভাবেকেই জীব বলা যায় ; সেই জীব উচিতাহুচিত কৰ্ম্মসকল বহনপূৰ্ণক পূৰ্ণবাহারূপ পাপ-পুণ্যকৰ্ম্মাদি করিয়া তৎফল উপভোগ করেন । ১৮৮ ।

ভুঙংক্ত বিচিহ্নানপি যোনিষু ব্রহ্ম-

স্মায়াতি নির্ঘাত্য উদ্ধমেঘঃ ।

অশ্বেষ বিজ্ঞানময়স্ত জাগ্রৎ-

স্বপ্নাদ্যবস্থাসুখদুঃখভোগঃ ॥ ১৮৯ ॥

এই জীব বিজ্ঞানময়কোষসম্পর্কীয় জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থাস্থিত সুখদুঃখভাক্ হইয়া নানা ঘোনিতে বিচরণ পূৰ্ণক কোনসময় স্থরপরে, কোনসময়ে মর্ত্যে, কোনসময়ে নরকে গমন করেন এবং এই প্রকার যাতায়াতক্রমে পূৰ্ণবাসনার বশবর্তী হইয়া কৰ্ম্মাসূদৃশ পুণ্য ও পাতককল ভোগ করেন । ১৮৯ ।

দেহাদিনিষ্ঠাশ্রমধর্মকর্ম-

জগাভিগানং সততং মমোতি ।

বিজ্ঞানকোষোহয়মতিপ্রকাশঃ

প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ পরাঙ্গনঃ ।

অতো ভবত্যেব উপাধিরক্ত

বদাঙ্গধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ ॥ ১২০ ॥

পরমাঙ্গীর অত্যন্তসান্নিধিবন্ধন অত্যন্ত প্রকাশমান এই বিজ্ঞানময়কোষ সর্বদা “আমার আমার” এই জ্ঞানে শরীরাদিতে বিশ্বাস ও আশ্রয়মর্শকর্মণ্য এই সকল হেতু অভিন্নানী হইয়া আত্মবুদ্ধিবশে ভ্রমে সংসারী হইয়া থাকেন, এই কারণেই ইনি “জীব” উপাধিমান হন । ১২০ ।

যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি ক্ষুরত্যয়ং জ্যোতিঃ ।

কুটস্থঃ সন্নাস্তা কর্ত্তা ভোক্তা ভবত্বাপাধিস্থঃ ॥ ১২১ ॥

এই বিজ্ঞানময়কোষ হৃদয়াত্যন্তরে প্রাণানিলে ক্ষুর্তি পাইতেছে এবং আত্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্বকৃতস্থ ও নির্বিকৃতি হইয়াও উপাধিবশে এই কোষে কর্ত্ত্বরূপে ও ভোক্ত্বরূপে বিদ্যমান আছেন । ১২১ ।

স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধে-

স্তাদাত্মাদোষণ পরং মৃষাঙ্গনঃ ।

সর্বাঙ্গকঃ সন্নপি বীজতে স্বয়ং

স্বতঃ পৃথক্তেন মৃদো ঘটানিব ॥ ১২২ ॥

যে রূপ মৃগ্যর ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্নতা প্রকাশ করে, তদ্রূপ আত্মা সর্বস্বরূপ হইয়াও বুদ্ধির তাদাত্মাদোষে নিজে ইয়ত্তাবান হইয়া মিথ্যা শরীর হইতে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপকে আপনাই হইতে ভিন্নরূপে দেখেন । ১২২ ।

উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাঙ্গা

জ্যাপাধিস্থানমুভাতি তদুৎপত্তিঃ ।

অয়োবিকারানবিকারিবহুবৎ

সদৈকরূপোহপি পরঃ স্বভাবাৎ ॥ ১২৩ ॥

যে রূপ বিকাররহিত বস্তু বিকারী লোকে লক্ষ্য করত
বিরাজ করে, তদ্রূপ উপাধিসম্বন্ধ নিবন্ধন পরমাত্মা স্বতই নিরত
একরূপ হইয়াও উপাধিগুণযুক্ততানিবন্ধন উপাধিধর্মকে লক্ষ্য
করিয়া বিরাজিত থাকেন । ১২৩ ।

শিষ্য উবাচ ।

ভ্রমেনাপ্যন্তথা বাস্তব জীবভাবঃ পরাশ্রয়ঃ ।

তত্পাদধেরনাদিত্ত্বান্নানাদেনাশ ইষ্যতে ॥ ১২৪ ॥

শিষ্য বলিলেন, ভ্রান্তি নিবন্ধন কিছা অপর কোন হেতুতে
পরমাত্মার জীবভাব হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই জীব উপাধির
অনাদিত্ব বশতঃ অনাদির ক্ষয় কিরূপে সম্ভব ? ১২৪ ।

অতোহস্ত জীবভাবোহুপ নিত্য ভবতি সংস্রুতিঃ ॥

ন নিবর্ত্তেত তন্মোকঃ কথং মে শ্রীশুরো ! বদ ॥ ১২৫ ॥

হে গুরুদেব ! পরমাত্মার জীবভাবে নিত্য সংসারভাব
হইয়া থাকে, সুতরাং জীবোপাধি যদি প্রশাস্ত না হইল, তাহা
হইলে কিরূপে মোক্ষ ঘটবে ? ১২৫ ॥

শ্রীগুরুব্রবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্ঠং স্বয়া বিদ্বন্ ! সাবধানেন তচ্ছৃণু ।

প্রামাণিকী ন ভবতি ভ্রান্ত্যা মোহিতকল্পনা ॥ ১২৬ ॥

গুরুদেব বলিলেন, তুমি স্মতর্কযান্ হইয়া উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ,
তদুত্তর অবধান কর । ভ্রমে মোহকল্পনা কদাচ প্রামাণ্য নহে । ১২৬ ।

ভ্রান্তিং বিনা স্বসঙ্গস্ত নিষ্ক্রিয়স্ত নিরাকৃতেঃ ॥

ম য়েতৈত্বার্থসম্বন্ধো নভসো নীলতাদিবৎ ॥ ১২৭ ॥

যেমন বিমল গগনে ভ্রমবশে নীলপীতাদি বর্ণলক্ষ্য হয়, তদ্রূপ
অসঙ্গ, নিষ্কর ও আকারহীন পরমাঙ্গার সম্বন্ধে বিবরসম্বন্ধ-
ঘটনও এক ভ্রম ভিন্ন সম্ভবে না। ১২৭।

হস্ত দৃষ্টনির্ণয়ক্রিয়শ্চ

প্রত্যগ্‌বোধানন্দরূপশ্চ বুদ্ধেঃ।

ভাস্ক্যাপ্রাপ্তো জীবভাবো ন সত্যো

মোহাপায়ে নাস্ত্যন্ত স্বভাবাৎ ॥ ১২৮ ॥

নির্ণয়, নিষ্কর, সর্বভূতস্থ, সাক্ষী, জ্ঞানময় ও আনন্দরূপ
আঙ্গার জীবভাব বুদ্ধিভ্রমবশেই কল্পিত হইয়া থাকে; ফলতঃ
উহা মিথ্যা। কেননা, মোহাপগমে জড়রূপ জীবভাবেরও
ধ্বংস হয়। ১২৮।

বাবদভাস্তিত্যবদেবাত্ত সঙ্গা

মিথ্যাজ্ঞানোজ্জ্বলিতস্ত প্রমাদাৎ।

রজ্জ্বাং সর্পো ভ্রান্তিকালীনএব

ভ্রান্তের্নাশে মৈব সর্পোহপি তদ্বৎ ॥ ১২৯ ॥

যেমন ভ্রান্তিনিবন্ধন রজ্জুতে ভুলজ্ঞান হয়, কিন্তু ভ্রান্তি
অপগমে অহিজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া থাকে, তদ্রূপ বাবৎ ভ্রান্তি
থাকে, তাবৎ ভ্রান্তিবশে অলীকজ্ঞান দ্বারা জীবভাবের প্রকাশ
থাকে, কিন্তু ভ্রান্তিদূর হইলে জীবভাবও লুপ্ত হয়। ১২৯।

অনাদিহমবিদ্যায়াঃ কার্য্যস্তাপি তথেষ্যতে।

উৎপন্নাস্ত বিদ্যায়াংবিদ্যাকমনাদ্যপি ॥ ২০০ ॥

প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্কং সহ মূলং বিনশ্চতি।

অনাদ্যপীদং নো নিত্যং প্রাগ্‌জ্ঞাব ইব ক্ষুটম্ ॥ ২০১ ॥

যেমন সুষুপ্তিকালীন দৃষ্ট পদার্থ জাগ্রদবস্থায় বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ

অবিদ্যা অনাদি এবং অবিদ্যার কর্মও অনাদি ; কিন্তু বিদ্যার আবির্ভাবে অনাদি অবিদ্যা স্বকାର্য্য সহ ধ্বংস হয়। এই অবিদ্যা ও তৎকার্য্য অনাদি হইলেও আমাদিগের সংক্ষেপে বিদ্যাশব্দাবতার্য্য প্রকাশিত হইতেছে। ২০০-২০১।

অনাদেরপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্ত বীক্ষিতঃ।

বন্ধুদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ পরিকল্পিতমাত্মনি ॥ ২০২ ॥

জীবন্তং ন ততোহন্তস্তত্ত্ব স্বরূপেণ বিলক্ষণঃ।

স্তবন্ধঃ স্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপূরঃসরঃ ॥ ২০৩ ॥

অনাদি হইলেও প্রাগভাবের নাশ দেখা যায়, কিন্তু আদ্যাত্ম-
হীন আত্মার কেবল বুদ্ধিসহ উপাধিসম্বন্ধ নিবন্ধন জীবন্ত কল্পিত
হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অস্ত্র হেতু দৃষ্ট হয় না। আত্মা স্বভা-
বতঃ যাবতীর বস্ত্র হইতে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত ; সুতরাং
বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ কেবলমাত্র মিথ্যাজ্ঞানবশেই
ঘটে। ২০২-২০৩।

বিনিবৃতির্ভবেত্তস্ত সমাগ্জ্ঞানেন নান্তথা।

ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সমাগ্জ্ঞানং প্রত্যেক্ষতম্ ॥ ২০৪ ॥

সম্যক্ জ্ঞান হইলে অলীক জ্ঞান তিরোহিত হয় সন্দেহ নাই।
সুতরাং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একতাজ্ঞানকেই সম্যক্
জ্ঞান বলা যায়। ইহা বেদে স্পষ্টীকৃত আছে। ২০৪।

তাদাত্মানাত্মানোঃ সম্যগ্ধিবেকেনৈব সিধ্যতি।

ততো বিবেকঃ কৰ্ত্তব্যঃ প্রত্যগাত্মসদাত্মানোঃ ॥ ২০৫ ॥

বুদ্ধিমোগে পরমাত্মা ও জীবাত্মার অনন্তবিচার দ্বারাই সেই
সম্যক্ জ্ঞানের সিদ্ধি হয় ; এই অনন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচার
করা বিধেয়। ২০৫।

জলং পঙ্কবদভ্যন্তং পঙ্কাপায়ে জনং ক্ষুটম্ ।

যথা ভাস্তি তথাক্ষাপি দোষাভাবে ক্ষুটপ্রভঃ ॥ ২০৬ ॥

অসম্মিবৃত্তৌ তু সদাস্বনা ক্ষুটং

প্রভীতিরেতশ্চ ভবেৎ প্রতীচঃ ।

ততো নিরাসঃ করণীয় এব

সদাত্মনঃ সাধবহমানিবন্তনঃ ॥ ২০৭ ॥

যেমন জল ও পঙ্ক বিভিন্ন বস্তু হইলেও একত্র থাকা নিব-
ন্ধন পকই প্রকাশ পায়, পরে পঙ্কবিচ্ছেদ ঘটিলে জল প্রকাশিত
হয়, তদ্রূপ আত্মাও অনাস্ব-সংসর্গ-দোষের অভাবে বিশুদ্ধ সচ্চি-
ত্বে প্রকাশিত হইয়া থাকে । যখন সদবুদ্ধিবলে অলীকজ্ঞান
নষ্ট হয়, তখন সর্বভূতস্থ পবমানজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে ;
সুতরাং আত্ম-সম্বন্ধে অহং এইরূপ অপদার্থগত জ্ঞান সমাক্ বিস-
র্জন করা বিধেয় । ২০৬-২০৭ ।

অতো নায়ং পরাত্মা স্বাধিজ্ঞানময়শ্চৈকভাক্ ।

বিকারিতাজ্জড়তাচ পরিচ্ছিন্নহেতুতঃ ।

দৃশ্যাকাদ্ ব্যভিচারিক্-শ্লানিত্যোনি তা ইধ্যতে ॥ ২০৮ ॥

পরম পুরুষ পরমান্নাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা যায় না ;
কেন না, বিজ্ঞানময় কোষে বিকারিতা, জড়তা, পরিচ্ছিন্নতা,
দৃশ্যতা, ব্যভিচারিতা ইত্যাদি নানাদোষ দেখা যায় । সুতরাং
অনিত্য বিজ্ঞানময়কোষ নিত্য পদার্থ নহে । ২০৮

আনন্দ প্রতিবন্ধিতত্ত্ববৃত্তিস্তমোক্তৃ স্তিতা

। আদানন্দময়ঃ প্রিয়াদি গুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ ।

পুণ্যশ্রুতবে বিভাতি কৃতিনামানন্দরূপঃ স্বয়ং

ভূতানন্দতি যত্র সাধুতত্ত্বশ্রুতঃ প্রবন্ধঃ বিনা ॥ ২০৯ ॥

আনন্দপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট তমোবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত প্রিয়াপ্রিয়
ভগযুক্ত, নিজ অভীষ্টপ্রাপ্তি দ্বারা উদয়শীল দেহে পুণ্যশীলগণের
পুণ্যানুভব হইলে স্বয়ং আনন্দরূপে প্রকাশিত হন। বাহাতে
দেহিমাত্রেই সহজে সম্যক আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহারই নাম আনন্দ-
ময়কোষ । ২০৯ ।

আনন্দময়কোষস্ত সুবৃশ্ঠো নৃকৃষ্ণকট্টা ।

অগ্নিগররোরীষদিষ্টসন্দর্শনাদিনা ॥ ২১০ ॥

সুবৃশ্ঠি অবস্থাতে এই আনন্দময়কোষ সমধিকক্ষুর্তিশালী
থাকে, সুবৃশ্ঠি ও জাগ্রদবস্থায় অভীষ্টদর্শন হেতু ইহার দীঘলজ
প্রকাশ হয় । ২১০ ।

নৈবারমানন্দময়ঃ পরাত্মা

সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্বিকারাৎ ।

কার্যত্বহেতোঃ স্কৃততক্রিয়ায়া-

বিকারসম্ভ্যাতসমাহিতত্বাৎ ॥ ২১১ ॥

উপাধিযুক্ততা, প্রকৃতির বিকারিতা ও পুণ্যক্রিয়াসম্বন্ধীয় বিকা-
রের সম্মিলনে এই আনন্দময়কোষকে পরমাত্মা বলা যায় না । ২১১

পঞ্চানামপি কোষাণাং নিষেধে যুক্তিতঃ প্রত্যয়ঃ ।

তন্নিষেধাবধিঃ সাক্ষী বোধরূপোহবশিষাতে ॥ ২১২ ॥

বেদোক্তি দ্বারা এই কোষপঞ্চক পরমাত্মা হইতে প্রতিবিদ্ধ
হইলে সেই প্রতিষেধের কোষসীমাস্বরূপ যিনি সাক্ষী ও জ্ঞানস্বরূপ,
অবশিষ্ট থাকেন তিনি আত্মা । ২১২ ।

যোহয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ ।

অবস্থাত্তয়সাক্ষী সন্ নির্লক্ষ্যকারো নিরঞ্জনঃ ।

সদানন্দঃ স বিজ্ঞয়ঃ স্বাত্ত্বজন বিপশ্চিতা ॥ ২১৩ ॥

আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, কোষপঞ্চক হইতে বিশেষ-লক্ষণ-
যুক্ত, ত্রি-অবস্থার সাক্ষী, নিত্য, বিকারহীন, নিবন্ধন, সদানন্দ-
ময় । সুধীগণ কর্তৃক তিনি স্বীয় আত্মারূপে জ্ঞেয় । ২১৩ ।

শিষ্য উবাচ ।

মিথ্যাভ্বেন নিষিদ্ধেষু কোষেষেভেষু পঞ্চসু ।

সৰ্ব্বাভাবং বিনা কিঞ্চিন্ন পশ্চামাত্র হে গুরো !

বিজ্ঞেয়ং কিমু বদন্তি স্বাত্মনাত্মনবিপশ্চিতা ॥ ২১৪ ॥

শিষ্য বলিলেন, গুরুদেব ! মিথ্যাভ্রনিবন্ধন প্রতিষেধিত
এই কোষপঞ্চাভ্যন্তরে সৰ্ব্বাভাব ভিন্ন অস্ত্র কিছু দৃষ্ট হয় না ;
অতএব হে ভগবন্ ! আত্মা ও অনাত্মা এই দুইটির বিচারাকাজী
বিবেকীর সম্বন্ধে কি বস্তু জ্ঞেয় থাকিল ? । ২১৪ ।

শ্রীগুরুব্রবাচ ।

সত্যমুক্তং স্বয়া বিদ্বন্ ! নিপুণোহসি বিচারণে ।

অহমাদিবিকারান্তে তদভাবোহয়মপ্যহু ॥ ২১৫ ॥

গুরুদেব বলিলেন, তুমি আত্মানাবিচারের উপযুক্ত পাত্র ।
যাহা কহিলে, সত্য বটে, কিন্তু অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যসমূহ শূন্য
না হইলে পরমাত্মা প্রকাশিত হন না । ২১৫ ।

সৰ্ব্বে বেনামুভূয়ন্তে বঃ স্বয়ং নামুভূয়তে ।

তমাশ্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা স্মৃৎস্ময়া ॥ ২১৬ ॥

যাহাকে কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে, অথচ যিনি সমস্ত
বস্তু অনুভব করেন, স্মৃৎস্ময়বলে তাঁহাকে নিখিলবিজ্ঞাতা আত্মা
বলিয়া জানিও । ২১৬ ।

তৎসাক্ষিকং ভবেত্তত্তদ্যদ্বেনামুভূয়তে ।

কস্তাপ্যনুভূতার্থে সাক্ষিন্ন নোপযুক্ত্যতে ॥ ২১৭ ॥

যে যে জব্য যে যে ব্যক্তি কর্তৃক অনুভূত হয়, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই জব্যের সাক্ষ্যরূপঃ; কিন্তু অবিদিত অর্থে কাহারও সম্বন্ধে সাক্ষি স্বস্তরসঙ্গত নহে । ২১৭ ।

অসৌ স্বসাক্ষিকো ভাবো যতঃ স্বেনানুভূতঃ ।

অতঃপরং স্বয়ং সাক্ষ্যং প্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ ॥ ২১৮ ॥

পুত্ররাং আত্মার এই সাক্ষ্যরূপ আত্মভাবদ্বারাই অনুভব হয়, কারণ, পরমশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা সাক্ষ্যং স্বয়ং বিদ্যমান আছেন, দ্বিতীয় পদার্থ নাই । ২১৮ ।

জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু ক্ষুটতরং যোহসৌ সমুচ্ছৃন্ততে

প্রত্যগ্ৰূপতয়া সদামহিমিত্যন্তঃ ক্ষুরনেকধা ।

নানাভাববিকারভাগিন ইমান্ পশ্চন্নহং ধীমুখান্

নিত্যানন্দচিদাত্মনা ক্ষুরতি তং বিদ্ধি স্বমেতং জদি ॥ ২১৯ ॥

ষটৌদকে বিদ্বিতমর্কবিধ-

মালোক্য মুঢ়ো রবিমেব মন্ততে ।

তথা চিদাত্মানমুপাধিসংস্থং

ব্রাস্ত্যাহমিত্যেব জড়োহভিমন্ততে ॥ ২২০ ॥

যে পরমাত্মা নানারূপে প্রতিভূত হইয়া আত্মরূপে নিয়ত “আমি আমি” ইত্যাকারে অস্তরে ক্ষুণ্ণিমান্ হইয়া জাগ্রদাদি অবস্থায় অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হন এবং যিনি নানাভাববিকারভাগী অহংবুদ্ধাদি বস্তুসমূহকে দেখিয়া নিত্যানন্দ চিৎস্বরূপে আপনার দ্বারা প্রদীপ্ত থাকেন, তাঁহাকেই আত্মা কহে । তাঁহাকে নিজ স্বরূপরূপ জ্ঞাত হইয়া অস্তঃকরণে প্রত্যক্ষ কর । যেমন মূর্খ ব্যক্তি ঘটস্থিত সলিলে আদিত্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে আদিত্য বলিয়াই জ্ঞান করে, সেইরূপ জড়বুদ্ধি ব্যক্তি

উপাধিগত চিদাভাসে ভ্রমবশে “অহং” এইরূপ অভিমান জ্ঞান করে । ২১৯-২২০ ।

ঘটং জলং তদগতমৰ্কবিম্বং

বিহার মৰ্কঃ বিনিবীক্ষ্যতেহৰ্কঃ ।

ভটস্থ এতদ্বিতরাবভাসকঃ

স্বয়ংপ্রকাশো বিজ্ঞা যথা তথা ॥ ২২১ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বেরূপ ঘট, জল ও তদগত প্রতিবিম্ব বিস-
ৰ্জন পূৰ্ব্বক প্রকৃত শূন্যকে দেখেন, তজপ অধীব্যক্তি দেহ, ইন্দ্রিয়
ও মায়ার প্রকাশক স্বপ্রকাশস্বরূপ নিজ আত্মাকে দেখিয়া
থাকেন । ২২১ ।

দেহং ধিয়ং চিৎপ্রতিবিম্বমেবং

বিস্মৃত্য বুদ্ধৌ নিহিতং শুহারাম্ ।

দ্রষ্টারমাশ্রয়নমথওবোধং

সৰ্ব্বপ্রকাশং সদসখিলক্ষণম্ ॥ ২২২ ॥

নিত্যং বিভূং সৰ্ব্বগতং স্বেচ্ছ-
মন্তৰ্ব্বাহিঃশূন্যমনন্তমাশ্রয়নঃ ।

বিস্তার সমাঙ্ক-নিজরূপমেতৎ

পুমান্ বিপাপু্য বিরজা বিমূঢ়াঃ ॥ ২২৩ ॥

এই প্রকারে শরীর, বুদ্ধি ও চিৎপ্রতিবিম্বকে বিসৰ্জন
করত বুদ্ধিক্ষরে সংস্থিত, সাক্ষীস্বরূপ, অখণ্ডজ্ঞানময়,
সৰ্ব্বপ্রকাশক, সদসখিলক্ষণ, নিত্য, প্রভু, সৰ্ব্বব্যাপী, স্বস্বভাব,
অন্তৰ্ব্বাহিঃশূন্য ও আপনা হইতে অপৃথক্ আত্মাকে স্বস্বরূপে সম্যক্
বিদিত হইয়া পুরুষ নিল্যাপ, রজঃশূন্য ও মৃত্যুহীন হইয়
থাকেন । ২২২-২২৩ ।

বিশোক আনন্দময়ো বিপক্ষিঃ

স্বয়ং কৃতক্ষির বিভেতি কক্ষিৎ ।

নাভ্যোহস্তি পশ্য উরবক্ষমুক্তে

কিনা স্বতঃস্বাবগন্তঃ মুমুক্শোঃ ॥ ২২৪ ॥

নিঃশোক, অনানন্দস্বরূপ, সর্বজ্ঞ পরমাত্মার কৃষ্ণাপি ভয়
বিদ্যমান নাই, স্বতরাং মুক্তিকামী ব্যক্তির সেই পরমাত্মরূপ
আন্তরিকজ্ঞান ব্যতীত সংসারপাশমুক্তির দ্বিতীয় উপায়
নাই। ২২৪।

ত্রকাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোকৃত্য কারণম্।

বেনাধিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদ্যাতে বৃধৈঃ ॥ ২২৫ ॥

ব্রহ্মসহ আপনার অভেদবোধই সংসারমোচনের হেতু। এই
জ্ঞানবলেই সুধীগণ অধিতীয় আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন। ২২৫ ॥

ব্রহ্মভূতস্ত সংসৃজ্য বিজ্ঞানাবর্ততে পুনঃ।

বিজ্ঞাতব্যমতঃ সমাগ্ ব্রহ্মাভিন্নব্রহ্মাত্মনঃ ॥ ২২৬ ॥

ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয়ব্যক্তি সংসারের জাল পুনরায় আগত হন
না, স্বতরাং আপনা হইতেই ব্রহ্মের অভেদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত
হওয়া উচিত। ২২৬।

সত্যং জ্ঞানমবজ্ঞঃ ব্রহ্ম বিগতকং পরং সত্যং সিন্ধম্।

নিত্যানন্দৈকরসং প্রত্যক্ষজিহ্বাং নিরন্তরং জঘতি ॥ ২২৭ ॥

সত্য-জ্ঞানানন্দ-বিগতস্বরূপ, নিত্যানন্দময়, প্রতিভূতই আত্মা
হইতে অভেদস্বরূপ পরব্রহ্ম নিরন্তরই বিজ্ঞান করিতেছেন। ২২৭।

সদিদং পরমাইব তৎ স্বস্বাদস্তত্ব বক্তনোহভাবাৎ।

ন হস্তদন্তি কিঞ্চিৎ সম্যক্ পরমার্থতত্ত্ববোধদশনাম্ ॥ ২২৮ ॥

আত্মাব্যতীত বস্তু পদার্থের অভাবনিবন্ধন এই পরমাত্মা
সংস্করণ এবং পরমা-বৈতবৎ ; অত্যাশ্চর্য পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞানা-
বস্থাতে কেবল একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত অষ্ট কিছু বিদ্যমান
থাকে না । ২২৮ ।

যদিহং সকলং বিদ্যং নানারূপং প্রতীক্ষ্যমানাং ।

তৎ সৰ্বং ব্রহ্মৈব প্রত্যক্ষ্যশেষতাবনাদৌবদ্যং । ২২৯ ।

এই যে সকল দাবরণরূপমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অভাববশতঃ নানা-
প্রকারে অনুভূত হয়, তাহা নামাভাবনারূপ দোষের ধ্বংসকারী
ব্রহ্মমাত্র । ২২৯ ।

স্বংকার্যকৃতোহপি কুণ্ডো ন ভিন্নঃ

কুণ্ডোহ'ন্ত সৰ্ব্বত্ তু স্বংস্বরূপাৎ ।

ন কুণ্ডরূপং পৃথগস্তি কুণ্ডঃ

কুণ্ডো নৃবা কল্পিতনীষমাত্মঃ ॥ ২৩০ ॥

সৃষ্টিকার কার্যরূপে পরিণামপ্রাপ্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টিকা হইতে
পৃথক নহে, সর্বত্রই সৃষ্টিকার্যরূপ বস্তু হইতে কুণ্ড সম্রাত হয়,
কিন্তু কুণ্ডের পৃথক রূপ দৃষ্ট হয় না, কুণ্ডনাম অলীক কল্পনা-
মাত্র । ২৩০ ।

কেনাপি বৃত্তিন্নতয়া স্বরূপং

ঘটস্ত সন্দর্শয়িতুং ন শক্যতে ।

অতো ঘটঃ কল্পিতএব মোহা-

স্মদেব সত্যং পরমার্থভূতা ॥ ২৩১ ॥

কেহই দেখাইতে পারেন না যে, ঘটের স্বরূপ সৃষ্টিকা
হইতে বিভিন্ন বস্তু ; অতরাং মোহবশতই "ঘট" এই আখ্যা
কল্পিত হয় ; কল্প কথা, সৃষ্টিকাই সত্য । ২৩১ ।

সদব্রহ্মকার্যং সকলং সদের

তন্মাত্রমেতন্ন ততোহস্তদক্তি।

অস্মীতি যো বক্তি ন তস্ত মোহো

বিনির্গতো নিদ্রিতবৎ প্রভন্নঃ ॥ ২০২ ॥

সৎ-ব্রহ্মের কার্যও সৎস্বরূপ, এই স্বাবরজলমাত্রক সকলট ব্রহ্ম, তদ্ব্যতীত কপূর কিছুই নাই। যাহার মোহ দূর হয় নাই, সেই ব্যক্তিই বলে যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দ্রব্য আছে। উক্ত ব্যক্তির বাক্য শ্রুতজনের প্রলাপনাত্র। ২০২।

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী

শ্রোতী ব্রতেহৎসুর্নিষ্ঠা বরিষ্ঠা।

তন্মাদেকদ্বব্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং

নাধিষ্ঠানান্তিহ্যকুরোপিতাস্ত ॥ ২০৩ ॥

অথর্ববেদান্তর্গত স্রুতি প্রমাণে, জানা যায় যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডধার ব্রহ্ম হইবে। আধের ব্রহ্মাণ্ডের প্রভেদ কল্পিত হয় না। ২০৩।

সত্যং যদি স্রাজ্জগদেতদাত্মনো

হনস্তত্ত্বহানিনির্গমা প্রমাণতা।

অসত্যবাদিহমণীশিতঃ স্রা-

ন্নৈতত্ত্বয়ং সাধু হিতং মহাত্মনাম্ ॥ ২০৪ ॥

জগৎ সত্য হইলে, আত্মার অনন্ততার স্রুতি, বেদোক্ত প্রমাণের বিরোধ ও ঈশ্বরের অসত্যভাবিতা ঘটে; সুতরাং এই তিনটি মহাত্মত্ববর্ণনের অনুমোদিত নহে। ২০৪।

ঈশ্বরো বস্তত্বম্ভো ন চাহস্তেধবস্থিতঃ।

ন চ মন্থানি ভূতানীত্যেবমেব ব্যচিরূপং ॥ ২০৫ ॥

সর্বত্রেষুর তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে জ্ঞানের উক্তি আছে যে, আমি
পদার্থরূপ ভূতপ্রাণে সংস্থিত নাই, এবং কূটরূপ প্রায়শ্চুড়
আমাতে স্থিত নহে। ২৩৫।

যদি সত্যং ভবেদ্বিখং স্মৃশুণ্ডাবুপলভ্যতাম্।

যরোপগভাতে কিঞ্চিনতোহিসং স্পদবন্মৃষা ॥ ২৩৬।

বিখ মিথ্যা না হইলে স্মৃশুণ্ডি অবস্থার তাহা প্রতীতি হউক,
স্মতরাং যখন স্মৃশুণ্ডি দশান্তে কোন বস্তুর প্রতীতি হয় না,
তখন বিখ সত্য কিরূপে হইতে পারে, এ হেতু কেবল জাগ্রদ-
বস্থাতে দৃশ্যমান যে কিখ, তাহা স্বপ্নের জ্ঞায় বিফল, ইহাই
সীমাংসিত হইল। ২৩৬।

অতঃ পৃথগ্ভ্নাস্তি জগৎ পরাম্বনঃ

পৃথক্ প্রতীতিস্তু মৃষা শুণাছি২৭।

আরোপিতস্তাস্তি কিমর্থবজ্ঞা-

ধিষ্ঠানমাতাতি তথা ভ্রমণ ॥ ২৩৭ ॥

পরমায়া হইতে এই জগৎ ভিন্ন নহে, ভ্রমণবদ্ধন সত্যরূপ
আত্মা হইতে মিথ্যা-জগতের প্রভেদজ্ঞান জন্মে। কেন না,
সত্যরূপ রজু হইতে অলৌক সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে; স্মতরাং
অনিত্য জগতের অনুশীলন করা বৃথা। ইহাতে কেবলমাত্র এক
জগদাধার ব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছেন। ২৩৭।

জাতন্ত যন্মন্ ভ্রমতঃ প্রতীতঃ

ব্রহ্মৈব তত্ত্বজ্ঞতঃ হি শুক্তিঃ।

ইদম্ভরা ব্রহ্ম সটম্ব রূপ্যতে

আরোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্মম্ ॥ ২৩৮ ॥

জাতব্যক্তির জাত্যধীন যে যে জ্ঞা প্রতীত হয়, তত্ত্বদুর্বা

ব্রহ্ম । ভ্রান্তিবশে যেমন শুষ্কিতে রৌপ্য আরোপিত হয়, তজ্জগৎ
ব্রহ্মে নিরন্তর জগৎ আরোপিত হইয়া থাকে, অতঃপাং ব্রহ্মের প্রতি
বিশ্বনাম কল্পিতমাত্র । ২৩৮ ।

অতঃপরং ব্রহ্ম সদসদ্ধিভীঃ
বিগুহ্যবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্ ।
প্রশান্তমাদ্যন্তবিগীনমাক্রিয়ং
নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্ ॥ ২৩৯ ॥

অতঃপাং জানা গেল যে, সংস্বরূপ, অদ্বয়, বিগুহ্য, চিৎস্ব-
স্বরূপ, নিরঞ্জন, শান্ত, অনাদি, অনন্ত, অক্রিয়, সদানন্দপূর্ণ
একমাত্র পরব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজিত । ২৩৯ ।

নিরন্তরমায়াকৃতসর্বভেদঃ
নিভাঃ ক্রয়ং নিঃস্রবঃপ্রমেয়ম্ ।
অরূপমব্যাক্তমনাত্ম্যমব্যয়ং
জ্যোতিঃ স্বয়ং কিঞ্চিদিদৃশ্যকান্তিঃ ॥ ২৪০ ॥

যিনি মায়াকৃত ভেদজ্ঞান বিনাশ করেন, যিনি নিভা, অপ-
রিচ্ছেদ, রূপহীন, অব্যাক্ত, নামহীন, ব্যয়বর্জিত ও জ্যোতিঃ-
স্বরূপ, সেই আত্মা স্বয়ংই প্রকাশমান রহিয়াছেন । ২৪০ ।

জাতুজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্যমনস্তং নির্বিকল্পকম্ ।
কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিহর্ষধাঃ ॥ ২৪১ ॥

স্বধীগণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই
ত্রিতয়শূন্য, যিনি অনন্ত, নির্বিকল্পক, অদ্বয়, অখণ্ড ও চিন্মাত্র
পদার্থ; তিনিই পরমতত্ত্ব বলিয়া পরিকীর্তিত । ২৪১ ।

অহেয়মনুপাধেয়ং মনোবাচ্যমগোচরম্ ।
অপ্রমেয়মনাদাস্তং ব্রহ্ম পূর্ণমহং মহঃ ॥ ২৪২ ॥

যিনি অত্যাশা, ইঞ্জিরের অগোচর, বাক্য ও মনের অবি-
ষয়, পরিমাণশূন্য, আদ্যাত্মহীন ও তেজঃস্বরূপ, আমিই সেই
পূর্ণব্রহ্ম । ২৪২ ।

তত্ত্বস্পদাত্ম্যমভিধীয়মানয়ো-

ব্রহ্মান্ননোঃ শোধিতয়োর্বদিথম্ ।

প্রত্য্য তয়োন্তত্ত্বমসৌতি সম্যক্

একত্বমেব প্রতিপাদ্যতে মুছঃ ॥২৪৩॥

তৎ ও ত্বং পদদ্বারা যিনি পরিশোধিত, তত্ত্বমসি বাক্যদ্বারা
সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব তুমোত্বের মীমাংসিত
হয় । ২৪৩ ।

ঐক্যং তয়োল্লঙ্কিতয়োর্ন বাচ্যয়ো-

র্নিগদ্যতেহন্তোহন্তবিকল্পধর্ম্মিণোঃ ।

খদ্যোতভাস্বোরিব রাজভূত্যয়োঃ

কুপান্মুরাশ্তোঃ পরমাণুমেকোঃ ॥ ২৪৪ ॥

জহত্যজহত্যাদিলক্ষণা দ্বারা লক্ষিত ও তত্ত্বংপদেব বাচ্য,
পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাযুক্ত পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব সম্ভবে না ।
কেননা, খদ্যোতিকা সহ ভাস্করের, রাজা সহ ভূত্যের, কুপ সহ
সাগরের এবং পরমাণু সহ স্মেরুগিরির একত্ব অসম্ভব । ২৪৪ ।

তয়োর্বিরোধোহয়মুপাধিকল্পিতো

ন বাস্তবঃ কশ্চিত্তুপাধিরেষঃ ।

ঈশশ্রু মায়া মহাদাদিকারণং

জীবশ্রু কার্য্যং শূণ্য পঞ্চকোষম্ ॥ ২৪৫ ॥

হে শিষ্য! : অবধান কর, শুদ্ধ উপাধি দ্বারাই পরমাত্মা
ও জীবাত্মার বিরোধ কল্পিত হইতেছে, বাস্তবতঃ উহার বিরোধ

দৃষ্ট হয় না । ঈশ্বরের উপাধি মহাদামির হেতুস্বরূপা দ্বারা এবং জীবের উপাধি পঞ্চকোষের কার্য্য । ২৪৫ ।

এতাবুপাধী পরজীবরোক্তয়োঃ

সমাঙ্কনিরালে ন পরো ন জীবঃ ।

রাজ্যং নরেন্দ্রস্ত ভট্টস্ত খেটক-

স্তয়োঁরপোহে ন ভট্টোঁ ন রাজা ॥ ২৪৬ ॥

মায়া ও পঞ্চকোষ এই দুইটি বিদূরিত হইলে ঈশ্বর ও জীবরূপ উপাধি দুইটিও সর্ব্বথা নিরাকৃত হইয়া থাকে । যেমন রাজত্ব জন্ত রাজা এবং গদাভাজ্য বোদ্ধা উপাধি হইয়া থাকে, কিন্তু রাজত্ব ও গদাভাজ্য হইলে রাজ্যভেদে বোদ্ধান্তে সমানতা ঘটে, তদ্রূপ ঈশ্বর ও জীব উপাধিবর্জিত হইলেই সমান হইয়া উঠেন অর্থাৎ ব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান থাকেন । ২৪৬ ।

অথাৎ-আদেশ-ইতি ক্রতিঃ স্বয়ং

নিষেধতি ব্রহ্মণি কল্পিতং দ্বয়ং ।

প্রতিপ্রমাণাত্মগৃহীতবোধো-

স্তয়োঁর্নিরাসঃ করণীয়এবং ॥ ২৪৭ ॥

“অতঃপর এ হেতু আদেশ” এই ক্রতি দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত দুইটি উপাধি নিষিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং অতীত প্রমাণ দ্বারা জাত জ্ঞানবলে ঐ দুই উপাধির নিরাকরণ করা বিধেয় । ২৪৭ ।

নেদং নেদং কল্পিতদ্বয়ং মল্লং

রজ্জ্বদ্বং ব্যালবৎ স্তম্ভবচ্চ ।

ইখং দৃশ্যং লাবুয়ুজ্যাবগপোহ

জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদ্বেকভাবস্তদ্ব্যর্থঃ ॥ ২৪৮ ॥

যেমন-রজ্জুতে দুইদিক ও স্তম্ভে বহুদিকল আলোকিত হয়,

তদ্রূপ “ইহা নয়, ইহা নয়” এই সকল কর্তৃত্ববশতঃ জলীক ।
স্বতরাং শ্রুতিবলে দৃশ্যবস্তুরূপে বিলোপ করিয়া পরে পরমাত্মা
ও জীবাত্মার একীভাব জ্ঞাতব্য । ২৪৮ ।

ততস্ত্ব তৌ লক্ষণয়া স্মলক্ষ্যেণ

তয়োৰখণ্ডৈকরসত্বসিদ্ধয়ে ।

নালং জহত্যা ন তথাঃ জহত্যা

কিস্ত্বভ্যর্থার্থ্যৈকৈব ভাব্যম্ ॥ ২৪৯ ॥

তৎপরে পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্বসিদ্ধার্থ লক্ষণা দ্বারা তৎ
ও তৎপদের বাচ্য ঈশ্বর ও জীবকে সম্যক লক্ষ্য করিতে হইবে ।
আত্মা জহত্যজহতী লক্ষণা দ্বারা দৃশ্য নহেন, কিন্তু উভ্যর্থ লক্ষণা
দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন । ২৪৯ ।

স দেবদত্তোহয়মিতিহ চৈকতা

বিরুদ্ধাংশশমপাত্ত কথ্যতে ।

তথা তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যে

বিরুদ্ধাংশভয়ত্র হিভা ॥ ২৫০ ॥

যেমন “সেই দেবদত্ত এই” এখানে “সেই” রূপ ভূতকাল
এবং “এই” রূপ বর্তমানকাল এই দ্বিকালরূপ বিরুদ্ধাংশ বিশেষণ
ছাড়িয়া দিলে একমাত্র দেবদত্তই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বমসি
এই বাক্যে উভয়স্থানস্থ বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ পূর্বক কেবল চৈতন্যরূপ
একত্ব কথিত হয় । ২৫০ ।

সংলক্ষ্য চিন্মাত্রতয়া সদাশুনো

রথগুণ্যাবঃ পরিচীয়েতে বুধৈঃ ।

এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে

ব্রহ্মাত্মনোঠৈক্যমখণ্ডতাবঃ ॥ ২৫১ ॥

স্বধীগণ পরমার্থী ও জীবাত্মার অখণ্ডতাব জানিতে হইলে
ওক চৈতন্ত্বরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন । এই প্রকার অসংখ্য
মহানাক্য দ্বারা পরমাত্মজীবাত্মার অখণ্ডতাবরূপ একতা কথিত
হইয়া থাকে । ২৫১ ।

অস্থলমিত্যেতৎসম্মিত্ত

সিদ্ধং স্বতো ব্যোমবদপ্রতর্ক্যম্ । ২৫২ ॥

অতো কুর্বা মাভ্রমিদং প্রতীতং

জ্ঞতীহি যৎ স্বাস্ততয়া গৃহীতম্ ।

বৈকটমিত্যেতৎ বৈকটবুদ্ধ্যা

বিদ্ধি স্বমাখ্যানমখণ্ডবোধম্ । ২৫৩ ॥

অসংবদ্ধ ভাগ করিয়া অণু হইতেও অণু, এই বচন দ্বারা
প্রতিপাদিত পরমাত্মা প্রকৃতিসিদ্ধ এবং গগনবৎ অতর্ক্য;
জ্ঞতবাং আত্মাবরূপে গৃহীত নিখিল অনিত্যজ্ঞান বিসর্জন কর
এবং “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ বিমলবুদ্ধিব্যোগে আপনাকেই
পূর্ববোধরূপ আত্মা বলিয়া স্থির কর । ২৫২-২৫৩ ।

মুক্তকার্যং সকলং ঘটাদি সততং মুক্ত ব্রহ্মসংবাহিতং

তৎসং সজ্জনিতং সদাশ্রয়কমিদং সম্মানদেববাণিলম্ ।

সম্মানান্তি সতঃ পরং কিমপি তৎ সত্যং স আত্মা স্বয়ং

তস্মাক্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মস্বয়ং যৎপরম্ ॥ ২৫৪ ॥

যেমন মৃত্তিকার ক্রিয়াক্রপ ঘটাদি পদার্থ মুক্ত-স্বরূপ বলিয়াই
নিয়ত কথিত হয়, তদ্রূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সংস্বরূপ
অখিল ব্রহ্মাণ্ড সম্মানরূপে অভিহিত হইয়া থাকে; সদন্তিন্ন
অন্ত জব্য কিছুই নাই; স্মৃতরাং তুমিই সত্য, শান্ত, নিশ্চল,
অদ্বিতীয়, স্বয়ং ব্রহ্মরূপ আত্মা হও । ২৫৪ ।

নিজাকল্পিতদেশকালবিষয়জ্ঞানাদিসর্বং যথা

মিথ্যা তদ্বাদিহাপি জ্ঞাতি জগৎ স্বাজ্ঞানকার্য্যততঃ ।

যন্মাদেবমিদং শরীরকরণপ্রাপ্তাহমাদ্যপ্যসৎ

তস্মাত্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রজাবরং যৎপরম্ ॥ ২৫৫ ॥

স্ববুদ্ধিকালীন কল্পিত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানাদি পদার্থ বেকুল
জলীক, তজ্জপ জাগ্রদবহাতেও স্বীয় অজ্ঞানকার্য্যতাবশতঃ
নিখিল সংসার মিথ্যা ; স্মৃতরাং এই দেহ, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, মন,
অহঙ্কার প্রভৃতি সকলই যখন অসৎ হইল, তখন তুমিই শান্ত,
বিস্মল, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম হও । ২৫৫ ।

জাতিনীতিকুলগোজদ্বরগং নামরূপগুণদোষবর্জিতম্ ।

দেশকালবিষয়াতিবর্ত্তি যদব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াম্মনি ॥ ২৫৬ ॥

যিনি জাতি, আচার, রূপ, গোল প্রভৃতির অতিদূরে অবস্থান
করেন, যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, দোষাদিও নাই,
যিনি দেশকালাদির অবিষয়, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও ; আগনা-
তেই সেই ব্রহ্ম চিন্তা কর । ২৫৬ ।

যৎপরং সকলবাগগোচরং গোচরং বিমলবোধচক্ষুঃ ।

চক্ৰচিদ্ব্যনমনাদিবত্ত্ব যদব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াম্মনি ॥ ২৫৭ ॥

যিনি বাক্যের অবিষয় ও বিমল, যাঁহাকে একমাত্র জ্ঞাননেত্রে
প্রত্যক্ষ করা যায়, যিনি বিত্ত্ব চিদ্ব্যনানন্দস্বরূপ, তুমিই সেই
পরব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহাকে ভাবনা কর । ২৫৭ ।

যত্ত্বজ্জিহ্বাশ্রিতযোগিযোগি স্তম্ভারিতং ন করণৈর্কিভাবেত্তম্ ।

বুদ্ধাবেদ্যমনবেদ্যভূতি যদব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াম্মনি ॥ ২৫৮ ॥

যাঁহার জুখা নাই, স্পৃহাও নাই ; যোগীরা যাঁহাকে হৃদয়ে চিত্তা
করেন, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রামের জীবনের অযোগ্য বুদ্ধির অবিষয়, যিনি

অনবেদ্য ঐশ্বর্যস্বরূপ, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহাকেই ধ্যান কর । ২৫৮ ।

দ্রাস্তিকল্পিতজগৎকলাশ্রয়ঃ স্বাশ্রয়ঞ্চ সদস্বিলক্ষণম্ ।

নিষ্কলং নিরূপমানবুদ্ধি যদব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়ান্মনি ॥ ২৫৯ ॥

দ্রাস্তিকল্পিত জগৎ যাঁহার একাংশ আশ্রয়ভূত, যিনি নিজেরই আপনার আশ্রয়, যিনি সদস্য হইতে বিলক্ষণ ও পূর্ণ এবং যিনি বুদ্ধির অগোচর, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও, তাঁহাকে আপনাতে চিন্তা কর । ২৫৯ ।

জগদ্বুদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্ ।

বিশ্বসৃষ্ট্যবিঘাতকারণং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়ান্মনি ॥ ২৬০ ॥

যিনি অজ, বুদ্ধিবিকাররহিত, অক্ষর, ব্যাধি-মৃত্যুরহিত, অব্যয় এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণস্বরূপ, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহাকে চিন্তা কর । ২৬০ ।

অন্তভেদমনপাতুলক্ষণং নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্ ।

নিত্যমুক্তমভিতক্তমূর্ত্তি যদ্

ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়ান্মনি ॥ ২৬১ ॥

যাঁহার প্রভাবে ভেদজ্ঞান দূর হয়, যিনি আতুলক্ষণবিশিষ্ট নিস্তরঙ্গ সাগরের জ্বালা নিশ্চল এবং নিত্যমুক্ত ও একরূপ, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহার ধ্যান কর । ২৬১ ।

একমের সদনেককারণং

কারণান্তরনিরাস্তকারণং ।

কার্য্যাকারণবিলক্ষণঃ স্বয়ং

ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়ান্মনি ॥ ২৬২ ॥

যিনি এক, সংস্বরূপ, অনেকের কারণ, কারণবিনাশকের

কারণ, ও কার্যাকারণ-বিলক্ষণ, তুমিই সেই ব্রহ্ম, তুমি আপনান্তে
উহার ভাবনা কর । ২৬২ ।

নির্লিকল্পকমনস্কমকল্প যৎ

অকল্পবিলক্ষণং পরম্ ।

নিত্যমব্যয়সুখং নিরঞ্জনং

ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবস্বামিনি ॥ ২৬৩ ॥

যিনি নির্লিকল্পক, অনাদি, অকল্প, অকল্পবিলক্ষণ, পরম,
নিত্য, অব্যয়, সুখময়রূপ ও নিরঞ্জন, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও,
আত্মাতে উহাকে ধ্যান কর । ২৬৩ ।

যদ্বিত্তাতি সদনেকথা ত্রয়া-

স্বামরূপগুণবিক্রিয়াস্বনি ।

কেষবঃ স্বরমবিক্রিয়ঃ সদা

ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবস্বামিনি ॥ ২৬৪ ॥

যিনি সংস্বরূপ; যিনি ত্র্যম্বিত্তার নাম, রূপ, গুণ ও
ক্রিয়াস্বরূপে অনেকথা প্রকাশিত হন; যিনি স্বর্ণের ত্যক্ত
সর্বদা অবিকারী, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে ধ্যান
কর । ২৬৪ ।

যচ্চকাত্তানপরং পরাংপরং

প্রত্যগেকরসগাঙ্গলক্ষণম্ ।

সত্যচিৎসুখমনন্তমব্যয়ং

ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবস্বামিনি ॥ ২৬৫ ॥

যিনি অপর, পরাংপর, সর্বকৃত্ত্ব, একরসাত্মক, সত্যস্বরূপ,
জ্ঞানময়, সুখস্বরূপ, অনন্তহীন ও অমর; তুমিই সেই ব্রহ্ম হও,
আত্মাতে ধ্যান কর । ২৬৫ ।

উক্তম্বমিব চান্মনি স্বয়ং
ভাবয়েৎ প্রথিতবুক্তিভিধিরা ।
সংশয়াদিরহিতং করায়ুধ
তেন তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি ॥ ২৬৬ ॥

বুদ্ধিসহায়ে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধি দ্বারা স্বয়ং আপনাতে আখ্যাত
অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তত্ত্বধ্যান করিবে ; তাহা হইলেই হস্ত-
তলগত জলবৎ আপনাতে ব্রহ্মভাব সমুদিত হয় । ২৬৬ ।

সংবোধমাত্রং পরিত্যক্তত্বং
বিজ্ঞায় সংশ্বে নৃপবচ্চ সৈন্তে ।
তদাপ্রয়ঃ স্বান্মনি সৰ্বদা স্থিতো
বিলাপয় ব্রহ্মণি বিশ্বজাতম্ ॥ ২৬৭ ॥

নৃপতি যেমন অখিল সৈন্ত দ্বারা স্বপদ রক্ষা করেন, তদ্রূপ
সৰ্বথা জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধতত্ত্ব বিদিত হইয়া সেই জ্ঞানবলে স্বীয়
আত্মাতে অবস্থান পূৰ্ব্বক ব্রহ্মের আশ্রিত হইবে এবং এই জগৎ
ব্রহ্মে বিলীন করিবে । ২৬৭ ।

বুদ্ধৌ গুহ্যায়ঃ সদসঞ্চিলক্ষণং
ব্রহ্মাস্তি সত্যং পরমবিতীৰ্ণম্ ।
তদান্মনা যোহত্র বসেদগুহ্যায়ঃ
পুনর্ন তত্ত্বাঙ্গগুহ্যপ্রবেশঃ ॥ ২৬৮ ॥

হে বৎস ! যিনি সদসঞ্চিলক্ষণ, সত্য, অদ্বয়, সেই পরব্রহ্ম
জ্ঞানগত্বরে বিরাজিত আছেন । তিনি পুনরায় ভবকন্দরে
প্রবিষ্ট হন না । ২৬৮ ।

জ্ঞাতে ব্রহ্মত্বপি বলবতী বাসনানাদিরেষা
কুর্জা ভোক্তাপ্যাহমিতি দূঢ়া যান্ত্র সংসারহেতুঃ ।

প্রীত্যগমুষ্ঠাশ্চনি নিবসতা সাগনেন্না প্রযত্নাৎ

মুক্তিং প্রাপ্ত্বদিত্ব মুনয়ো বাসনাতানবৎ ৪৭ । ২৬৯ ।

যে ব্যক্তি প্রকৃত পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়াও “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা” ইত্যাদিরূপ অনাদি বলবতী বাসনাতে বন্দী হয়, সেই বাসনা হেতুই তাহাকে সংসারী হইতে হইয়া থাকে, কিন্তু যিনি আত্মাতে অবস্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎ দ্বারা সযত্নে সেই বাসনাকে বিদূষণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । এই জন্যই ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, বিষয়বাসনার ক্ষয়কেই মুক্তি বলা যায় । ২৬৯ ।

অহংমমেতি যো ভাবো দেহাশ্মাদাবনাশ্চনি ।

অধ্যাসোহয়ং নিরস্তব্যো বিদ্বা স্বাশ্চনিষ্ঠয়া । ২৭০ ।

অনাত্মরূপ এই দেহেন্দ্রিয়াদিতে “আমি আমার” ইত্যাকার ভাবকেই অধ্যাস কহে । অত্যাৎকষ্ট আত্মনিষ্ঠা দ্বারা এই অধ্যাসের নিরাকরণ করাষ্ট মুখী ব্যক্তির কর্তব্য । ২৭ ।

জ্ঞানং প্রত্যগাত্মনং বুদ্ধিতত্ত্বমসাক্ষিণম্ ।

সোহহমিত্যব সদ্ধৃক্য নাস্বস্ত্যাত্মমাতং জহি ॥ ২৭১ ॥

বুদ্ধি ও তদবৃত্তির সাক্ষীরূপ নিজ প্রত্যগাত্মাকে বিদিত হইয়া “আমিই সেই ব্রহ্ম” এই প্রকার সদ্ধৃতিযোগে অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মজ্ঞান, তাহা বিসর্জন দেও । ২৭ ।

লোকানুবর্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্তনম্ ।

শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭২ ॥

লোকানুবর্ত, দেহানুবর্ত ও শাস্ত্রানুবর্ত বিসর্জন দিয়া স্বীয় অধ্যাসের নিরাস কর । ২৭২ ।

ঐক্যকরণে অধিষ্ঠিত হুঙ্কর বাসনারূপ রজো দ্বারা পরমাত্ম
বাহ্য সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সুতরাং বুঝির পুনঃপুনঃ বর্ষণ দ্বারা
উহার বিগুচ্ছিত হইলে বর্ষণ দ্বারা চন্দনগন্ধের স্তায় পরমাত্ম
বাসনা সম্যক প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২৭৬।

অনাত্মবাসনাজটিলঃ স্থিরীকৃতান্নবাসনা ।

নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং ক্ষুটম্ ॥ ২৭৭ ॥

অনাত্মবাসনাপুঞ্জ পরমাত্মবাসনাকে আবরণ করিয়া রাখি-
য়াছে; সুতরাং আত্মজ্ঞানবলে অনাত্মবাসনার উচ্ছেদ হইলে
আপনা হইতেই পরমাত্মবাসনা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া
থাকে। ২৭৭।

যথা যথা প্রত্যর্গবস্থিতং মন-

স্তথা তথা মুঞ্চতি বাহুবাসনাম্ ।

নিঃশেষমোক্ষে সতি বসনানা-

মাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্না ॥ ২৭৮ ॥

যে পরিমাণে ব্রহ্মে মনের স্থিতি হইবে, সেই পরিমাণেই
বাহ্য বাসনা ত্যাগ করিবে। এই প্রকারে যাবতীর বাহ্যবাসনা
পরিত্যক্ত হইলে নিকটকে আত্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়। ২৭৮।

স্বান্নস্তেব সদা স্থিত্ব মনো নষ্ঠাত যোগিনঃ ।

বাসনানাং কামচ্ছাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭৯ ॥

যে সকল যোগী স্বীয় আত্মাতেই সর্বদা সংস্থিত, উহাদের
মন স্বয়ংই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীর-বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে।
সুতরাং হে বৎস ! স্বীয় ভ্রম দূর কর। ২৭৯।

তমোদ্যাত্যং রজঃ সখ্যং সখং বুদ্ধেন মন্ত্রতি ।

তন্ময়ং সখ্যবচনং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮০ ॥

উমোংগ, সঙ্ক ও রজোংগ কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়; সঙ্ক রজোংগকে ধ্বংস করে এবং রজোমোবিসর্জনের পর সঙ্ক শুদ্ধ হইলে নাশ পায়; স্মরণং হে বৎস! সঙ্কশূণ্যবলদ্বী হইয়া আপনার ভ্রমের নিরাস কর। ২৮০।

প্রারব্ধং পুণ্যতি বপুর্নিত্তি নিশ্চিত্য নিশ্চয়ঃ।

ধৈর্য্যস্বাভাষ্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮১ ॥

দেহ নিরন্তর প্রারব্ধের পোষক, এইরূপ স্থির করিয়া অটলভাবে ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে স্বীয় ভ্রমের অপনয়ন কর। ২৮১।

নাহং জীবঃ পরং ব্রহ্মেত্যতদ্ব্যাকৃতিপূর্ব্বকম্।

বাসনাবেগতঃ প্রাপ্তঃ সাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮২ ॥

“আমি জীব নহি, আমি পরব্রহ্ম” এই প্রকার স্বল্প ব্যাবৃত্তি দ্বারা বাসনাপুঞ্জোৎপন্ন ভ্রম অপনয়ন কর। ২৮২।

শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্মৃতুত্যা জ্ঞাত্বা সার্ব্বাত্ম্যামাত্মনঃ।

কচিদাভাসতঃ প্রাপ্তঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৩ ॥

শ্রুতি, যুক্তি ও স্মৃতি এই তিনটির দ্বারা স্বীয় সার্ব্বাত্ম্য স্থির করত কোনরূপে চিদাভাস হইতে লব্ধ জীবব্রহ্মরূপ ভ্রম অপনয়ন কর। ২৮৩।

অনাদানবিসর্গভ্যোমীধনান্তি ক্রিয়া মূনেঃ।

তদেকনিষ্ঠয়া নিতাং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৪ ॥

যিনি দান, গ্রহণনশীল, তাঁহার আদান বা দান কিছুই নাই; স্মরণং, তুমি অধর ব্রহ্মনিষ্ঠর দ্বারা স্বীয় ভ্রমের অপনয়ন কর। ২৮৪।

তত্ত্বমস্মাদিত্যাকোথ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধতঃ।

ব্রহ্মণ্যাত্মত্বদাঢ্যায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৫ ॥

ব্রহ্ম স্বীয় নিশ্চয়তা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে তত্ত্বমস্যা-
বাক্যোক্ত ব্রহ্ম-জীবৈবকৃতজ্ঞান দ্বারা স্বীয় ভ্রম দূর কর । ২৮৫ ।

অহংভাবস্ত দেহেহস্মিন্ঃশেষবলিয়াবধিঃ ।

সাবধানেন যুক্তাস্মা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৬ ॥

যাবৎ এই দেহে অহংভাবের বিলয় না ঘটে, তাবৎ সতর্কতা
সহকারে যোগাবস্থান পূর্বক স্বীয় ভ্রমের অপনয়ন কর । ২৮৬ ।

প্রত্যুতিজ্জীবজগতোঃ স্বপ্নবদ্ভাতি যাবতা ।

তাবন্নিবস্ত্বং বিদ্বন্ ! স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৭ ॥

হে বিচক্ষণ ! জীবভাব ও জগদ্ব্যব উভয়ই স্বপ্নের ন্যায়,
যতদিন চিন্তে এই দুই ভাব প্রকাশিত থাকে, ততদিন যোগাবলম্বী
হইয়া স্বীয় অধ্যাসের (ভ্রমের) অপনয়ন কর । ২৮৭ ।

নিদ্রায়া লোকবার্তায়াঃ শব্দাদেরপি বিশ্বভূতেঃ ।

কচিন্নাবসরং দত্ত্বা চিন্তয়াত্মানমাশ্রয় ॥ ২৮৮ ॥

নিদ্রা, লৌকিক সম্ভাষণ ও গীতবাদ্যাদি দ্বারা আত্মবিশ্রাম
হইতে অবসর দিও না । এইভাবে সাবধানে স্বীয় অধ্যাসের
অপনয়ন কর । ২৮৮ ।

মাতাপিত্রোশ্চলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ ।

তাক্ষু! চাণ্ডালবদদ্বং ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব ॥ ২৮৯ ॥

এই দেহ জনক-জননীস মল হইতে উৎপন্ন, ইহা মলমাংসে
পরিপূর্ণ, ইহাকে চণ্ডালবৎ অপবিত্র জ্ঞানে অহংভাব বিসর্জন
দেও এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কৃতকৃত্য হও । ২৮৯ ।

ঘটাকাশং মহাকাশং চৈবাত্মনং পরাশ্রয় ॥

বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তুষ্ণীং ভব সদা যুনে ॥ ২৯০ ॥

যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে সমাক্ লব্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ
জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সমাক্ লব্ধ করিয়া যোনি ৫৩ । ২২০ ।

স্বপ্রকাশমণ্ডিতানং স্বয়ংভূর সদাশিবম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ ॥ ২২১ ॥

নিরন্তর সবুদ্ধে স্বপ্রকাশস্বরূপ স্বয়ংব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডকে
মলপাত্রবৎ পরিত্যাগ কর অর্থাৎ মলিন মূলশবীররূপ ব্রহ্মাণ্ডে
অহংরূপ অভিমান না থাকিলেই ব্রহ্মাণ্ডত্যাগ করা হয় এবং
কেবল ব্রহ্মমাত্রা বিরাজ করেন । ২২১ ।

চিদানন্দমি সদানন্দে দেহাক্রান্তমহংধিরম্ ।

নিবেশ্য লিঙ্গমুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্বদা ॥ ২২২ ॥

সদানন্দময় চিদাত্মাতে শরীরাপ্রতি অহংবুদ্ধি স্থাপন পূর্বক
লিঙ্গশরীর ত্যাগ কর এবং নিরন্তর অবিতীয়রূপে বিরাজ কর । ২২২ ।

যত্বেব জগদাভাসো দর্পণাঙ্কঃ পুরং যথা ।

তদব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্ব কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২২৩ ॥

গৃহ যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, জগৎও তদ্রূপ
ব্রহ্মে প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং “আমিই সেই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান
কর, তাহা হইলেই কৃতকৃত্য হইবে । ২২৩ ।

যৎ সত্যভূতং নিজরূপমাদ্যং

চিদানন্দমরূপমাক্রম্য ।

তদেত্য মিথ্যাবপুরুৎসৃজ্যেত-

স্ফেদ্য যববেশমুপাত্মাশ্রয়ঃ ॥ ২২৪ ॥

নট যেমন অভিনয়ার্থ গৃহীত বেশ ত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমিও
সেই সত্যস্বরূপ, স্বেচ্ছাস্বরূপ, সঙ্গীতি, চিদানন্দময়, অবিতীয়, রূপ-
জিরাবিহীন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া মিথ্যা দেহ বিসর্জন কর । ২২৪ ।

সর্কায়না দৃশ্যমিদং মূষৈব

নৈবাহমর্থঃ কণিকাদর্শনাৎ ।

জানাম্যহং সর্বমতি প্রতীতিঃ

কুঃতাহমাদেঃ কণিকন্ত সিদ্ধেৎ ॥ ২১৫ ॥

দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুতে মিথ্যা ও কণিকাসদৃশী, আমি এই শব্দও
মিথ্যা ; সুতরাং “আমি সমস্ত চিহ্নিত আছি” এরূপ জ্ঞানও কণ-
িকাসদৃশী ; তবে “আমি” ইত্যাদি শব্দ কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ? ২১৫।

অহংপদার্থভূতমাদিসাক্ষী

নিত্যং সুষুম্ভাবপি ভাবদর্শনাৎ ।

ক্রান্তে হ্যজ্ঞানিত্য ইতি প্রতিঃ স্বয়ং

ভবপ্রত্যগাত্মাসদসদ্ধিলক্ষণঃ ॥ ২১৬ ॥

প্রতিভে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, সুষুম্ভি অবস্থাতেও সত্তাদর্শন-
নিবন্ধন অহংপদার্থ নিত্য এবং সকলের সাক্ষী, নিত্য, সদস-
দ্ধি, প্রত্যগাত্মা জ্ঞানাদিবিবর্তিত । ২১৬ ।

বিকারিণাং সর্বসিকাবৎজ্ঞা

নিত্যাবিকারে। ভনিত্বং সমর্থতি ।

মনোবলম্পন্নশ্রুতিযু স্ফুটং

পুনঃ পুনর্দৃষ্টমসম্মেহয়োঃ ॥ ২১৭ ॥

তিনিই বিকারীদিগেব গাবজীষ বিকাবের বেত্তা ও নিত্য-
সিকারবর্জিত । অনিত্য শবীর ও অহংভাবে বারবার অসত্তা
দৃষ্ট হইয়াছে, উচা জাগ্রৎকালীন বাসনানিবন্ধন স্বপ্ন ও সুষুম্ভিতে
প্রকাশিত হইয়াছে । ২১৭ ।

অতোহি ভিমানং তাজ মাংসপিণ্ডে

পিণ্ডাভিমানিহপি কুদ্ধিকল্পিতে ।

কালত্রয়াবাধামধঃকৃত্য

জাত্ব স্বমাত্মানমুটপহি শান্তিঃ ॥ ২৯৮ ॥

সুতরাং বুদ্ধিকর্তৃক কল্পিত শরীরাত্মিমানেব আত্মদেহরূপ
মাংসপিণ্ডে অভিমান বর্জন কর এবং কালত্রয়ের উপাশ্রয়, অধঃ-
বোধস্বরূপ স্বীয় আত্মাকে বিদিত হইয়া শান্তিপ্রাপ্ত হও । ২৯৮ ।

তাজ্জাতিমানং কুলগোত্রনাম-

রূপাশ্রমেদাত্তপশ্যন্তিতেব ।

লিঙ্গস্ত দর্শ্যানপি কৰ্তৃতাদীং-

স্ত্যাকু। ভবাধঃস্থখস্বরূপঃ ॥ ২৯৯ ॥

এই দেহ রস ও শোণিতাদি দ্বারা ক্লিষ্টবস্তুরূপে জায় । কুল,
গোত্র, নাম, আকৃতি ও আশ্রমাদিরূপে অভিমান ঐ দেহকে অব-
লম্বন করিয়া রহিয়াছে ; ঐ অভিমান বিসর্জন দেও এবং কৰ্তৃ-
ভোক্তৃষাদি লিঙ্গশরীরধর্মকে ত্যাগ করিয়া অখণ্ডানন্দস্বরূপ
হও । ২৯৯ ।

সত্যস্তে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবো দৃষ্টাঃ ।

তেষামেব মূলং প্রথমো বিকারো ভবত্যাহঙ্কারঃ ॥ ৩০০ ॥

যে সমস্ত সাংসারিক বিকার মুক্তিব অন্তরায়স্বরূপ, অহঙ্কার-
রূপ প্রধান বিকারট ঐ সকলের মূল । ৩০০ ।

যাবৎ স্ত্রাৎ স্বস্ত্র সম্বন্ধোহহঙ্কারেণ দুরাশ্রুনা ।

তাবন্ন লেশমাত্রাপ মুক্তিবান্ধা বিলক্ষণা ॥ ৩০১ ॥

দুর্ভাগ্য! অহঙ্কারের সহিত যতদিন সম্বন্ধ থাকে, ততদিন
মুক্তিকথার লেশমাত্রও সম্ভবে না । ৩০১ ।

অহঙ্ক রগ্রনামূকঃ স্বরূপমুপপদ্যতে ।

চক্রেণাক্ষিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ৩০২ ॥

শশাঙ্ক যেমন রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকাশ পান,
সেইরূপ জীব অহঙ্কাররূপ গ্রহ হইতে পরিমুক্ত হইয়া বিমল, পূর্ণ,
সদানন্দ ও স্বয়ংপ্রভুরূপে বিরাজ করেন । ৩০২ ।

যো বা পুরে সোহহমিতি প্রতীতো

বুদ্ধ্যা বিকল্পস্তমসাতিমুঢ়য়া ।

তন্তৈব নিঃশেষতয়া বিনাশে

ব্রহ্মাণ্ডভাষঃ প্রতিবন্ধশূন্যঃ ॥ ৩০৩ ॥

তমোগুণবশেই দেহে “সোহং” প্রতীতি বিকল্পনা করা যায় ;
সেই বিকল্প সম্যক্ বিদুরিত হইলে অনায়াসে ব্রহ্ম ও আত্মার
একীভাব জন্মে । ৩০৩ ।

ব্রহ্মানন্দনির্ধিস্মহাবলবতাহঙ্কারে ধারাহিনা

সংবেষ্টাত্মনি বক্ষ্যতে গুণমট্মৈশ্চৈত্ত্বিত্ত্বির্নৃত্যকৈঃ ।

বিজ্ঞানাত্মমহাসিনা শ্রুতিমতা বিচ্ছিন্দ্য শীর্ষজয়ং

নির্মূল্যাতিমিমং নিধিঃ স্মৃথকরং ধীরোহুভূতোক্তুং ক্রমঃ ॥ ৩০৪

মহাবল অহঙ্কাররূপ ভয়ানক ভৃঙ্ক্ষ দেহবেষ্টন পূর্বক গুণ-
ত্রয়রূপ ত্রিশির দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপ রত্নকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।
একমাত্র ধীর বিবেকবান্ পুরুষই বেদবিহিত বিজ্ঞানাদি দ্বারা
উক্ত মন্তকত্রয় কর্ত্তন পূর্বক অহঙ্কাররূপ সেই মহাহিকে
ধ্বংস করত আনন্দময় ব্রহ্মানন্দ রত্নভোগ করিতে সক্ষম হইয়া
থাকেন । ৩০৪ ।

বাবদ্যাবৎ কিঞ্চিৎ বিষদোষক্ষুর্তিরস্তি চেদেহে ।

কথমারোগ্যায় ভবেত্তদ্বদ এতাপি যোগিনো মুঠ্যে ॥ ৩০৫ ॥

সর্পদংশন হইলে যতক্ষণ শরীরে কিঞ্চিৎপ্রাণও বিষদোষ বিদ্যা-
মান থাকে, তাবৎ যেমন আরোগ্যলাভের সম্ভব নাই, তদ্রূপ

ସାବଧାନ ଶରୀରେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ତାହା ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ଲାଗେ
ସମର୍ଥ ହେଉ ନା । ୩୦୫ ।

ଅହମୋଽତ୍ୟନ୍ତନିବୃତ୍ତ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞତନାନାବିକଳସଂସ୍ପର୍ଶା ।

ଏତ୍ୟକ୍ତ-ବିବେକାଦିଦମ୍ୟତୀତି ବିକଳତେ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ॥ ୩୦୬ ॥

ଅହଂବୃତ୍ତିର ନିଃଶେଷେ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏଲେ ଓହା ଅହଙ୍କାରକୃତ ସାବ-
ଧୀର ବିକଳର ବିନାଶ କରିବା ଦେଖ । ଓ ନିବୃତ୍ତିଦ୍ୱାରା ଏକକ୍ତ-
ବିଚାର ପୂର୍ବକ “ଆମିହି ଏକ୍ତ” ଏହିରୂପ ଆହତତ୍ତ୍ୱ ବିଦିତ ହେଉ
ସାଏ । ୩୦୬ ।

ଅହଙ୍କାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାହମିତି ମତିଃ ସ୍ୱକ୍ତ ମହନା

ବିକାରାନ୍ତତାତ୍ତ୍ୱାତ୍ପ୍ରତିଫଳସୁଷ୍ପି ଅସ୍ଥିତିସୁଷ୍ପି ।

ସଦଧ୍ୟାସାଂ ଶ୍ରୋତା ଜନିତ୍ୱିଜରା ହୁଃସବହନା

ଏତୀଚ୍ଛିନ୍ତିନୂର୍ତ୍ତେତ୍ତବ ମୁଖତନୋଃ ସଂସ୍ପର୍ଶିରିୟମ୍ ॥ ୩୦୭ ॥

ଅହଙ୍କାର ବିକାରୀ ଏବଂ ଓହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀର ସମୁଚିତ-କର୍ମକଳ-
ଭୋଗୀ ଆହମିତିର ଧଣ୍ଡନ ହେଉ । ସେହି ଅହଙ୍କାରରୂପ କର୍ତ୍ତା ଦେହେ
ଧାକିତେ ଧାକିତେ ଆତ୍ମ ଅହଂବୁଦ୍ଧି ବିସର୍ଜନ ଦେଉ । ଓ ଅହଂ-
ବୁଦ୍ଧିର ଅଭ୍ୟାସାନିବନ୍ଧନହିଁ ଅଶେଷସଂସାରାଦାରକ ଜନ୍ମ-ମରଣ-ଜରାମାର୍ତ୍ତ
ହେଉ ଏବଂ ଓହାର ଅଧ୍ୟାସବଶେହିଁ ଚିଦାନନ୍ଦମୁକ୍ତି ଅନ୍ତରୂପ ଭୋଗୀର
ସଂସାରଭ୍ରମଣ ଘଟେ । ୩୦୭ ।

ମନୋବ୍ୟକ୍ତ ଚିଦାନନ୍ଦୋ ବିତୋ-

ରାନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତେରବଦ୍ୟକୀର୍ତ୍ତେଃ ।

ନୈବାନ୍ତର୍ୟ୍ୟା ବାପ୍ୟବିକାରିନୀତେ

ବିନାହମଧ୍ୟାସମସୂୟା ସଂସ୍ପର୍ଶିଃ ॥ ୩୦୮ ॥

ତୁମ୍ଭିହି ନିରତ ଏକରୂପ, ଚିଦାନନ୍ଦା, ବିଭୁ, ସୁଖମୁକ୍ତି, ଅନିବ୍ଧିତ-
ବଳା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟା ଅବିକାରୀ ଏକ୍ତ ; ଅହଂ-ଅଧ୍ୟାସ ନା ଥାକିଲେହିଁ ଭୋଗୀର

সংসার দূর হয় এবং উহার অধাসভাবেই তোমার সংসারভাব
প্রকাশ পাইয়া থাকে । ৩০৮ ।

তন্মাদহকারমিমং স্বশত্রুং

ভোক্তুর্গলে কণ্টকবৎ প্রভীতম ।

বিচ্ছিন্য বিজ্ঞানমহাসিনা ক্ষুটং

ভুজ্জান্সাম্রাজ্যস্বধং যথেষ্টম্ ॥ ৩০৯ ॥

এই অহঙ্কার ভোক্তার গলকণ্টকবৎ নিজশত্রুরূপে সংস্থিত ।
আত্মবোধরূপ মহাখড়্গ দ্বারা ঐ শত্রুকে ছেদন পূর্বক প্রকাশ-
মান স্বসাম্রাজ্য সূখে উপভোগ কর । ৩০৯ ।

ততোহহমাদেক্ষিনিবর্ত্য বৃত্তিঃ

সংত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ ।

তুষ্ণীং সমান্সাত্মস্বখানুভূত্যা

পূণ্যায়না ব্রহ্মণি নির্বিকল্পঃ ॥ ৩১০ ॥

স্বতরাং অহংপ্রভৃতির বৃত্তিকে প্রশাস্ত করিয়া পরমার্থ-
প্রাপ্তি দ্বারা অনুরাগ বিসর্জন পূর্বক আত্মানন্দ বোধ কর
এবং নির্বিকল্পস্বরূপ পরিপূর্ণরূপে ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে অবস্থান
কর । ৩১০ ।

সমূলবৃন্তোপি মহানহং পুনঃ

ব্যুন্মেষিনঃ স্নাদ্যদি চেতসা ক্লগং ।

সংজীব্য বিক্লেপশতং কঃরাতি

নভস্বতা প্রাবৃষি বারিনো যথা ॥ ৩১১ ॥

যেমন প্রাবৃট্‌কালে গগনবারা সম্বন্ধ মেঘ অসংখ্য অসংখ্য
বিক্লেপ বিস্তার করে, তদ্রূপ সমূলে উচ্ছেদ হইলেও যদি অহ-
ঙ্কার কিয়ৎকালের জন্য চিহ্নবরা বদ্ধ হয়, তবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত

হইয়া অসংখ্য অসংখ্য বিজ্ঞেয় প্রদান করত অজ্ঞেয় সারন করে । ৩১১ ।

নিগূহ শব্দোরহমৌহুৎকাশঃ

কটিম ফৌল বিবরাহচিহ্না ।

নএব সর্গীকর্যকর্যকর্য

একীগজীরকর্যকর্যকর্য ॥ ৩১২ ॥

যেমন না প্রাপ্ত জীবনের হেতু জীবনসংযোগ
হয়, তদ্রূপ মহাপ্রভু জহকার প্রিয়রচিত হইলে বিবরাহচিহ্না দ্বারা
কখন তাহাকে বুঝি পাইতে অবসর প্রদান করিবে না । ৩১২ ।

দেহাশ্রনা সংস্থিত এব কাশী

বিলক্ষণঃ কামিনিতা কথং ত্রাং ।

অতোহর্থসন্ধানপরমমৈব

তেন প্রসক্ত্য তববন্ধহেতুঃ ॥ ৩১৩ ॥

যে ব্যক্তি “শরীর এবং শরীরে আশি শরীরী” এইরূপ ভেদ-
বুদ্ধিরূপে সংস্থিত, তাহাকে কাশী বলা যায় । তাৎপর্যবোধ
করাচ কামিনীপূর্ণ করিতে সমর্থ নহেন ; সুতরাং তেজস্কান দ্বারা
বিবরাহেবণপরতাই সংসারবন্ধনের কারণ । ৩১৩ ।

কার্য্যপ্রবর্তনকর্যকর্যকর্যঃ পরিদৃশ্যতে ।

কার্য্যনাশার্য্যকর্যকর্যকর্যঃ কার্য্যঃ নিরোধয়েৎ ॥ ৩১৪ ॥

কর্ম্মের উৎকর্ষলাগিনীবুদ্ধি দ্বারা ভবরীজের প্রকটবুদ্ধি এবং
কর্ম্মের সম্যক লগ্নে ভবরীজের প্রকট নাশ দৃষ্টমান হয়, সুতরাং
কর্ম্ম সর্ব্বথা নিরোধ করা উচিত । ৩১৪ ।

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যঃ কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা ।

বন্ধিতে সর্ব্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে ॥ ৩১৫ ॥

পুরুষের বাসনাবুদ্ধিঘারা কৰ্ম বর্জিত হয় এবং কৰ্মের বুদ্ধি-
ঘারা বাসনা বর্জিত হইয়া থাকে, সুতরাং সংসারখণ্ডন
হয় না । ৩১৫ ।

সংসারবন্ধবিহীনতায় তদ্ব্যয়ং প্রদেহেন্দ্রিয়তঃ ।

বাসনাবুদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ । ৩১৬ ॥

যোগীপুরুষ ভববন্ধনহেতুনাম্ব্য কৰ্ম এবং বাসনা এই দুইটীকে
মুক্ত করিবেন, কেননা, বাক্যবিবরণভাবনা এবং বাহ্যক্রিয়াকার্য্য
এই দুইটীঘারাই বাসনা বুদ্ধি পায় । ৩১৬ ।

তাভ্যাং প্রবৃদ্ধমানা সা সা হৃতে সংস্থতিমান্বনঃ ।

জ্ঞানাণাঞ্চ ক্রয়োপারঃ সৰ্ব্বা বস্থান্ম সৰ্ব্বদা ॥ ৩১৭ ॥

বাহ্যবিবরণভাবনা এবং বাহ্যক্রিয়া এই দুইটীঘারা বাসনা বর্জিত
হইয়া স্বীয় সংসার উৎপাদন করে, সুতরাং বিবরণচিন্তা, ক্রিয়াকার্য্য
এবং নিজের বারবার জন্ম এই তিনের নাশার্থ সৰ্ব্বদা উপায়
চিন্তা করিবে । ৩১৭ ।

সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বং ব্রহ্মমাত্রাবলোকনৈঃ ।

সদ্ব্যবহাসনাদাঢ্যং তদ্ব্যয়ং লয়মগ্রুতে ॥ ৩১৮ ॥

সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বথা এক ব্রহ্মমাত্র অবলোকন দ্বারা সৰ্ব্বপদার্থকে
ব্রহ্মরূপে অবগত হইবে এবং ব্রহ্মভাবে যখন বাসনা স্থির হইবে,
তখন ঐ তিনটী আপনা হইতেই লীন হইয়া যাইবে । ৩১৮ ।

ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোহন্যদ্বাসনাক্ষয়ঃ ।

বাসনাশ্রয়করো মোক্ষঃ সা জীবমুক্তিরিষ্যতে ॥ ৩১৯ ॥

ক্রিয়ার ক্ষয় হইলে চিন্তার অপনয়ন হয়, এবং চিন্তার অপগমে
বাসনার নাশ হয়, সুতরাং বাসনার ক্ষয়কেই মোক্ষ কহে । ইহাই
স্বধীগণ কর্তৃক জীবমুক্তি বলিয়া অভিহিত । ৩১৯ ।

সধাসনান্ধূর্ত্তিবিজ্ঞপ্তৌ সতী
 হসৌ কিলীনাগ্ৰহাদিবাসনা ।
 অতি প্রকৃষ্টাপ্যরুণপ্রভায়াং
 বিলীমতে সাধু যথা তমিষা ॥ ৩২০ ॥

ব্রহ্মভাবে বাসনার উদয় হইলে যেরূপ অতি গাঢ় অন্ধকার-
 বর্ণী রাত্রি অরুণপ্রভা প্রাপ্ত হইলে নিঃশেষে লয় পায়, তদ্রূপ
 অহমাদি অভিমানান্বক বাসনা তাহাতে বিলীন হয় । ৩২০ ।

তদ্বস্তমঃকার্য্যামনর্থজালং ন দৃশ্যত সত্বাদিতে দিনেশে ।
 তথাহৃদয়ানন্দরসাত্মভূতো
 নৈবাস্তি বন্ধো ন চ ছঃখগন্ধঃ ॥ ৩২১ ॥

ভাস্করোদয়ে অন্ধকার ও অন্ধকারকার্যের স্থায় অদ্বয় আনন্দ-
 রসের অনুভব হইলে বন্ধন এবং বন্ধনক্রিয়া ও ছঃখাদিসম্বন্ধ
 বিদ্যমান থাকে না । ৩২১ ।

দৃশ্যং প্রতীতং বিলাপয়ন্ সন্
 সন্মাত্রমানঘনং বিভাবয়ন্ ।
 সমাহিতঃ সন্ বহিরন্তরং বা

কালং নরৈখাঃ সতি কৰ্ম্মবন্ধে ॥ ৩২২ ॥

ভূমি কৰ্ম্মরূপ বন্ধনগ্রস্ত, ভূমি স্বয়ং সাধন করত সন্মাত্র
 নিবিড়ানন্দ ব্রহ্মানুভবদ্বারা দৃশ্য প্রসিক্ত বস্ত্তসমূহ লয়গত করিয়া
 বাহ্যকাল জাগ্রৎ ও অন্তরকাল স্বপ্নস্থিতি ত্যাগ কর । ৩২২ ।

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কৰ্ত্তব্যঃ কদাচন ।

প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২৩ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠাতে কদাচ অমনোযোগী হইও না, কেননা, অনবধান-
 তাই স্বীয় মৃত্যুরূপ, মহর্ষি সনকাদিরা ইহা বলিয়া গিয়াছেন । ৩২৩ ।

ন প্রমাদাদনর্থাত্মো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ ।

ততো মোহন্ততোহংধীন্ততো বন্ধন্ততো ব্যথা ॥ ৩২৪ ॥

ব্রহ্মভাবে অনবধানতা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞের অল্প কিছুই নাই ।
যেহেতু, অনবধানতা হইতে মোহ, মোহ হইতে অহংবুদ্ধি, অহং-
বুদ্ধি হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে যাতনা জন্মে । ৩২৪ ।

বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসমপি বিস্মৃতিঃ ।

বিক্ষেপয়তি ধীদোষৈর্যোষা জারমিব প্রিয়ম্ ॥ ৩২৫ ॥

যেমন অসতী নারী নিজ প্রিয় জারকে বুদ্ধিকৌশলদোষে
বিক্ষেপ করে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিষয়াশুরাগী দেখিয়া
ভ্রান্তিক্রাপিনী অবিদ্যা বুদ্ধিদোষ দ্বারা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত
করেন । ৩২৫ ।

যথাপকুষ্ঠং শৈবালং ক্ষণমাত্রং ম্ তিষ্ঠতি ।

আবৃণোতি তথা যান্না প্রাজ্ঞং বাপি পরাশ্রয়ম্ ॥ ৩২৬ ॥

যেমন শৈবালরাশি লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা দূরীকৃত হইলেও
কিয়ৎক্ষণ স্থির না থাকিয়া আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ যান্না স্বস্বরূপে
বিমুখ পণ্ডিতব্যক্তিকেও আবরণশক্তি দ্বারা সমাবৃত করে । ৩২৬ ।

লক্ষ্যচ্যুতং চৈদ্যদি চিত্তমীষ-

বহিমুখং সন্নিপতেৎ ততস্ততঃ ।

প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ

সোপানপংক্তৌপতিতো তথা তথা ॥ ৩২৭ ॥

যেমন প্রমাদনিবন্ধন চ্যুত কেলিকন্দুক সোপানপংক্তি
হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ যদি চিত্ত লক্ষ্য চিৎভাব হইতে
অলিত হয়, কিম্বা চিন্ময় হইতে জীবৎ বিমুখ হয়, তাহা হইলে লক্ষ্য-
স্থান হইতে আত্ম পতিত হয় । ৩২৭ ।

বিষয়েষাবিচ্ছেদঃ সঙ্কল্পবৃত্তি তদ্গুণান্ ।

সম্যক্ সঙ্কল্পনাং কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম্ ॥ ৩২৮ ॥

চিত্ত প্রথমে বিষয়ে আবিষ্ট হয়, বিষয়ের গুণসমূহ সংকল্প করে, ঐ সংকল্প হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং ঐ কামনা হইতে পুরুষের সংসারপ্রবৃত্তি ঘটে । ৩২৮ ।

ততঃ স্বরূপবিংদ্রংশো বিভ্রষ্টস্ত পতত্যাধঃ ।

পতিতস্ত বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঙ্গক্যাতে ।

সংকল্পং বর্জয়েত্তস্যাং সর্কানর্থস্ত কারণম্ ॥ ৩২৯ ॥

সংসারপ্রবৃত্তি হইতে স্বরূপের ধ্বংস হয়, স্বরূপবিভ্রষ্ট অধঃপতিত পুরুষের ধ্বংস ভিন্ন আর পুনরুত্থান দেখা যায় না, সুতরাং অধিল অনর্থের কারণস্বরূপ সংকল্প আত্ম ত্যাগ কর । ৩২৯ ।

অতঃ প্রমাদান্ন পরোহন্তি মৃত্যু-

র্কিবৈকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ ।

সমাহিতঃ সিক্তিমুপৈতি সম্যক্

সমাহিতাত্মা তব সাবধানঃ ॥ ৩৩০ ॥

বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমাধিবিষয়ে অনবধানতা ঘটিলে তদপেক্ষা আর মৃত্যুস্বরূপ কি আছে ? অর্থাৎ উহাই তাহার মৃত্যুস্বরূপ, কিন্তু সমাধি-বিষয়ে যিনি মনোযোগী, তিনি আত্ম সর্কধা সিক্তি প্রাপ্ত হন ; অতএব তুমি সমাহিতমনা এবং সতর্ক হও । ৩৩০ ।

জীবতো বস্ত কৈবল্যাৎ বিদেহে চ স কেবলঃ ।

বৎকিকিং পশ্যতো ভেদং তন্নং ক্রতে বহুঃশ্রুতিঃ ॥ ৩৩১ ॥

বহুধেয়ে লিখিত আছে, বাহার জীবিতাবস্থাতে মুক্তি হয়,

তাঁহার দেহাবসানেও মুক্তি ঘটে, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ ভেদদর্শী হইলে তাঁহারও ভীতি থাকে । ৩৩১ ।

বদা কদা বাপি বিগম্ভিদেব
ব্রহ্মণ্যনন্তেহপ্যমুখ্যাত্তেদম্ ।
পশুত্যাখ্যমুখ্য ভয়ং ভদেব
যদীকিতং ভিন্নতরা প্রমাদাৎ ॥ ৩৩২ ॥

মুখী ব্যক্তি যে কোন সময়ে অনন্ত ব্রহ্মভাবে যদি বিন্দুমাত্রও ভেদ দেখেন, তবে তাহাও তাঁহার পক্ষে ভীতিজনক হয়, কারণ, প্রমাদ নিবন্ধন ভিন্নরূপে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাই ভয়প্রদ । ৩৩২ ।

ঋতিস্বত্বিহ্মায়শতৈর্নিবিদ্ধে
দৃষ্টেহত্র বঃ স্বাক্ষমতিং কয়োতি ।
উপেতি হঃখোপরি হঃখজাতং
নিবিদ্ধকর্তা স মলিনুচো যথা ॥ ৩৩৩ ॥

ঋতি, স্বত্বি, জ্ঞায় প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য শাস্ত্রকর্তৃক মিথ্যাধ-
রূপে নিবিদ্ধ এই দৃষ্টবস্ত সকলে যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান করে, সে
অবিহিত-কার্য্যকারী মলমাসের জ্ঞায় অকর্ষণ্য, সে ক্রেশর উপর
ক্রেশরাশি প্রাপ্ত হয় । ৩৩৩ ।

সত্যাত্তিসন্ধানরতো বিমুক্তো
মহৎসাম্রায়মুপেতি নিত্যম্ ।
মিথ্যাভিসন্ধানরতস্ত নস্তে-
দৃষ্টং তদেতদ্বচোরচোরয়োঃ ॥ ৩৩৪ ॥

যেমন অচোর ও চোর দুই জনের কর্ণজনিত গতি পৃথক্
পৃথক্‌রূপ হয়, তদ্রূপ সৎ পদার্থে অমুরাগী পুঙ্খবই মুক্ত, নিত্য

আপনার প্রাধিক্কে প্রাপ্ত হন এবং মিথ্যা পদার্থে অনুরাগবিশিষ্ট
ব্যক্তি আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ৩৩৪ ।

যতিরসদনুসন্ধিঃ বন্ধহেতুং বিহার

স্বয়মস্বয়মহমস্মীত্যাত্মদৃষ্টোব তিষ্ঠেৎ ।

সুখয়তি নহু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বাত্মভূত্বা

হরতি পরমবিদ্যা কার্যাহঃখং প্রীতীতম্ ॥ ৩৩৫ ॥

যোগীজন বন্ধনের কারণস্বরূপ অসৎ অশেষণ ত্যাগ করত
“সাক্ষাৎ ব্রহ্ম আমি হই,” এইপ্রকার আত্মসন্দর্শনদ্বারা অবস্থিত
থাকিবেন । হে বৎস ! ব্রহ্মপরায়ণত্ব আত্মানুভাবদ্বারা সুখী
করে এবং প্রকাশিত অবিদ্যাকার্য্যরূপ যাতনারাশি ধ্বংস
করে । ৩৩৫ ।

বাহ্যানুসন্ধিঃ পরিবর্জয়েৎ ফলং

চুর্কাসনামেব তত্তত্ততোহধিকাম্ ।

জ্ঞান্য বিবেকৈঃ পরিষত্য বাহ্যং

স্বাত্মানুসন্ধি বিদধীত নিত্যম্ ॥ ৩৩৬ ॥

বাহ্যবিষয়ের অশেষণ দ্বারা উত্তরোত্তর অধিক চুর্কাসনারূপ
ফল বৃদ্ধি পায়, সুতরাং বিচারদ্বারা ব্রহ্ম বিদিত হইয়া বাহ্য-
পদার্থসমূহ পরিহার-করত নিয়ত স্বীয় আত্মার অশেষণ
করিবে । ৩৩৬ ।

বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নত।

মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্ ।

তস্মিন্ স্পৃদৃষ্টে তৎসবকনাশো

বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ ॥ ৩৩৭ ॥

বাহ্যবস্ত নিরুদ্ধ হইলে মন বিমুক্ত হয়, মন বিমুক্ত হইলে

পরমাত্মার সাক্ষাৎ ঘটে এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎ হইলে সংসার-
বন্ধন মোচন হয়, সুতরাং বাহ্য বস্তুর সংরোধই মুক্তির
মার্গস্বরূপ । ৩৩৭ ।

কঃ পণ্ডিতঃ সন্ সদসম্বিবেকী

ঐতিপ্রমাণঃ পরমার্থদর্শী ।

জনানন্ হি কুর্খাদসতোহবলঃ

অপাতহেতোঃ শিশুবন্থনুকুঃ ॥ ৩৩৮ ॥

সদস্য পদার্থের বিচারকর্তা বেদপ্রমাণমানী পরমার্থজ্ঞ কোন
মুখু ব্যক্তি সমস্ত বিদিত হইয়াও শিশুর স্থায় স্বীয় অধঃপতনার্থ
অসৎপদার্থের আশ্রয় লয় ? ৩৩৮ ।

দেহাদিসংসক্তিমতো ন মুক্তি-

মুক্তস্ত দেহাদ্যভিমত্যাভাবঃ ।

অশুশ্রু নো জাগরণং ন জাগ্রতঃ

অপ্তস্তয়োর্ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ ॥ ৩৩৯ ॥

শরীরাদ্যভিমানী ব্যক্তির মোক্ষ হয় না এবং মুক্ত ব্যক্তির
শরীরাদ্যভিমান নাই । কেন না, প্রমুগ্ধ ব্যক্তিকে জাগ্রিত বলা
যায় না এবং জাগ্রিত ব্যক্তিকে প্রমুগ্ধ বলা যায় না, কারণ,
জাগরণ ও নিদ্রার গুণ-কার্য্য-সকল ভিন্ন ভিন্নরূপ দৃষ্ট হইয়া
থাকে ॥ ৩৩৯ ॥

অন্তর্কর্ষিঃ স্বঃ স্থিরজজমেবু

জাত্বাস্ত্রনাধারতয়া বিলোক্য ।

ভ্যক্তাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ

পূর্ণাননা যঃ স্থিত এব মুক্তঃ ॥ ৩৪০ ॥

যিনি নির্মল বুদ্ধিযোগে বাহ্য ও অন্তঃস্বরূপ স্বাবরজজন্মানি

বর্ত্ততে আত্মাকে আধারস্বরূপে সন্দর্শন পূর্ব্বক সমস্ত উপাধি
ভ্যাগ করিয়া অখণ্ড পরিপূর্ণস্বরূপে অবস্থিত থাকেম, তিনিই
মুক্ত ॥ ৩৪০ ।

সৰ্ব্বাশ্রয়ানা বন্ধবিমুক্তহেতুঃ

সৰ্ব্বাশ্রয়তাবান্ন পরোহন্তি কশ্চিৎ ।

দৃষ্টার্ণবে সত্যপদ্যতেইসৌ

সৰ্ব্বাশ্রয়তাবেহস্ত সদাশ্রয়নিষ্ঠয়া ॥ ৩৪১ ॥

সৰ্ব্বথা সৰ্ব্বাশ্রয়তাব অপেক্ষা বন্ধনমুক্তির উৎকৃষ্ট উপায়
ব নাই, দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানাভাব হইলে সৰ্ব্বদা আশ্রয়নিষ্ঠাধারা
মাত্ৰার সৰ্ব্বাশ্রয়তাব জন্মে ॥ ৩৪১ ॥

দৃষ্টপদ্যং যৎ কথং নু ঘটতে দেহাশ্রয়ানা তিষ্ঠতো

জ্ঞানানুভবপ্রসক্তম নসন্ততং ক্রিয়াং কুর্কতঃ ।

সংস্রব্ধাধিলক্ষণবিগটৈ-নিত্যশ্রয়নিষ্ঠাপটৈ-

উদ্বৈজঃ করণীয়মাশ্রয়নি সদানন্দেচ্ছুতিৰ্ভবতঃ ॥ ৩৪২ ॥

যদি বল, নিখিললক্ষণকর্ম্মবিষয়ভ্যাগী নিত্য আশ্রয়নিষ্ঠাবান্
ঐক্যানন্দেচ্ছু তৎকাল ব্যক্তি সময়ে আশ্রিতে যে দৃষ্ট পদার্থের
অগ্রহণ করেন, সে দৃষ্টপদার্থের অগ্রহণ বেহে আত্মাভিমানরূপে
অবস্থিতিকারী বাহ্যবিষয়ানুভাবে আসক্তমনা ও তদনুরূপ ক্রিয়া-
কাণ্ডকরণশীলব্যক্তির সম্বন্ধে কি প্রকারে হইতে পারে ? ৩৪২ ॥

সৰ্ব্বাশ্রয়ানিচ্ছরে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকর্ম্মণঃ ।

সমাধিং বিদধাত্যেবা শাস্তো দাস্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪৩ ॥

ঐ বিষয়ে বলা যাইতেছে যে, গুরু হইতে বৃত্তশ্রবণ, কৃতকর্ম্ম
ভিক্ষুর সৰ্ব্বাশ্রয়ানিচ্ছির অন্ত “শাস্তো দাস্ত” এই শ্রুতি সমাধিবিধান
করেন । ৩৪৩ ।

আকুচশক্তেরহমোবিনাশঃ

কৰ্ত্ত্বং ন শক্য সহসাপি পণ্ডিতৈঃ ।

যে নির্বিকল্পাখ্যসমাধিনিষ্ঠনা-

স্তানন্তরাহনস্তত্ত্বা হি বাসনাঃ ॥ ৩৪৪ ॥

দুখীগণও বলিষ্ঠ অহংকারের ধ্বংস করিতে হঠাৎ সমর্থ হন না, কেননা, যাঁহারা নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা অটলভাবে বিরাজ করেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে অনন্ত অনর্থের উৎপাদিকা বাসনা প্রাচুর্ভূতা হয় । ৩৪৪ ।

অহংবুদ্ধ্যৈব মোহিতা বোরিষ্মাবৃত্তের্সলাৎ ।

বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্বশতঃ ॥ ৩৪৫ ॥

বিক্ষেপশক্তি, মোহজনিকা অহংবুদ্ধির আবরণনিবন্ধন পুরুষকে বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া অহংবুদ্ধির কার্যদ্বারা বিক্ষিপ্ত করে। ৩৪৫।

বিক্ষেপশক্তিবিক্রমো বিষমো বিধাতুঃ

নিঃশেষমাবরণশক্তিনিবৃত্ত্য ভাবে ।

দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজনবরিভাগে

নশ্চেত্‌দাবরণমাস্মানি চ স্বভাবাৎ ॥ ৩৪৬ ॥

নিঃশেষে আবরণশক্তি সমাক্ নিবৃত্তি না পাইলে বিক্ষেপ-শক্তিকে জয় করা দুর্লভ, প্রকাশিত হৃৎ ও জলের স্তার দর্শন ও দৃশ্য এই পদার্থদ্বয়ের বিভাগ হইলে স্বভাবতঃ জ্ঞানাত্মে সেই আবরণ বিদুরিত হয় । ৩৪৬ ।

নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশূন্যে ।

বিক্ষেপণং ন হি তদা যদি চেত্ম্বার্থে ।

সমাধিবেকঃ স্ফুটবোধভ্যো

বিভজ্য দৃগ্‌দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্ ।

ছিন্তি মায়াকৃতমোহকং

যস্মাদ্বিমুক্তস্ত পুনর্ন সংসৃতিঃ ॥ ৩৪৭ ॥

মিথ্যা পদার্থে বিক্ষেপ না থাকিলে প্রদীপ্ত জ্ঞানজন্তু সম্যক বিবেক, দর্শন ও দৃশ্য বস্তুর তত্ত্ববিভাগকরতঃ নিঃসন্দেহ প্রতিবন্ধক-রহিত হইয়া মায়াকৃত মোহবন্ধনকে ছেদন করে। যে ব্যক্তি মায়াকৃত মোহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পুনঃ সংসারনিবৃত্তি হয় । ৩৪৭ ।

পর্যবৈক্যবিবেকবহ্নি-

দহত্যাবিদ্যাগহনং সশেষম্ ।

কিং জ্ঞাৎ পুনঃ সংসরণস্ত বীজ-

মধৈতভাবং সমুপেয়ুযোহস্ত ॥ ৩৪৮ ॥

উত্তম অধমের একত্বরূপ বিবেকায়ি সমস্ত অবিদ্যারূপ রনকে নিঃশেষে ভস্ম করে, সুতরাং অবৈতভাবপ্রাপ্ত পুরুষের পুনর্বার আর সংসারাস্থরজনক বীজের সম্ভাবনা হয় না । ৩৪৮ ।

আবরণস্ত নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যকপদার্থদর্শনতঃ ।

মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্ত বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ ॥ ৩৪৯ ॥

সম্যক তত্ত্বদর্শনদ্বারা আবরণনিবৃত্তি হয়, আবরণ হইলেই মিথ্যা-জ্ঞান ধ্বংস পায় এবং মিথ্যাজ্ঞান লোপ হইলেই বিক্ষেপজনিত ক্লেশের শান্তি হইয়া থাকে । ৩৪৯ ।

এতদ্বিত্ত্বং দৃষ্টং সম্যগ্রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ ।

তস্মাদবস্তত্বং জ্ঞাতবাং বন্ধমুক্তয়ে বিদুযা ॥ ৩৫০ ॥

রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হইতে আবরণ, বিক্ষেপ এবং মিথ্যা জ্ঞান এই তিনটি সম্যক লক্ষিত হয়, অতএব সুধাব্যক্তি বন্ধনমোচনার্থ প্রকৃতির সঙ্কিত পরমানন্দকে বিদিত হইবেন । ৩৫০ ।

অয়ে ইঞ্জিয়োগাদিব সংসম্বন্ধ
 আত্মাদিরূপেণ বিজ্ঞস্তে ধীঃ ।
 তং কার্যমেতাদ্রিতয়ং যতো মূষা
 দৃষ্টং ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু ॥ ৩৫১ ॥

বুদ্ধি, লৌহ ও বহিসংযোগের জায় সমস্তসম্বন্ধ বশতঃ ইঞ্জিয়-
 বুজ্যাদিরূপে প্রকাশ পায়, ঐ বুদ্ধির কৰ্ম পূৰ্ব্বকথিত আবরণাদি
 ত্রিতয় ; উহা হইতে ভ্রম স্বপ্ন ও বাসনাতে পদার্থসমূহ মিথ্যা
 দর্শন হয় । ৩৫১ ।

ততো বিকারঃ প্রকৃতেরহং মুখা-
 দেহাবসানা বিষয়াশ্চ সৰ্ব্বৈঃ ।
 ক্ষণেহন্তথাভাবিতয়া হুমীষা-
 মনস্বমান্না তু কদাপি নাত্মনা ॥ ৩৫২ ॥

আমি তুমি ইত্যাদি ও লেহ-মুত্ৰা এবং সমস্ত বিষয় প্রকৃতির
 বিকার, এ সমস্ত মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তপ্রকার হয় বলিয়া অসৎ, কিন্তু
 সজ্ঞপ আত্মা কদাচ অন্তপ্রকার হইন না । ৩৫২ ।

নিত্যাছরাখণ্ডচিদেকরূপো
 বুজ্যাদিসাক্ষী সদসদ্বিলক্ষণঃ ।
 অহং পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ
 প্রত্যক্ সদানন্দধনঃ পরাত্মা ॥ ৩৫৩ ॥

পরমাত্মা নিত্য, পূর্ণ, অখণ্ড, চিদ্রূপ, একরূপ, বুজ্যাদির সাক্ষী,
 সৎ ও অসৎ হইতে বিশেষলক্ষণবিশিষ্ট এবং অহং এই পদজান-
 দ্বারা লক্ষিতবিষয় অর্থাৎ অহমের প্রকৃত বাচ্য, প্রত্যক্ নির্বিড়
 নিত্য সুখস্বরূপ । ৩৫৩ ।

ইখং বিপশ্চিৎ সদসম্ভিতজ্ঞা

নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্য ।

জ্ঞাত্ব স্বমজ্ঞানমথগুবোধঃ

তেভ্যো বিমুক্তঃ স্বয়মেব প্যামাতি ॥ ৩৫৪

সুধী ব্যক্তি এই প্রকারে সৎ ও অসৎ পদার্থ বিভাগ করিয়া
আত্মজ্ঞানদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়করত অথগুজ্ঞানস্বরূপ আপন আত্মাকে
বিদিত হন এবং স্বয়ংই তদ্বৎ-বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তি
প্রাপ্ত হন । ৩৫৪ ।

অজ্ঞানহৃদয়গ্রহিণিঃশেষবিলয়ন্তসা ।

সমাধিনা বিকল্পেন যদাঐত্যাঙ্গদর্শনম্ ॥ ৩৫৫ ॥

যে সময় নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ঐতর্য্য আত্মার সাক্ষ্য হইয়া
তখন অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রহিণিঃশেষে বিলীন হইয়া যায় । ৩৫৫ ।

ত্বমহমিদমিতীর্থং কল্পনা বুদ্ধিদোষাৎ

প্রভবতি পরমাত্মভ্রমে নির্বিশেষঃ ।

প্রবিলসতি সমাধাবস্ত সর্বো বিকল্পো

বিলয়নমুপগচ্ছেদন্তদ্বাবধুহ্য ॥ ৩৫৬ ॥

বুদ্ধিদোষনিবন্ধন অদ্বয় সর্বস্বরূপ পরমাত্মাতে তুমি, আমি
এবং জগৎ ইত্যাদিরূপ কল্পনা হয়, কিন্তু সমাধি দ্বারা আত্মভাব
আবির্ভূত হইলে বস্তুর স্বরূপনিশ্চয় হইতু সমস্ত বিবল ধ্বংস
হইয়া যায় । ৩৫৬ ।

শস্ত্রো দান্তঃ পরমুপরতঃ ক্ষান্তিযুক্তঃ সমাধিং

কুর্কল্পিত্যং কলয়তি বতিঃ স্বস্ত সর্বাত্মভাবম্ ।

তেনাবিজ্ঞা তিমিরজনিতান্ সধুদৃষ্টা বিকল্পান্

ব্রহ্মাকৃত্যা নিবসতি স্থপং নিষ্ক্রয়ো নির্বিকল্পঃ ॥ ৩৫৭ ॥

ধর্ম-বস-ধূক, অত্যন্ত বিবত, ক্ষয়শীল যতি নিয়ত সমাধি
করতঃ স্বীয় সর্বাশ্রয়তাব বিদিত হইতে পারেন, এবং উক্ত ভাব-
দ্বারা অবিদ্যারূপ তিমির হইতে জ্যোতি নিখিল বিকল্পকে
নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া নিষ্কিয় নিবিকল্প ব্রহ্মরূপে আনন্দে
অবস্থিতি করেন । ৩৫৭ ।

সমাধিতা যে প্রবিলাপা বাহ্যং

শ্রোতাদিচেতঃ সমঃ চিদান্ননি ।

ত এব মুক্তা ভবপাশবন্ধৈ-

র্নাশ্রে তু পারোক্ষ্যকপাভিধারিনঃ ॥ ৩৫৮ ॥

ঐহারা সমাধিমান্ হইয়া বাহ্যবিষয় শ্রোতাদি ইন্দ্রিয় চিত্র ও
জীবাঙ্গা এবং অহংবুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই চিদান্নাতে লয় করিয়া
সংস্থিত হন, তাঁহারাই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন, কিন্তু কেবল
মুখে অহং ব্রহ্মবাত্রবাদী পুরুষেরা ; তৎগতি প্রাপ্ত হইতে
পারে না । ৩৫৮ ।

উপাধিভেনাৎ পরমাত্মভিত্যতে

চোপাধাপোষকঃ সর্বমেব কেবলঃ ।

তস্মাত্তপোষেণৈব সর্বমুপাধিভৈঃ

বদেৎ সত্যং কল্পমাত্রং ॥ ৩৫৯ ॥

উপাধির ভেদবশতঃ সত্যং কল্পমাত্রং বোধ হয় এবং উপা-
ধির ক্ষয় হইলে কেবল আপান্নমাত্রঃ সত্য থাকে, সুতরাং পণ্ডিত
বাক্তি উপাধির ক্ষয় হেতু বৈশালকাল যাবৎ সমাধিনিষ্ঠায়
নিরত থাকিবেন । ৩৫৯ ।

সতি সন্তো নরো যাতি সন্ত বৎ ছেকনিষ্ঠয়া ।

কাটকো ভক্ষরং ব্যাদ্যন্ ভক্ষ্যক্ষয়ং কল্পতে ॥ ৩৬০ ॥

যেমন তৈলপায়িকা ভ্রমরকীটকে (কাঁচপোকাকে) ভাবিরা
ভ্রমরত্ব লাভ করে, তজ্জপ ব্রহ্মে সংলগ্ন ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন । ৩৬০ ।

ক্রিয়াক্ষরাসক্তিমপান্ত কীটকো

ধায়রলিং তং স্থলিতাবমুচ্ছতি ।

তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং

ধাভা সমাপ্নোতি তদৈকানঠরা ॥ ৩৬১ ॥

তৈলপায়িকা অল্প কর্ণে অল্পরূপ বর্ধন করত নিম্নত ভ্রমর
ধ্যান পূর্বক যেমন ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তজ্জপ যোগী ব্যক্তি সর্বদা
পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা পূর্বক একনিষ্ঠা দ্বারা উত্তম ব্রহ্মত্ব লাভ
করেন ৩৬১ ।

অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং

ন সূক্ষ্মদৃষ্ট্য প্রতিপদ্যমুহতি ।

সমাধিনাত্যন্তসূক্ষ্মস্বরূপা

জ্ঞাতব্যম্যথৈকৈকান্তিকুর্জিতিঃ ॥ ৩৬২ ॥

অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্বকে সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা কেহ জানিতে পাবে
না, কেবল 'বিশুদ্ধবুদ্ধি'মন্ মহাশ্বারা বোগালুষ্ঠান ও সমাধিদ্বারা
অবগত হন । ৩৬২ ।

যথা সুবর্ণং পটপাকশোধিতং

ভাক্তা মলং স্বায়ত্ত্বং সমুচ্ছতি ।

তথা মনঃ সঙ্করজন্তুমোমলং

ধ্যানেন সংতাজ্য সমেতি তদ্বন্ ॥ ৩৬৩ ॥

যেমন স্বর্ণ অগ্নিসংস্কারাদিবারা শোধিত হইয়া মলান্ধিত্যাগান্তে
স্বকীয় মূনোহর রূপ প্রাপ্ত হয়, তজ্জপ মনঃ সঙ্করজঃ ও তমো-

রূপ মলকে ধ্যানাদি দ্বারা ত্যাগ করতঃ চিদ্রস্মকে লাভ
করে ॥ ৩৬৩ ॥

নিরন্তরাত্মাসবশাস্তিদিখং
পকং মনে ব্রহ্মণি লীয়তে যদা ।
তদাসমাধিঃ সবিবাক্সবর্জিতঃ
স্বতোহ্ৰিয়ানন্দরসানুভাবকঃ ॥ ৩৬৪ ॥

এইপ্রকার সর্বদা অত্মাস নিবন্ধন গুণবর্জিত মন যখন পরি-
ণতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে লয় পায়, তখন নির্বিকল্প এই সমাধি স্বয়ং
অহর আনন্দরস অনুভব করায় । ৩৬৪ ।

সমাধিনামেন সমস্তবাসনা
গ্রহে'ক্ষনাশোহখিলকামনাশঃ ।
অস্ত তিঃ সৰ্বত এব সৰ্বদা
স্বরূপবিস্মৃতিঃ সততঃ স্তা ॥ ৩৬৫ ॥

নির্বিকল্প সমাধিবারা নিখিল বাসনাবন্ধন ধ্বংস হয় এবং
সমস্ত কাম নাশ পায়, সুতরাং তখন সর্বদা সর্বসময়ে অন্তর ও
বাহ্যে বিনাযত্নে স্বরূপের বিস্মৃতি হয় । ৩৬৫ ।

ক্রতেঃ শতগুণং বিদ্যাগ্মননং নননাদপি ।
নিদিধ্যাসং লক্ষণগমনস্তং নির্বিকল্পকম্ ॥ ৩৬৬ ॥

শ্রবণ অপেক্ষা মনন শতগুণ শ্রেষ্ঠ, মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন
লক্ষণগুণ প্রাধান এবং নিদিধ্যাসন অপেক্ষা নির্বিকল্পভাবে অনন্ত
শ্রেষ্ঠ । ৩৬৬ ।

নির্বিকল্পসমাধিনা ক্ষুণ্ণং
ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে স্বয়ং ।

নাশ্বখা চলতয়া মনোগতেঃ

প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রতং ভবেৎ ॥ ৩৬৭ ॥

নির্বিবক্স সমাধিধারা নিঃসন্দেহই চিহ্নক বিদিত হওয়া যায়, অত্র উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেন না, মনোগতিব চাপ্পল্য নিবন্ধন অত্র পদার্থ জ্ঞানদ্বারা মিশ্রিত হইইয়া উঠে ॥ ৩৬৭ ॥

অতঃ সমাধৎস্ব যতে স্ত্রয়ঃ স-

শ্লিরস্তরং শাস্তমনাঃ প্রতীচি ।

বিধ্বংসয় ধ্বাস্তমনাদ্যবিদয়া!

কৃতং সন্দেহভবিলোকনেন ॥ ৩৬৮ ॥

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া শাস্তচিত্তে পরমাত্মাতে সর্বদা সমাধি অভ্যাস কর, এবং ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্র দর্শন দ্বারা অনাদি অবিদ্যাকৃত অন্ধকার দূর কর ॥ ৩৬৮ ॥

যোগস্ত প্রথমদ্বারং বাড়িরোধে উপরিগ্রহঃ ।

নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকাশ্বশীলতা ॥ ৩৬৯ ॥

বাক্যানিরোধ যোগের প্রথম দ্বার, অপ্রতিগ্রহ দ্বিতীয়, নিস্পৃহ তৃতীয় নিশ্চেষ্টতা চতুর্থ এবং নিরস্তর বিজনাশ্রয় পঞ্চমদ্বার ॥ ৩৬৯ ॥

একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দমস্ততসঃ

সংরোধে করণং শমেন বি যং ব্যাদহংবাসনা ।

তেনানন্দরসানুভূতিরচলা ব্র জ্ঞা সদা যোগিন-

স্তস্মাচ্চিহ্ননিরোধ এব সততং কার্য্যঃ প্রযত্নান্বয়ে ! ॥ ৩৭০ ॥

বিরলে স্থিতি ইন্দ্రిয়নিবৃত্তির কারণ ও চিত্তের সংরোধের হেতু দম ও শমগুণ দ্বারা অহংবাসনা ধ্বংস হয়, তাহাত যোগি-জনের সদা অচলানন্দরসানুভবক্রমে ব্রহ্মলাভ হয়, অতরাং চিত্ত নিরোধে যত্ন করা কর্তব্য ॥ ৩৭০ ॥

কচং নিযচ্ছান্নি তং নিযচ্ছ
বুদ্ধৌ ধিরং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিনি ।
তং চাপি পূর্ণান্নি নির্বিকল্পে
বিলাপ্য শাস্তং পরমং ভজস্ব ॥ ৩৭১ ॥

মনে বাক্যকে, বুদ্ধিতে মনকে, জীবাত্মাতে বুদ্ধিকে, এবং
নির্বিকল্প পূর্ণত্বে জীবাত্মাকে লয় করিয়া পরম শাস্তি প্রাপ্ত
হও । ৩৭১ ।

দেহপ্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিত্তিরূপাধিভিঃ ।

বৈবৈবরূটৈঃ সমাযোগস্তত্ত্বাবোহস্ত যোগিনঃ ॥ ৩৭২ ॥

দেহ, হৃদয়, মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদি যে যে উপাধির সহিত
চিৎসত্ত্ব যোগ হয়, যোগীর মনোবৃত্তি তত্ত্ব-উপাধিগত
হইয়া তত্ত্বাবলাভ করে । ৩৭২ ॥

তদ্বিবৃত্ত্যা মূনেঃ সম্যক্ সৰ্ব্বোপরমণং শ্রুতম্ ।

সংদৃশ্যতে সদানন্দরসাত্মভববিপ্লবঃ । ৩৭৩ ॥

সেই সমস্ত উপাধি ও বৃত্তির নিবৃত্তিদ্বারা মূনির সম্যক সৰ্ব্বশাস্তি-
রূপ শ্রুত ও সদানন্দরসাত্মভবের সঞ্চার হইতে দেখা যায় । ৩৭৩ ।

অস্তত্ত্বাগো বাহস্ত্যাগো বিরক্তশ্চৈব যুক্তাতে ।

তাক্রত্যস্তব্ধিঃসঙ্গং বিরক্তস্ত নুমুক্ষয়া । ৩৭৪ ॥

বিরাগী ব্যক্তির অস্তঃসঙ্গ ও বহিঃসঙ্গ বিসর্জন করা কর্তব্য ;
শ্রুতরাং বিবেকী ব্যক্তি মুক্তিবাসনা করিয়া উক্ত উভয় সঙ্গ বর্জন
করিবেন । ৩৭৪ ।

বহিঃস্ত বিয়টৈঃ সঙ্গং তথাস্তরহমাদিভিঃ ।

বিরক্ত এব শক্লেতি তাক্রুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ । ৩৭৫ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠাবান্ রিরক্তং ব্যক্তি বিষয়ের সহিত বহিঃসঙ্গ এবং
জাহ্নমাদির সহিত অন্তঃসঙ্গ সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন । ৩৭৫।

বৈরাগ্যবোধো পুরুষস্ত পক্ষিবৎ

পক্ষৌ বিজানীহ বিচক্ষণত্বং ।

বিমুক্তিসৌধাগ্রতলাধিরোহণং

তাভ্যাং বিনা নাস্তত্তরেণ সিধ্যতি ॥ ৩৭৬ ॥

হে বিদ্বন্! পুরুষের বিবেক ও বিজ্ঞান এই দুইটা পক্ষীর
পক্ষবৎ এবং পক্ষরূপ বগিয়া জান, ব্রহ্মবদ্ ব্যক্তি পক্ষবৎ ব্যতীত
মুক্তিরূপ অট্টালিকার উপরিভাগে কোনরূপে সমারোহণ করিতে
সমর্থ হন না । ৩৭৬।

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ

সমাহতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ ।

প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তি-

মুক্তিঃ। অনো নিত্যস্বখানুভূতিঃ ॥ ৩৭৭ ॥

অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির সমাধি হয়, সমাধিমানের পূর্ণ জ্ঞান
জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানীর বন্ধনমুক্ত হয় এবং মুক্তাত্মার নিত্যানন্দানুভব
হইয়া থাকে ॥ ৩৭৭ ॥

বৈরাগ্যায় পরং স্বথস্য জনকং পশ্যামি বস্ত্রাঙ্গন-

ত.চক্ষুঃকৃতরাঙ্গ.গাধসহিতং স্বারাজ্যসাম্রাজ্য-ধুক্ ।

এতদ্বারমজ্ঞমুক্তিযুগতেষ্মাস্তমস্মাৎ পরং

সর্ব্বত্রাস্পৃহয়। সদাঙ্গ ন সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে ॥ ৩৭৮ ॥

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য অপেক্ষা প্রধান স্বথ প্রদ অন্ত
কিছুই নাই, সেই বৈরাগ্য বিত্তক আশ্রয়জ্ঞানের সহিত মিলিত হইলে
নিষ্কাণপদ অর্পণ করেন, কেন না, এই জ্ঞানবিশিষ্ট বৈরাগ্য সর্ব্বদা

বুদ্ধিরূপ যুগতীর ধারসমূহ, এইতেই তুমি কেবল সর্বত্রয়ো স্পৃহা-
রহিত হই। অক্ষ মোক্ষার্থ নিম্নত বুদ্ধি স্থাপন কর। ৩৭৮।

আশাং ভিক্ষি বিষোপমেযু বিষয়েষেবৈব মৃত্যোঃ

কৃত্তান্তাক্ষা জাতিকুলাশ্রমধৰ্মমতিং মুক্ততিদুবাৎ ক্রিয়াঃ।

দেহাদাবসতি ত্যজাশ্রয়ণাৎ প্রজ্ঞাং কুরুষাস্তনি

অং ত্রেষ্টাইসামানাসি নির্ব্রণপরং ব্রহ্মাসি যদ্বত্ততঃ ॥ ৩৭৯ ॥

আশ্রমগত অভিন্ন ন ত্যাগ করিয়া অতিদূর হইতে কার্যাসকল
বিসৰ্জন কর এবং অনিত্য শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর,
আপনার আত্মতে বুদ্ধিব্যাগ কর, তাহা হইলেই তুমি মনোরহিত
অবস্থা সর্বসাক্ষী পরব্রহ্মরূপ হইবে। ৩৭৯।

লক্ষ্যে ব্রহ্মণি মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য বাহ্যেক্রিয়ং

স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশ্চলতনুশ্চোপেক্ষা দেহস্থিতিম্।

ব্রহ্মৈক্যকামুপেত্য তন্ময়তয়া চাখণ্ডবৃত্ত্যানিনিশং

ব্রহ্মানন্দরসং পিণ্ডায়নি মুদা শূঠৈঃ কিমম্ভৈর্ভূশম্ ॥ ৩৮০ ॥

লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মে মনকে অটলভাবে স্থাপন করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়-
প্রাধিকার স্বস্থানে নিবিষ্টকরতঃ স্থিরতনু হইয়া দেহস্থিতি উপেক্ষা
কর, এবং ব্রহ্মে স্থায়ী একত্বলাভ করতঃ ব্রহ্মরূপে অনন্তনিষ্ঠাদ্বারা
সর্বদা সানন্দে আপনাতে স্থিত ব্রহ্মানন্দরস ভূরিপরিমাণে পান
কর ; নিশ্চল ব্রহ্মাত্মী হই অখণ্ডবৃত্তিতে আত্মশুদ্ধি কি ? ৩৮০।

অনাস্তিত্ত্বনং ত্যক্ত্বা কল্যাণং হৃৎকারণম্।

চিন্তয়াস্থানমানন্দরূপং যশুতিকারণম্ ॥ ৩৮১ ॥

আত্মাতিরিক্ত পরার্থের ভাবনা এবং হৃৎকারণে হেতু মোক্ষ
ত্যাগ করিয়া মুক্তির কারণ আনন্দরূপ আত্মাতে ভাবনা
কর। ৩৮১।

এষ স্বয়ং জ্যোতিঃশেষসাক্ষী

বিজ্ঞানবোধে বিলসত্যভ্রম্ ।

লক্ষ্যং বিদ্যগ্নৈনমসদ্বিলক্ষণ-

মণ্ডুরভাষ্যতরায়ভবায় ॥ ৩৮২ ॥

এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, সদা বিজ্ঞানমব-
কোষে প্রকাশমান, স্বতরাং অসৎ হইলে বৈলক্ষণীয়ত্ব ব্রহ্মকে
লক্ষ্য করিয়া একনিষ্ঠ দ্বারা আত্মস্বরূপ চিন্তা কর ৩৮২ ।

এতমচ্ছিন্নয়া বুভা প্রত্যায়াস্তরশূন্যয়া ।

উল্লখয়ন্ বিজানীয়াৎ স্বরূপতয়া ক্ষুটম্ ॥ ৩৮৩ ॥

জ্ঞানাস্তরবিহীন একসাক্ষী বস্তিদ্বারা ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করত
স্বীয় স্বরূপে তাহাকে সমাক্ষি বিদিত হইবে । ৩৮৩ ।

অত্রাশ্বহং দৃঢ়ীকৃৎসনচমাদিবু সংতাজন্ ।

উদাসীনতয়া লেবু তিষ্ঠন্ ক্ষু ষ্টাদিবৎ ॥ ৩৮৪ ॥

এই আত্মাতে ব্রহ্মভাব স্থিতি অনিদানকল্পিত অহমানিহ
বাচ্য শরীরাদি বস্তুর অহংবুদ্ধিত্যাগ করতঃ নিঃসম্পর্ক হইয়া
সচ্ছিদ্রবটাদিবৎ অবস্থান করিবে । ৩৮৪ ।

বিশুদ্ধমস্তঃকরণং স্বরূপে

নিবেশ্য সাক্ষিনা বোধমানে ।

শট্টৈঃ শট্টৈর্নিন্দ্যেত্যমুপানয়ন্

পূর্ণায়মেবাহুবিলোকয়েত্ততঃ ॥ ৩৮৫ ॥

সর্বসাক্ষী চৈবাত্মীয় স্বরূপ ব্রহ্মে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ প্রবে-
শিত করিয়া অল্প অল্প অভ্যাসক্রমে নিশ্চলতা লাভ করত শেষে
পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিবে । ৩৮৫ ।

দেহিষ্টিঃ প্রাণমনোহহমাদিভিঃ

স্বাক্ষানকুণ্ঠৈশ্চরধিলৈরুপাধিভিঃ ।

বিমুক্তমাঙ্গানমথগুরুপং

পূর্ণং মহাকাশমিবাবলোকয়েৎ ॥ ৩৮৬ ॥

আপনার অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, মহমাদি সমস্ত উপাধিবর্জিত অথ গুরুরূপ পূর্ণব্রহ্মকে মহাকাশ-
বৎ দর্শন করিবে । ৩৮৬ ।

ঘটকলসকুস্থলসূচীমুখৈর্গগন-

মুপাধিশতৈর্কিমুক্তমেকম্ ।

ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং

পরমহমাদি বিমুক্তমেকমেব ॥ ৩৮৭ ॥

যেমন আকাশ, ঘট, কলস, ধাত্বাধার, তৈলাধার প্রভৃতি
গত শত উপাধি হইতে মুক্ত হইলে একমাত্র বোধ হয়, তদ্রূপ
শুদ্ধ পংব্রহ্ম অহমাদি হইতে মুক্ত হইলে নানা উপাধিরূপে
অনুস্মিত না হইয়া একমাত্র বোধ হন । ৩৮৭ ।

ব্রহ্মাদিস্বপ্নপর্য্যস্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ ।

কৃতঃ পূর্ণং স্বমাঙ্গানং পশ্চাদেকাঙ্গানাং স্থিতম্ ॥ ৩৮৮ ॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণাদিশুদ্ধ পর্য্যন্ত বাবতীয় উপাধিসমূহ মিথ্যা-
মাত্র, স্মরণ্যং পূর্ণব্রহ্ম স্বকীয় আঙ্গাকে একস্বরূপে অবস্থিত
দর্শন করিবে । ৩৮৮ ।

যত্র ব্রাহ্মা কল্পিতং যদ্বিবেকে

তত্ত্বমাত্রং নৈব তস্মাদ্বিভিন্নম্ ।

ভাস্কোনাশে ভাতি দৃষ্টাহিতত্ত্বং

রজ্জ্বন্তদ্বিশ্বনাঙ্গস্বরূপম্ ॥ ৩৮৯ ॥

ভ্রান্তিহারা যে পদার্থে যাহা করিত হয়, জ্ঞানোদয় হইলে
সে ভ্রান্ত্যন্তরূপ হইতে পূর্ণক হয় না, যেমন ভ্রান্তিদৃষ্টিদ্বারা
রজ্জু সর্পরূপ হয় এং ভ্রান্তিবিগমে রজ্জুমাত্র রহে, তদ্রূপ
ভ্রান্তিহারা জগৎ-সংসাঃ হয় এং ভ্রান্তিবিগমে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া
থাকে । ৩৮৯ ।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ ।

স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং স্বয়াদভ্যস কিকন ॥ ৩৯০ ॥

এই আত্মাই ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং আত্মাই চরাচর বিশ্ব ;
সুতরাং আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুমাত্র নাই । ৩৯০ ।

অন্তঃ স্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ম্

স্বয়ং পূর্বস্তাৎ স্বয়মেব পশ্চাৎ ।

স্বয়ং হ্রদাচ্যাং স্বয়মগ্ন্যদীচ্যাং

তথোপরিষ্ঠাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ ॥ ৩৯১ ॥

আত্মা অন্তরে, বাহ্যে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে,
উর্দ্ধদেশে, ও অধোদেশে বিদ্যমান । ৩৯১ ।

তরলকেনজমবুধুদাদি

সর্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা ।

চিদেব দেহাদ্যহমন্তনৈতৎ

সর্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্ ॥ ৩৯২ ॥

তরল, কেন, আবর্ত, বিষ ইত্যাদি সমস্ত যেমন একত জল-
মাত্রই হয়, তদ্রূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, এবং অহং আদি সমস্তই
চিন্মাত্র হইয়া থাকে ; সুতরাং একরসস্বরূপ বিশুদ্ধ চিন্মাত্র
আছেন । ৩৯২ ।

সদেবেদং সৰ্বং জগদবগতং বায়ুনসয়োঃ,

সতোহন্ত্রমাস্ত্রোষ পরসীমি স্থিতবতঃ ।

পৃথক্ কিং মৃৎমায়াঃ কলসঘটকুস্তাদ্যবগতং

বদতোষ দ্রাক্ষমহমিতিমায়ামদিরয়া ॥ ৩২৩ ॥

বাক্য ও মন দ্বারা বিদিত এই নিখিল জগৎ সংস্করণ, প্রকৃতির পরসীমাতে স্থিত সেই সং পদার্থ ভিন্ন অস্ত্র কিছুই নাই। কলস ঘট ইত্যাদিরূপ বিদিত পদার্থ কি কখন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয়? অর্থাৎ যেরূপ তাহা সমুদ্রে না, তদ্রূপ মায়ামদিরাধারা মত্ত মনুষ্য অথও চিত্তকে “তুমি আমি” রূপ প্রলাপবচন ব্যক্ত করে। ৩২৩।

ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নান্তদিত্তি শ্রুতিঃ ।

অবীতি বৈতরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃত্তয়ে ॥ ৩২৪ ॥

“কৰ্ম্মকাণ্ড সহ অন্ত্রান্ত্র কিছুই বাহাতে নাই, তিনিই ব্রহ্ম” ইহাই শ্রুতি, মিথ্যা অধ্যাসনাশার্থ ব্রহ্ম বৈতরহিত রূপ ব্যক্ত করেন। ৩২৪।

আকাশবস্মির্শূলনির্কিকল্প-

নিঃসীমনিষ্পন্দননির্কিকারম্ ।

অন্তর্কর্ষিঃ শূন্তমনন্তমবয়ং

স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্ ॥ ৩২৫ ॥

গগনবৎ নির্শূল, নির্কিকল্প, নিঃসীম, নিষ্পন্দ, নির্কিকার, অন্তর্কর্ষিঃশূন্ত, অবয়ব স্বয়ং পরমব্রহ্ম ব্যতীত জ্ঞাতব্য আর কি আছে? ৩২৫।

বক্তব্যং কিমু বিদ্যাতেহত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবং স্বয়ং

ব্রহ্মৈতজ্জগদাপরাম্ সৰলং ব্রহ্মাধিতীয়ং শ্রুতিঃ ।

ত্রৈলোক্যবাহিনীতি প্রবুদ্ধমত্তরঃ সংত্যক্তবাহাঃ ক্ষুণ্টং

অকীভূয় বসন্তি সত্ত্বতুষ্টিদানদ্বাঙ্গনৈতদ্ভবস্ । ৩২৬ ।

হে শিষ্য ! এ বিষয়ে নানারূপ বক্তব্য কি আছে ? জীবই
নিশ্চয় স্বয়ং ব্রহ্ম, পরমাণু পর্য্যন্ত নিখিল এই জগৎ ব্রহ্ম ; কেন না,
“ব্রহ্ম অবিভীকৃত” এইরূপ ঐতি আছে । ব্রহ্মই আমি এই বোধ-
বিশিষ্ট বাহুশব্দার্থভাগী পুরুষেরা । সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া চিরদিন
চিদানন্দরূপে বাস করেন সন্দেহ নাই । ৩২৬ ।

জহি মলময়কোষেহহংঘিরোপাশিতাশাং

প্রসত্তমনিলাকরে লিজদেহেহপি পশ্চাৎ ।

নিগমগদিতমূর্ত্তিং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং

স্বয়মিতি পরিচয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ । ৩২৭ ॥

মলময় স্থল দেহে অহংবুদ্ধিদ্বারা উত্থাপিত আশাকে ধ্বংস
কর, পরে বায়ুরূপ লিজ পরীরহ আশাকে সবলে নাশ করিয়া
বেদপ্রথিতকীৰ্ত্তি, নিত্য, আনন্দমূর্ত্তি ব্রহ্মই আমি, এইরূপ বিদিত
হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে সংস্থিত হও । ৩২৭ ।

শবাকারং যাবত্তজতি মল্লমস্তাবদগুচিঃ

পরেভ্যঃ শ্রাৎ ক্লেশো জননমরণব্যাধিনিলায়ঃ ।

যদাঙ্গানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারমচলং

তদা তেভ্যো মুক্তো ভবতি হি তদাহ ঐতিরপি ॥ ৩২৮ ॥

মল্লম্ যাবৎ শবাকার দেহকে ভজনা করেন, তাবৎ অপবিত্র
থাকেন এবং কামাদি শত্রু হইতে জন্মমৃত্যু-ব্যাধির আগারস্বরূপ
ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু আপনাকে শুদ্ধ অচল শিবস্বরূপ
বিদিত হইলে সেই সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, ঐতিও
ইহা নিরূপণ করিয়াছেন । ৩২৮ ।

স্বাক্ষরোপিতাশেষাভাসবস্তুরাসতঃ ।

স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম্ ॥ ৩৯৯ ॥

আপনার আত্মাতে আরোপিত অশেষ অনর্থ বস্তুর অপসারণ
হইলে পূর্ণ, অদ্বয়, অক্রিয়, পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশিত হন । ৩৯৯ ।

সমাহিতায়াং সতি চিত্তবৃত্তৌ

পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে ।

ন দৃশ্যতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ

প্রজ্ঞানমাত্রঃ পরিশিখ্যতে ততঃ ॥ ৪০০ ॥

নিত্য নির্বিকল্প পরমাত্মা ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তি স্থাপিত হইলে কোন
বিকল্প দৃষ্ট হয় না, তখন বাক্যের কোন কলিতার্থিতা
থাকে না । ৪০০ ।

অসংকল্পো বিকল্পোহয়ং বিব্রমিত্যেকবস্তুনি ।

নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০১ ॥

নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থে জগৎ-
রূপ ভেদজ্ঞান কোথায় ? অতএব এ বিকল্প অসংকল্পনা সন্দেহ
মাই ॥ ৪০১ ।

ব্রহ্মদর্শনদৃশ্যাদিত্যাবশৃষ্টৈকবস্তুনি ।

নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০২ ॥

দর্শনদৃশ্যাদিত্যাববর্জিত, অদ্বয়, নির্বিকার, নিরাকার, বিভেদ-
শূন্য ব্রহ্মপদার্থে ভেদজ্ঞান কোথায় ? ৪০২ ।

কল্পার্ণব ইবাভ্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি ।

নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০৩ ॥

প্রলয়কালীন সাগরের ভায় অভ্যন্ত পরিপূর্ণ, নির্বিকার,
নিরাকার, নির্বিশেষ, ব্রহ্মপদার্থে ভেদজ্ঞান কোথায় ? ৪০৩ ।

ভেদসীৰ তমো বজ্জ প্রলীনং ভ্রান্তিকার গম্ ।

অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নিৰ্বিশেষে ভিন্দা কৃতঃ ॥ ৪০৪ ॥

যেমন তেজে অন্ধকার বিলীন হয়, তজ্জপ যে অন্ধে ভ্রান্তির কারণ লীন হয়, সেই অদ্বিতীয় নিৰ্বিশেষ পরমাত্মাতে ভেদজ্ঞান কোথায় ? ৪০৪ ।

একাক্ষকে পরে তত্ত্ব ভেদবার্ত্ত কথং বনেৎ ।

স্বযুগ্মে স্বখমাত্রায়াং ভেদঃ কেন বিলোকিতঃ ॥ ৪০৫ ॥

একাক্ষরূপ পরব্রহ্মে ভেদকথা কি প্রকারে থাকিতে পারে ? স্বযুগ্ম অবস্থায় স্বখমাত্রাবিশয়ে যে ভেদ, তাহা কে দেখি-
রাছে ? ৪০৫ ।

ন স্থিতি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ

সদাশ্রমি ব্রহ্মণি নিৰ্বিকল্পে ।

কালত্রয়েণাপ্যাহিরীকিতো

ঔপেন হৃদ্বিন্দুর্মুগতৃক্ষিকারাম্ ॥ ৪০৬ ॥

যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প রজ্জুত্ব না হইলে থাকে না এবং মরীচিকাতে দৃষ্ট জলমরীচিকা তত্ত্ববোধ হইলে থাকে না, তজ্জপ পরম তত্ত্ববোধ জন্মিলে নিৰ্বিকল্প সদাশ্রমি ব্রহ্মপদার্থে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়বিচ্ছেদ জগৎ থাকে না । ৪০৬ ।

মায়ানাত্রমিদং দ্বৈতমষ্টৈতৎ পরমার্থতঃ ।

ইতি ক্রতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ স্বযুগ্মাবনুভূয়তে ॥ ৪০৭ ॥

“এই দ্বৈত জগৎ মায়ামাত্র ; উৎকৃষ্ট বস্তু স্বরূপ ব্রহ্মই অদ্বৈত” ইহা শ্রুতিতে লিখিত আছে, ইহার প্রমাণ স্বযুগ্ম দর্শনে অনুভূত হয় । ৪০৭ ।

অনন্তমধিষ্ঠানাদারোপান্ত নিরীক্ষিতম্ ।

পণ্ডিতৈরজ্জুসর্পাদৌ বিকল্প ভ্রান্তির্জীবনং ॥ ৪০৮ ॥

সুধীগণ আধারে আরোপোচিত আধেয় পদার্থসকল অভিন্ন-
রূপে দর্শন করেন, রজ্জ্বাদিতে সর্পাদি আরোপ যেমন ভ্রান্তিহেতু,
তদ্রূপ ব্রহ্মে বিশ্ববিকল্প ভ্রান্তি ব্যতীত অস্ত কিছই নহে । ৪০৮ ।

চিহ্নমুলো বিকলোহয়ং চিত্তাভাবেন কশ্চন ।

অতশ্চিত্তং সমমাধেহি প্রত্যagrূপে পরাস্মিন ॥ ৪০৯ ॥

চিহ্নই এই বিকল্পের মূল, চিত্তের অভাবে কোন বিকল্পই
বিদ্যমান থাকে না, সূতরাং প্রত্যagrূপ পরমাশ্রিতে চিত্ত অর্পণ
কর ॥ ৪০৯ ॥

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং

নিরূপমমতিবেলং নিত্যযুক্তং নিরীহম্ ।

নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং

অদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১০ ॥

সুধী ব্যক্তি সমাধিকালে হৃৎমন্দিরে অনির্কচনীয় নিত্যবোধ
স্বরূপ নিরূপম, নিত্যযুক্ত, নিশ্চেষ্ট, অসীম গগনসম, নিষ্কল,
নির্বিকল্প আনন্দরূপ এক পূর্ণব্রহ্মমাত্র প্রত্যক্ষ করেন ॥ ৪১০ ॥

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাভীতভাবং

সমরসমসমানং মানসং বদ্ধদূরম্ ।

নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্বংপ্রসিদ্ধং

অদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১১ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি সমাধিকালে প্রকৃতির বিকারহীন, অচিন্ত্যভাব,
একরস, অভূল্য, বিগুহ্য, মনোবর্তিবদ্ধন ইহিতে অন্তরিত, বেদবচন

দ্বারা প্রথিত এবং নিত্য অস্মদ্বিধ মানবগণের বিজ্ঞাত পূর্ণব্রহ্মকে
হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেন । ৪১১ ।

অজরমমরমস্তাভাববস্তুরূপং

স্তিমিতসলিলরাশিপ্রথ্যমাখ্যাবিহীনম্ ।

শমিতগুণবিকারং শাস্ততং শাস্তমেকং

হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪.২ ॥

সুখী ব্যক্তি সমাধিকালে অজর, অমর, স্থিরসাগর সদৃশ,
নামরহিত, প্রকৃতিগুণবিকার হইতে নিবৃত্ত, নিত্যশাস্ত, এক
পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে দর্শন করেন । ৪১২ ।

সমাহিতাস্তঃকরণঃ স্বরূপে

বিলোকয়ান্ননমথগুবৈভবম্ ।

বিচ্ছিন্নি বন্ধং ভবগন্ধগন্ধিতং

যয়ন্তন পুংস্বং সফলীকৃকষ ॥ ৪১৩ ॥

হে বৎস ! তুমি স্থিরমনা হইয়া স্বীয় স্বরূপ, পরিপূর্ণ বিতব-
বৃত্ত পরমাত্মা দর্শন কর এবং সবত্রে সংসারগন্ধে গন্ধিত বন্ধন
ছেদন করিয়া পুরুষত্ব সফল কর । ৪১৩ ।

সর্বোপাধিবিবিন্ধুক্তং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ।

ভাবরাস্তানমাস্ত্বহং ন ভয়ঃ কল্পসেহধ্বনে ॥ ৪১৪ ॥

বাবস্তীর উপাধি হইতে বিমুক্ত, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয় আত্মাকে
আপনাতে চিন্তা কর, তাহা হইলে আর পুনরায় সংসারমার্গ
দখিতে হইবে না । ৪১৪ ।

ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্যমানমাত্মাসরূপেণ কলাহুভূত্যা ।

শরীরমাত্মাচ্ছববান্নিরস্তং পুনর্নস্বস্ত ইদং মহাত্মা ॥ ৪১৫ ॥

সহাত্মারা পুরুষের ছায়া ও প্রতিবিম্বের জ্ঞান পরিদৃশ্যমান

কর্মফলস্বরূপ এই দেহকে আত্মাহুতবদ্বারা শবের জ্বাল দূরে
নিষ্ক্ষেপ করেন, পুনর্বার আর তাহার অবস্থা অন্বেষণ
করেন না ॥ ৪১৫।

সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেতা
ভ্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং স্মদূরে।
অথ পুনরপি নৈব স্মর্য্যতাং বাস্তবস্ত-
স্মরণবিষয়ভূতং বন্ধতে কুৎসনায় ॥ ৪১৬ ॥

নিত্য, নির্মল, জ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মাকে সন্মাক্ লাভ করিয়া
এই জড়স্বরূপ উপাধিকে অত্যন্ত দূরে ত্যাগ কর, পুনর্বার ঐ
উপাধিকে স্মরণ করিও না, কেন না, উদ্‌গীর্ণ দ্রব্য স্মৃত হইলে
ঘৃণা জন্মে। ৪১৬।

সমুলমেতং পরিদহ বহৌ সদাঅনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
ততঃ স্ময়ং নিত্যবিগুহবোধানন্দাঅনা তিষ্ঠতি বিদ্বরিষ্টঃ ॥ ৪১৭ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি নির্বিকল্প, সদাঅনি, ব্রহ্মরূপ বহিতে এই
সকল জগৎকে সমূলে দহ করিয়া, সাক্ষাৎ স্ময়ং নিত্য বিগুহ
জ্ঞানানন্দস্বরূপে সংস্থিত থাকেন। ৪১৭।

প্রারকস্মৃজগ্রাথিতং শরীরং
প্রয়াতু বা তিষ্ঠতু গোরিবাস্কৃ।
ন তৎ পুনঃ পশুতি তদ্ববেত্তা
নন্দাঅনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ ॥ ৪১৮ ॥

প্রারক কর্মস্মৃজ দ্বারা নিবদ্ধ এই দেহ থাকুক, বা ধ্বংস হউক,
তদ্বজ্জ যোগী আনন্দাঅনি ব্রহ্মে বিলীনবৃত্তি হইয়া গোকধিরূপ
অণুচি এ দেহকে আর পুনর্দর্শন করেন না। ৪১৮।

অখণ্ডানন্দমাশ্রানং বিজ্ঞায়স্ব স্বরূপতঃ ।

কিমিচ্ছন্ কশ্চ বা হেতোর্দেহং পৃথগতি তদ্বিৎ ॥ ৪১৯ ॥

তদ্বিৎ ব্যক্তি পূর্ণ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে স্বীয় স্বরূপ বিদিত হইয়া, কি স্বেচ্ছাবশে বা কার্য্যকারণ এই দেহকে গোষণ করিবেন ? ৪১৯ ।

সংসিদ্ধশ্চ ফলং ত্বেতজ্জীবন্যুক্তশ্চ যোগিনঃ ।

বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাশ্রয়ি ॥ ৪২০ ॥

সম্যক্ সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবনুক্ত যোগী আপনাতে, বাহ্য দ্রব্যে এবং অন্তরে যে নিত্যানন্দরসের আস্বাদন করেন, তাহাই তাঁহার ফলস্বরূপ । ৪২০ ॥

বৈরাগ্যশ্চ ফলং বোধো বোধস্তোপরতিঃ ফলম্ ।

আনন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষেবোপরতিঃ ফলং ॥ ৪২১ ॥

বৈরাগ্যের ফল জ্ঞান, জ্ঞানের উপরতি, উপরতির অজ্ঞানন্দানুভব এবং অজ্ঞানন্দানুভবের ফল মুক্তি । ৪২১ ।

যত্নরোত্তরাত্যাবঃ পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বশ্চ নিফলং ।

নিবৃত্তিপরমা তৃপ্তিরানন্দোহনুপমঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২২ ॥

উত্তরোত্তরের অভাব হইলে পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব সাধনসমূহ নিফল হয় অর্থাৎ মুক্তি না হইলে প্রকৃত অজ্ঞানন্দরসানুভব হয় না, অজ্ঞানন্দরসানুভব না হইলে ত্যাগ সম্ভবে না, সৰ্ব্বত্যাগ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, জ্ঞানবিহীন বৈরাগ্যও বিফল, স্মৃতরাং আপনা হইতে জাত আনন্দই পরমা তৃপ্তি, তাহারই নাম নিবৃত্তি । ৪২২ ।

দৃষ্টদুঃখেষুহুষোগো বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্ ।

বৎ কৃতং ত্রাস্ত্রিবেলায়াং নানাকৰ্ম্ম জুগুপ্সিতং ।

পশ্চাত্তরো বিবেকেন তৎ কথং কর্ত্তুমর্হতি ? ৪২৩ ॥

তুংখ দর্শনে উদ্বিগ্ন না হওয়া জ্ঞানের প্রকৃত ফল, প্রাপ্তিকালে
মানানির্নিত কার্য্য যে সমস্ত কৃত হয়, তাহা প্রাপ্তি অবসান-
দ্রব্যের স্বরূপনিষ্ঠায় দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কি প্রকারে করিতে
পারে ? ৪২৩ ।

বিদ্যাফলং জ্ঞানসতো নিবৃত্তিঃ

প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষিতম্ ।

তজ্জ্ঞাজ্ঞায়ৈর্ষন্মৃগতৃষিকাদৌ

নো চেষিমাং দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ ॥ ৪২৪ ॥

জ্ঞানের ফল অসৎ হইতে নিবৃত্তি এবং অজ্ঞানের ফল অসতে
প্রবৃত্তি, তাহা তত্ত্ববিৎ ও অজ্ঞের মরীচিকাদিতে দৃষ্ট আছে, তাহা
স্বীকার না করিলে শণ্ডিতগণের ইহা অপেক্ষা দৃষ্টান্তস্থল আর
কি আছে ? ৪২৪ ।

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থেক্বিনাশো যদ্যশেষতঃ ।

অনিচ্ছোর্কিয়য়ঃ কিমু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্ততঃ ॥ ৪২৫ ॥

হে বৎস ! যদি অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে ছিল হয়,
তাহা হইলে অনিচ্ছুক ব্যক্তির বিষয়পদার্থ কি আপনা হইতে
প্রবৃত্তির কারণ হয় ? ৪২৫ ।

বাসনানুদয়ে ভোগ্যে বৈরাগ্যস্ত তদাবধিঃ ।

অহং ভাবোদয়াভাবো বোধস্ত পরমাবধিঃ ।

লীনবৃত্তিরনুৎপত্তির্ম্বায়াদোপরতেন্তু সা ॥ ৪২৬ ॥

যখন ভোগ্যপদার্থে বাসনায় উদয় না হয়, তখনই বৈরাগ্যের
শেষ সীমা । যখন অহংভাবের উদয় না হয়, তখনই জ্ঞানের
শেষ সীমা ; এবং যখন চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মে লীন হইয়া উদয় না হয়,
তখনই উপরতির শেষ সীমা । ৪২৬ ।

ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়া নিম্বুক্তবাহ্যার্থবী-

রজ্ঞাবেদিতভোগ্যভোগকলনী নিদ্রালুব্ধালবৎ ।

ঋণালোকিতলোকবর্জগদ্বিদং পশুন্ কচিল্লজ্বী-

রাস্তে কশিচিদনন্তপুণ্যফলভৃগ্ ধত্তঃ স মাত্তো ভুবি ॥ ৪২৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে নিরন্ত থাকিয়া বাহ্য বিষয়ে বুদ্ধি
ত্যাগ করত নিদ্রিতবৎ নিদ্রাগুক্তের স্থায় ও বাণকের স্থায় অস্ত্র
কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া ভোগ্যপদার্থ ভোগ করেন । বিশেষতঃ
ঋণদৃষ্ট লোকের স্থায় এই জগৎকে দর্শন করতঃ কখন লব্ধবুদ্ধি
ঠইয়া অনন্ত পুণ্যফল ভোগ করেন, স্ততরাং লোকে তিনিই ধত্ত
ও জগন্নাথ । ৪২৭ ।

স্থিতপ্রজ্ঞো যতিবরঃ যঃ সদানন্দমধুকে ।

ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্বিকারো বিনির্জিয়ঃ ॥ ৪২৮ ॥

যিনি ব্রহ্মে বিলীনচিত্ততা হেতু নির্বিকার নিজির হইয়া
নিত্যানন্দ-সুখানুভব করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ যতি । ৪২৮ ।

ব্রহ্ম অনোঃ শোধিতরোরেকভাবাবগাহিনী ।

নির্বিকল্পঃ চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে ॥ ৪২৯ ॥

সুধীগণ, পরমাত্মা জীবা আরা শোধিত একভাবপ্রাপিকা বিকল্প-
রহিত চিন্মাত্রবৃত্তিকেই প্রজ্ঞা বলিয়া থাকেন । ৪২৯ ।

স্থস্থিতামৌ ভবেদ্যস্ত স্থিতপ্রজ্ঞঃ স উচ্যতে ।

যস্ত স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্তানন্দো নিরন্তরঃ ।

প্রপঞ্চে বিশ্বতপ্রায়ঃ স জীবমুক্ত ইহ্যতে ॥ ৪৩০ ॥

ঐ প্রজ্ঞা সুন্দররূপে ব্রহ্মে স্থিত হইলেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে ।
ঐহার প্রজ্ঞা নিশ্চল ও ঐহার নিত্যানন্দ আছে, যিনি প্রপঞ্চ
বিশ্বতপ্রায়, তিনিই জীবমুক্ত । ৪৩০ ।

লীনধীরপি জাগৰ্ভি যো জাগ্রদ্ব্যবৰ্জিতঃ ।

বোধো নিকাসনো যন্ত স জীবমুক্ত ইয্যতে ॥ ৪০১ ॥

যিনি ব্রজে বুদ্ধি বিলীন করত জাগ্রদ্ব্যবহীন হইয়াও জাগ-
রিত থাকেন এবং যাহার চিত্ত বিষয়বাসনা হইতে নিম্পৃহ,
তিনিই জীবমুক্ত । ৪০১ ।

শাস্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিকলঃ ।

যন্ত চিত্তং বিনিশ্চিতং স জীবমুক্ত ইয্যতে ॥ ৪০২ ॥

ভবদোষ যাহার প্রশাস্ত হইয়াছে, যিনি কলাযুক্ত হইয়াও
নিকল এবং যাহার চিত্ত চিন্তাশূন্ত, তিনিই জীবমুক্ত । ৪০২ ।

বর্তমানেহপি দেহেহস্মিন্ ছায়াবদনুবর্তিনি ।

অহন্তামমভাবো জীবমুক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪০৩ ॥

যিনি শরীরে বর্তমান থাকিয়াও ছায়ার ছায় অঙ্গগমনকারী
এই দেহে অহং ও মমত্ব-ভাবশূন্ত, তিনিই জীবমুক্ত । ৪০৩ ।

অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্ ।

ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তং জীবমুক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪০৪ ॥

অতীত বিষয়ের অনুসন্ধান না করা, ভবিষ্যৎ বিষয়ের অবিচারণা
এবং সৰ্ব্ববিষয়ে বিরাগভাবই জীবমুক্তের চিহ্ন । ৪০৪ ।

গুণদোষবিশিষ্টেহস্মিন স্বভাবেন বিলক্ষণে ।

সৰ্ব্বত্র সমদর্শিত্বং জীবমুক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪০৫ ॥

গুণদোষযুক্ত স্বভাব হইতে বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট এবং জগতে
নিখিল বস্তুতে সমদর্শিতা জীবমুক্তের চিহ্ন । ৪০৫ ।

ইষ্টানিষ্টার্থসংপ্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াশ্রয়ি ।

উভয়দ্রাবিকারিভ্যং জীবমুক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৩৬ ॥

ইষ্টবিষয় বা অনিষ্টবিষয় সম্যক্ প্রাপ্তি হইলেও সমদর্শিতা-
দ্বারা আপনাতে ইষ্টবিষয়ে বা অনিষ্ট বিষয়ে বিকৃতভাব না
হওয়াই জীবমুক্তের চিহ্ন । ৪৩৬ ।

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ ।

অন্তর্কর্ষিরবিজ্ঞানং জীবমুক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৩৭ ॥

যোগীর ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে আসক্তচিত্ততানিবন্ধন অন্তর ও
বাহ্যবিষয়জ্ঞানের অভাবই জীবমুক্তের চিহ্ন । ৪৩৭ ।

দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্তব্যে মমাহংভাববর্জিতঃ ।

ঔদাসীত্যেন যন্তিষ্ঠেৎ স জীবমুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদিতে কর্তব্যকর্মে “আমি আমার” এভরূপ ভাব-
শূন্য হইয়া ঔদাস্যভাবাবলম্বন করত যিনি যোগে অবস্থান করেন,
তিনিই জীবমুক্ত । ৪৩৮ ।

বিজ্ঞাত আশ্রনো যন্ত ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতৈর্কলাৎ ।

ভববন্ধবিনির্মুক্তঃ স জীবমুক্ত লক্ষণঃ ॥ ৪৩৯ ॥

বেদবিদ্যাবলে নিজ ব্রহ্মভাব বিদিত হইয়া যিনি ভবপাশ
হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই জীবমুক্ত । ৪৩৯ ।

দেহেন্দ্রিয়ৈর্ষহংভাব ইদংভাবস্তদন্তঃক ।

যন্ত নো ভবতঃ কাপি স জীবমুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৪০ ॥

তোমার দেহ ও ইন্দ্রিয়ে কদাচ অহংভাব যুক্তিযুক্ত
নহে এবং তদ্ব্যতীত বস্তুতে ইদংভাবও অসঙ্গত, সুতরাং
তুমিও জীবমুক্ত । ৪৪০ ।

ন প্রত্যগ্ভ্রক্ষণা ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ ।

প্রজ্ঞায় যো বিজ্ঞানিতি স জীবমুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৪১ ॥

যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য এবং ব্রহ্ম ও
সৃষ্টির ভেদ কোনপ্রকারে বিদিত নহেন, তিনি জীবমুক্ত । ৪৪১ ।

সাধুভিঃ পূজ্যমানেহস্মিন্ পীড়্যমানেহপি হৃজ্জনৈঃ ।

সমভাবো ভবেদ্যস্য স জীবমুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৪২ ॥

যে ব্যক্তি সাধুগণ কর্তৃক পূজ্য হইলে বা অসাধু কর্তৃক পীড়্য-
মান হইলে উভয়ত্র সমভাবে থাকেন, তিনিই জীবমুক্ত । ৪৪২ ।

যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিতা

নদীপ্রবাহা ইব বারিরাশৌ ।

লীনন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়া-

মুৎপাদয়ন্ত্যেয যতির্কিমুক্তঃ ॥ ৪৪৩ ॥

যে যতির বিষয় সকল দীর্ঘকর্তৃক প্রে্ষিত হইয়া প্রবেশ
পূর্বক সাগরে নদীপ্রবাহবৎ শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বোধে লয় পায়, এবং
সাহার সম্বন্ধে বিকারসমূহ আর পুনরুদ্ভূত না হয়, তিনিই বিমুক্ত
যোগী । ৪৪৩ ।

বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্বং ন সংশ্ৰুতিঃ ।

অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবো বহির্মুখঃ ॥ ৪৪৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিজ্ঞাত ব্যক্তির পূর্বের ন্যায় আর সংসার হয় না,
হইলেও তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ বিদিত নহেন, অতএব তাঁহার
নির্বিশেষ তন্ময়তা হয় নাই । ৪৪৪ ।

প্রাচীনবাসনাবেগাদসৌ সংসরতীতি চেৎ ।

ন সদেকত্ববিজ্ঞানান্মন্দীভবতি বাসনা ॥ ৪৪৫ ॥

পূর্ববাসনাবলে ঐ ব্যক্তি সংসার লাভ করে, যদি ইহা স্বীকার

কর, তাহা হইলেও ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্ব অনুভবজন্য
পূর্ববাসনা বিকারী হয় না। ৪৪৫।

অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি।

তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীয়িণঃ ॥ ৪৪৬ ॥

যেমন অত্যন্ত কামার্ভ ব্যক্তিরও বাসনারূপিত জননীতে কুণ্ঠিতা,
তদ্রূপ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিদিত হইলে সুধী ব্যক্তিরও
বাসনারূপিত কুণ্ঠিতা হয় না। ৪৪৬।

নিদিধ্যাসনশীলস্য বাহুপ্রত্যয় ইষ্যতে।

ত্রবীতি শ্রুতিরেতস্য প্রারন্ধফলদর্শনাৎ ॥ ৪৪৭ ॥

নিদিধ্যাসনযুক্ত যোগীর বাহুবলজ্ঞান দৃষ্ট হয়; কারণ, উক্ত
যোগীর প্রারন্ধকর্মফল দর্শন হইতেছে, এইরূপ শ্রুতি আছে। ৪৪৭।

সুখাদ্যানুভবো যাবন্তাবৎ প্রারন্ধমিষ্যতে।

ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্বো নিষ্ক্রিয়ো ন হি কুত্রচিৎ ॥ ৪৪৮ ॥

যাবৎ সুখ-দুঃখাদি অনুভব হয়, তাবৎ সুধীগণ প্রারন্ধ স্বীকার
করেন; কেননা কর্মজন্তই প্রারন্ধফলের উদয় হয়, নিষ্ক্রিয়স্থানে
ফলোদয় অসম্ভব হয় না। ৪৪৮।

অহংব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জিতম্।

সঙ্কিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্মবৎ ॥ ৪৪৯ ॥

যে রূপ জাগরণে স্বপ্নকৃত শত শত কর্ম ধ্বংস পায়, তদ্রূপ আমি
ব্রহ্ম এই জ্ঞান দ্বারা শতকোটি-কল্পকৃত সঙ্কিত কার্য্য ধ্বংস
প্রাপ্ত হয়। ৪৪৯।

যৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুষণম্।

সুপ্তোখিতস্য কিং তৎ স্যাৎ ? স্বর্গায় নরকায় বা ॥ ৪৫০ ॥

স্বপ্নাবস্থায় সুপ্তে পুণ্য বা পাপ যাহা করা যায়, তাহা কি
সুপ্তোখিত ব্যক্তির স্বর্গ বা নরকের হেতু হয়? ৪৫০।

স্বমসঙ্গমুদাসীনঃ পরিজ্ঞায় নভো যথা ।

ন শ্লিষ্যতি চ যৎ কক্ষিৎ কদাচিদ্ভাবিকর্ষতিঃ ॥ ৪৫১ ॥

গগনবৎ অসঙ্গ ও উদাসীনস্বরূপ আপনাকে বিদিত হইয়া
আত্মজ্ঞ অনাগত কার্য্য কদাচ কোন অকক্ষিৎকর পদার্থে সম্বন্ধ
হয় না । ৪৫১ ।

ন নভো ঘটযোগেন সুরাগন্ধেন লিপ্যতে ।

যথাঔপাধিযোগেন তদ্বৈশ্বৈনৈব লিপ্যতে ॥ ৪৫২ ॥

যেমন আকাশ ঘটযুক্ত মদ্যগন্ধদ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা
উপাধিযুক্ত হইয়াও উপাধিধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত নহেন । ৪৫২ ।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারকং কর্ষজ্ঞানায় নশ্যতি ।

অদ্বৈত স্বকলং লক্ষ্যমুদ্दिश्यোৎসৃষ্টবাণবৎ ॥ ৪৫৩ ॥

জ্ঞানোদয়ের অগ্রে আরক অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বীয় ফল প্রদান
না করিয়া জ্ঞান হইতে নষ্ট হয় না, কারণ, লক্ষ্য উদ্দেশ্যে ত্যক্ত
শর লক্ষ্য বিদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না । ৪৫৩ ।

ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্ম্মুক্তো বাণঃ পশ্চাত্তু গোমতৌ ।

ন তিষ্ঠতি ছিন্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্ ॥ ৪৫৪ ॥

ব্যাঘ্রবুদ্ধিতে নির্ম্মুক্ত শর পশ্চাৎ গো-জ্ঞান জন্মিলে যেমন নিবৃত্ত
না হইয়া আত্যন্তিক বেগভরে লক্ষ্য ভেদ করে, তদ্রূপ প্রারক
জ্ঞানোদয় হইলেও নিবৃত্ত না হইয়া নিধ ফল প্রদান করে । ৪৫৪ ।

প্রারকঃ বলবত্তরঃ খলুবিদাঃ ভোগেন তস্য ক্ষয়ঃ

সম্যগ্জ্ঞানহতাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্ক্ষিতাগামিনাম্ ।

ব্রহ্মাত্মৈক্যমবেক্ষ্য তন্ময়তয়া য়ে সর্ব্বদা সংস্থিতা-

স্তেবাং তল্লিয়তয়ং নহি কচিদপি ব্রহ্মৈব তে নিশ্চরণম্ ॥ ৪৫৫ ॥

প্রারক নিশ্চয় একান্ত বলবৎ, সুধীগণের সম্বন্ধে এই প্রারক

ভোগদ্বারা ক্ষয় পায় এবং সম্যগ্জ্ঞানরূপ বহ্নি পূৰ্ণসঞ্চিত বা
ভাবী কর্ম সকল ক্ষয় পায় ; কিন্তু বাঁহারা ব্রহ্মে স্বীয় একত্ব
বিদিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে নিয়ত স্থিতি করেন, তাঁহারা নিগুণ
ব্রহ্মই হন ; সুতরাং তাঁহাদিগের কর্মফলভোগ কদাচ সম্ভবপর
হয় না। ৪৫৫।

উপাধিতাদাত্ত্যবিহীন-কেবল-

ব্রহ্মান্ননৈবাত্মনি তিষ্ঠতো মুনৈঃ।

প্রারক্সস্তাবকথা ন যুক্তা।

স্বপ্নার্থসম্বন্ধকথৈব জাগ্রতঃ ॥ ৪৫৬ ॥

উপাধি ও উপাধিধর্মশূন্য, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আপনাতে
অবস্থিতিকারী জাগরণবান্ মুনির স্বপ্নালোকিত-বিষয়ক কথার
জ্ঞান কথার প্রারক্সসংক্রান্ত কথা সঙ্গত হয় না। ৪৫৬।

ন হি প্রবুদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে

দেহোপযোগিত্বপি চ প্রপঞ্চে।

করোত্যহস্তাং মমতামিদস্তাং

কিন্তু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরণে ॥ ৪৫৭ ॥

জাগরিত যোগী প্রতিবিস্তৃত শরীরে ও দেহের উপযুক্ত কারণ-
প্রপঞ্চে অহংবুদ্ধি ও মমতা এবং ইদংবুদ্ধ্যাদি করেন না, পরন্তু
জাগরণদ্বারাই স্বয়ং স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। ৪৫৭।

ন তস্য মিথ্যার্থসমর্থনেচ্ছা

ন সংগ্রহস্তজ্জগতোহপি দৃষ্টেঃ।

ভজাতু বৃত্তির্যদি চেন্মুখার্থে

ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীবাতে ক্রবন্ ॥ ৪৫৮ ॥

সেই জাগরিত যোগীব্যক্তির মিথ্যা বিষয়ের প্রাপ্তি-বাসনা

এবং মিথ্যা জগতের নিত্যতাক্রপ স্বীকারও লক্ষিত হয় না, কিন্তু যিনি এ সমস্ত বিষয়ে অমুরাগী হন, তিনি কদাচ মায়াবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হন না । ৪৫৮ ।

তদ্বৎ পরে ব্রহ্মণি বর্তমানঃ

সদাশূনা তিষ্ঠতি নাশ্চদৌক্ষতে ।

স্মৃতিৰ্যথা স্বপ্নবিলোকিতার্থে

তথাবিদঃ প্রাশনমোচনাদৌ ॥ ৪৫৯ ॥

পরব্রহ্মে স্থিত পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, অশ্রু কিছুই দর্শন করেন না, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে যেমন স্মৃতির উদয় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীব্যক্তির আহার ও মলমূত্রাদি ত্যাগবিষয়ে স্মৃতির উদয় হয় । ৪৫৯ ।

কৰ্ম্মণা নির্ম্মিতো দেহঃ প্রারকঃ তস্য কল্পতাম্ ।

নানাদেহাশূনো যুক্তঃ নৈবাত্মা কৰ্ম্মনিৰ্ম্মিতঃ ॥ ৪৬০ ॥

দেহ কৰ্ম্মদ্বারা জাত হয়, দেহের প্রারক কল্পিত হয় হউক, কিন্তু অনাদি আত্মার অনিত্য প্রারক সম্ভব নহে, কেন না, আত্মা কৰ্ম্মদ্বারা জাত হন না । ৪৬০ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ততচ্চ ক্রতে শ্রুতিরমোঘবাক্ ।

তদাশূনা তিষ্ঠতোহস্য কুতঃ প্রারককল্পনা ॥ ৪৬১ ॥

আত্মা জন্মশূন্য, নিত্য, নিত্যসিদ্ধ এই অব্যর্থবাক্য শ্রুতিতে লিখিত আছে, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতিকারী ব্যক্তির প্রারক কল্পন কোথায় ? । ৪৬১ ।

প্রারকঃ সিধ্যতি তদা যদা দেহাশূনা স্থিতিঃ ।

দেহাশূন্যভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারকঃ তাজ্যতা মতঃ ॥ ৪৬২ ॥

যাবৎ দেহস্বরূপে অবস্থিতি হয়, তাবৎ প্রারক প্রমাণীকৃত হয় :

এ হেতু দেহে আয়তাব ইষ্ট নহে, অতএব হে শিষ্য! প্রারক
বিচার কর। ৪৬২ ।

শরীরস্তাপি প্রারককল্পনা ভ্রান্তিরেব হি ।

অধ্যস্তশ্চ কুতঃ সত্ত্বম্ অসত্যশ্চ কুতো জনিঃ ॥ ৪৬৩ ॥

এই দেহের যে প্রারককল্পনা, তাহাও ভ্রমমূলক, কারণ, কল্পিত
বস্তুর সত্তা কোথায় ? এবং অসত্যের উদ্ভবই বা কোথায় ? ৪৬৩ ।

অজাতস্য কুতো নাশঃ ? প্রারকমসতঃ কুতঃ ? ।

জ্ঞানেনাজ্ঞানকার্যস্য সমূলস্য লয়ো যদি ॥ ৪৬৪ ॥

যদি জ্ঞানদ্বারা মূলের সহিত অজ্ঞানকার্যের নাশ হয়, তবে
অনুৎপন্ন আত্মার ধ্বংস কোথায় ? এবং জড়বর্ণের প্রারকই
বা কোথায় ? ৪৬৪ ।

তিষ্ঠত্যয়ং কথং দেহ ইতি শঙ্ক্যবতো জড়ান্ ।

সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারকং বদতি ঋতিঃ ।

ন তু দেহাদিসত্যাববোধনায় বিপশ্চিতাম্ ॥ ৪৬৫ ॥

এই দেহ কিপ্রকারে অবস্থিত হয়, এই আশঙ্ক্যযুক্ত অজ্ঞগণের
বোধের জন্য বাহ্যবস্তুর দ্বারা ঋতিপ্রারক স্বীকার করেন, কিন্তু
সুধীবর্ণের সন্দেহে শরীরাদির সত্যতাজ্ঞানার্থে যে ঋতিপ্রারক
স্বীকার করেন. তাহা নহে। ৪৬৫ ।

পরিপূর্ণমনাদ্যন্তনপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্ ।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৬ ॥

অনাদি অনন্ত অসীম অবিকৃত অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ একমাত্র
ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অপর নানাবিধ কিছুই নাই। ৪৬৬ ।

সদ্বনং চিদ্বনং নিত্যমানন্দধনমক্রিয়ম্ ।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৭ ॥

সদ্বন চিন্দন নিত্য আনন্দধন অক্ৰিয় একমাত্র অদ্বিতীয়
ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অন্য কিছুই নাই । ৪৬৭ ।

প্রত্যগে রূপং পূর্ণমনস্তং সৰ্ব্বতোমুখম্ ।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৮ ॥

প্রত্যকু একরূপপূর্ণ অনন্ত সৰ্ব্বতোমুখ একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই
এই জগতে বিদ্যমান, অপর নানাবিধ কিছুই নাই । ৪৬৮ ।

অহেয়মভূপাদেয়মনাদেয়মনাশ্রয়ম্ ।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৯ ॥

অত্যাভ্য ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ অগ্রহণীয় নিরাশ্রয় একমাত্র অদ্বয়
ব্রহ্মই জগতে বিদ্যমান, অত্ন নানাবিধ কিছুই নাই । ৪৬৯ ।

নিগুণং নিবলং সূক্ষ্মং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্ ।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭০ ॥

নিগুণ নিবল সূক্ষ্ম নির্বিকল্প নিরঞ্জন একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই
এই জগতে বিরাজিত, অত্ন নানাবিধ কিছুই নাই । ৪৭০ ।

অনিরূপ্যস্বরূপং যন্মনোবাচানগোচরম্ ।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭১ ॥

অনিরূপণীয়লক্ষণ বাক্যমনের অগোচর একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই
এই জগতে বিদ্যমান, অত্ন নানাবিধ কিছুই নাই । ৪৭১ ।

সৎ সমৃদ্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্ ।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭২ ॥

সৎস্বরূপ সাতিশয় আনন্দময় স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধবোধরূপ অভূত
একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান ; অত্ন নানাবিধ
কিছুই নাই । ৪৭২ ।

নিরন্তরাগা নিরপান্তভোগাঃ

শাস্তাঃ সূদাস্তা যতনো মহাস্তাঃ ।

বিজ্ঞায় তত্ত্বং পরমে তদন্তে

প্রাপ্তাঃ পরাঃ নিবৃত্তিমান্নবোগাৎ ॥ ৪৭৩ ॥

শ্যক্তানুরাগ নিবৃত্তভোগ মনোহর শমগুণযুক্ত ও দমগুণবান্ মহাত্মা যোগীগণ এই প্রত্যক্ষ পরমতত্ত্ব বিদিত হইল আন্বযোগ-
দ্বারা পরমশাস্তি লাভ করেন । ৪৭৩ ।

ভবানপীদং পরতত্ত্বমাত্মনঃ

স্বরূপমানন্দঘনং বিচার্য্য ।

বিধুয় মোহং স্বমনঃপ্রকলিতং

মুক্তং কৃতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ ॥ ৪৭৪ ॥

তুমিও এই নিবিড় আনন্দস্বরূপ পরমতত্ত্বকে নিজ স্বরূপ
অবিচারকরতঃ আপন মনঃকলিত মোহ বিসর্জন দিয়া বোধ-
বান্ ও বিমুক্ত হইয়া চরিতার্থ হও । ৪৭৪ ।

সমাধিনা সাধুবিনিশ্চলায়না

পশ্চাদ্ভ্রতত্ত্বং ক্ষুটীবোধচক্ষুযা ।

নিঃসংশয়ং সম্যগবেক্ষিতশ্চে-

চ্ছতঃ পদার্থো ন পুনর্কিকল্পতে ॥ ৪৭৫ ॥

মনোহর স্থির মনঃ দ্বারা এবং জ্ঞাননেত্রপ্রকাশের কারণস্বরূপ
সমাধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব দর্শন কর, কেন না, শ্রুতবস্তু যদ্যপি সম্যক্
অবলোকিত হয়, তাহা হইলে আর পুনর্বার তাহাতে বিকল্প-
সংশয়াদি সম্ভবে না । ৪৭৫ ।

স্বশ্রাবিদ্যাবদ্ধসম্বন্ধমোক্ষাৎ

মত্যজ্ঞানানন্দরূপাত্মলকৌ ।

শাস্ত্রং যুক্তির্দেশিকোক্তিঃ প্রমাণং

চাস্তঃসিদ্ধাঃ স্বানুভূতিপ্রমাণম্ ॥ ৫৭৬ ॥

আপনার অবিন্যাসরূপ বন্ধন বিমোচন হইলে, সত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মার লাভবিধয়ে, শাস্ত্রযুক্তি, গুরুরূপদেশ এবং অভ্যস্তরে নিম্পন্ন আত্ম-অনুভব এই সমস্তই তাহার প্রমাণস্বরূপ হয় ॥ ৪৭৬ ॥

বন্ধো মোক্ষশ্চ তৃপ্তিশ্চ চিন্তারোগ্যাস্থখাদয়ঃ ।

স্বেনৈব বেদ্যা যজ্ঞজ্ঞানং পরেযামানুমানিকম্ ॥ ৪৭৭ ॥

বন্ধ, মোক্ষ, সন্তোষ, চিন্তা, নীরোগিতা, ক্ষুধা ইত্যাদি এবং অত্যন্তকালের অনুমানসম্বন্ধীয় জ্ঞান, সকলই স্বকর্তৃকই সুবিজ্ঞেয় । ৪৭৭ ।

তটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ো যথা ।

প্রজ্ঞয়েব তরেদিদানীশ্বরানুগৃহীতয়ঃ ॥ ৪৭৮ ॥

গুরুগণ সন্নিহিত হইয়া বেদের নায় শিষ্যবর্গের জ্ঞান জন্মাইয়া দেন, আত্মজ্ঞ শিষ্য ঈশ্বরানুগৃহীত বুদ্ধিদ্বারা সংসার উদ্ধীর্ণ হন । ৪৭৮ ।

স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডিতম্ ।

সংসিদ্ধঃ সমুখং তিষ্ঠেৎ নির্বিকল্পাত্মনাত্মনি ॥ ৪৭৯ ॥

নিজে স্বকীয় অনুভবদ্বারা অখণ্ডিত আত্মাকে বিদিত হইয়া সম্যক্ সিদ্ধিলাভ পূর্বক নির্বিকল্পচিত্তে আত্মাতে আনন্দে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪৭৯ ॥

বেদাস্তঃসিদ্ধাস্তনিরুক্তিরেবা

ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ ।

অথগুরুপস্থিতির্যেব মোক্ষা

একাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৮০ ॥

বেদান্তের সিদ্ধাস্তবচন এই যে, জীবই ব্রহ্ম এবং সমস্ত জগৎও ব্রহ্ম, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে যে স্থিতি, তাহাই মোক্ষ, এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণস্থল । ৪৮০ ।

শ্রীগুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণং

পরমবগম্য সতত্বমাত্মযুক্ত্য ।

প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা

কচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠতোহভূৎ ॥ ৪৮১ ॥

সেই শিষ্য এইপ্রকার বচন, শ্রুতিপ্রমাণ ও আত্মযুক্তিদ্বারা পরমতত্ত্ব বুঝিয়া জিতেশ্রিয় ও পবিত্রমনা হইলেন এবং আত্মনিষ্ঠাক্রমে যোগাবসরে নিশ্চলদেহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ৪৮১ ।

কক্ষিৎ কালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্ ।

ব্যুত্থায় পরমানন্দাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৮২ ॥

ক্ষণকাল পরব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করিয়া পরে উত্থিত হইয়া অত্যন্ত সুখবোধ হেতু গুরুকে বলিলেন । ৪৮২ ।

বুদ্ধির্কিন্ধনষ্ঠা গলিতা প্রবৃন্তি-

ক্লৃদ্ধাত্মানোরেকতয়াহধিগতা ।

ইদং ন জানেহপ্যানিদং ন জানে

কিঞ্চা ? কিঞ্চা ? সুখমশ্রু পারম্ ॥ ৪৮৩ ॥

ব্রহ্ম ও জীব এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞানদ্বারা আমার বিষয়বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, প্রবৃন্তিও নিবৃন্তিগত ; স্মৃতরাং আমি ইদংবাচ্য বস্তু জানিতেছি না এবং ইদং ব্যতীত পদার্থবাচ্যও জানিতেছি না, ইহাতে যে কি পর্যাঙ্কে আনন্দ ও এই সুখের শেষদীপ্য যে কি সুখ, তাহাও বুঝিতেছি না । ৪৮৩ ।

বাণ বজ্রুমশ্যামেব মনসা মন্তং ন বাস্পাদ্যাতে

স্বানন্দামৃতপূরপূরিতপরব্রহ্মাষুধৈর্কৈভবঃ ।

অন্তোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবঃ তজ্জন্মে মনো

যন্তাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দান্ননা নিবৃতিম্ ॥ ৪৮৪ ॥

পরমানন্দময় অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্মরূপ সাগরের মহিমা
শ্রাক্যদ্বারা বর্ণনাতীত এবং মন দ্বারাও মনন করা যায় না, যেমন
সাগরজলে পতিত বর্ষোপল জলযুক্ত হইয়া তজ্জলাংশের অংশকণাতে
বিলীনহেতু মহত্ব ভাবকে পায়, সেইরূপ ব্রহ্মসাগরের অমৃতরূপ
জলাংশের অংশকণাতে মিলিত আমার চিত্তরূপ উপল, তন্ময়তাব
লাভ করিয়া অধুনা সদানন্দস্বরূপে আনন্দিত হইয়াছে । ৪৮৪ ।

ক গতং ? কেন বা নীতং ? কুত্র লীনমিদং জগৎ ?

অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং ? মহদভুতম্ ॥ ৪৮৫ ॥

এই জগত কোথায় গেল, কে গ্রহণ করিল এবং কোন্ স্থানেই
বা লয় পাইল ? সে জগৎ এই ক্ষণমাত্র পূর্বে দেখিলাম, সেই জগৎ
পরক্ষণে নাই ! অতএব ইহা অতি বিচিত্র কৌশল । ৪৮৫ ।

কিং হেয়ং ? কিমুপাদেয়ং ? কিমত্মং ? কিং বিলক্ষণম্ ।

অখণ্ডানন্দপীযুষ-পূর্ণে ব্রহ্মমহার্গবে ॥ ৪৮৬ ॥

অখণ্ড আনন্দস্বরূপ সুধাপূর্ণ ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে ত্যাজ্য বা
কি ? গ্রাহ্যই বা কি ? সামান্য বা কি ? অসামান্যই বা কি ? ৪৮৬ ॥

ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্যাহম্ ।

স্বায়মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ ॥ ৪৮৭ ॥

আমি এই ব্রহ্মরূপ মহাসাগরে কিছুই দেখিতেছি না ও কিছুই
শুনিতেছি না, কিছুই জানিতেছি না, সদানন্দস্বরূপ নিজ আত্মা
দ্বারা বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া আছি ॥ ৪৮৭ ॥

নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে

বিমুক্তসঙ্কার সঙ্কৃতমায় ।

নিত্যাঙ্গয়ানন্দরসস্বরূপিণে

ভূম্নে সদাহপারদয়াষু ধাম্নে ॥ ৪৮৮ ॥

মহাত্মা মুক্তসঙ্গ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিত্য অঙ্গয় আনন্দরসস্বরূপ
মহিমাযুক্ত নিয়ত অপরিসীম দয়াকরূপ জলের আশ্রয়স্বরূপ গুরু আপ-
নাকে মুহূর্নুহঃ প্রণাম করি। ৪৮৮ ।

যৎকটাক্ষশশি-সাত্ত্ব-চন্দ্রিকা-

পীতধূতভবতাপজশ্রমঃ ।

প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবা-

নন্দমাত্মপদমঙ্গয়ং ক্ষণাৎ ॥ ৪৮৯ ॥

বাঁহার ক্ষণিক দর্শনরূপ নিবিড় চন্দ্রিকাপানদ্বারা আমি সংসার-
জন্য কষ্ট দূর করিয়া ক্ষণকালমধ্যে অখণ্ড ঐশ্বর্য্য আনন্দস্বরূপ
অঙ্গর ব্রহ্মপদ পাইলাম, তাঁহাকে নমস্কার । ৪৮৯ ।

ধত্তোহহং কৃতকৃত্যোহহং বিমুক্তোহহং ভবগ্রহাৎ ।

নিত্যানন্দস্বরূপোহহং পূর্ণোহহং হৃদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৯০ ॥

আমি ধত্ত, আমি কৃতকৃত্য, আমি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত,
আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, আমি ভবদীর্ঘ প্রসাদে অদ্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ
হইলাম । ৪৯০ ।

অসঙ্কোহহমনস্কোহহমলিঙ্কোহহমভঙ্গুরঃ ।

প্রশান্তোহহমনস্তোহমমলোহহং চিরন্তনঃ ॥ ৪৯১ ॥

আমি অসঙ্গ, আমি দেহহীন, আমি স্ত্রীত্বপুংস্ক্রীত্বত্বচিহ্ন ।

আমি অনশ্বর, অতিশান্ত, অনন্ত, অমল ও চিরস্থায়ী । ৪৯১ ।

অকর্ত্তাহমকোক্তাহমবি কারোহমক্রিয়ঃ ।

শুদ্ধবোধস্বরূপোহহং কেবলোহং সদাশিবঃ ॥ ৪৯২ ॥

আমি অকর্ত্তা, অতোক্তা, অবিকারী, অক্রিয় শুদ্ধবোধস্বরূপ
ও কেবল সদাশিব । ৪৯২ ।

দ্রষ্টুং শ্রোতুর্সক্তুঃ কর্ত্তুর্ভোক্তুর্কিভিন্ন এবাহম্ ।

নিত্যানিরন্তরনিক্রিয়ো নিঃসীমাসঙ্গপূর্ণবোধাত্মা ॥ ৪৯৩ ॥

আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, কর্ত্তা, ভোক্তা ইহিতে পৃথক, নিত্য
সৰ্ব্বদা অসীম, নিঃসঙ্গ ও পূর্ণবোধস্বরূপ । ৪৯৩ ।

নাহমিদং নাহমদোহপ্যভয়োরবভাসকং পরং শুদ্ধম্ ।

বাহ্যভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৪ ॥

আমি ইদংশব্দবাচ্য নহি, অদস্ শব্দবাচ্য নহি, আমি এ উভয়ের
প্রকাশক, শুদ্ধ, বাহ্যভ্যন্তরহীন, পূর্ণ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম । ৪৯৪ ।

নিরুপমমনাদিতত্ত্বং ত্বমহমিদমদ ইতি কল্পনাদূরম্ ।

নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৫ ॥

আমি অরূপম অনাদি তত্ত্বস্বরূপ এবং “তুমি, আমি ইহা, উহা”
ইত্যাদি কল্পনার দূরস্থ, নিত্যানন্দ, একরসরূপ, সত্য, অদ্বিতীয়ব্রহ্ম ৪৯৫
নারায়ণোহহং নরকান্তকোহহং

পুরাস্তকোহহং পুরুষোহহমীশঃ ।

অখণ্ডবোধোহহমশেষসাক্ষী

নিরীক্ষরোহহং নিরহঙ্ক নিৰ্ম্মমঃ ॥ ৪৯৬ ॥

আমি নারায়ণ, নরকহারক, পুরাস্তক, পুরুষ, ঈশ্বর, অখণ্ড-
বোধস্বরূপ অশেষসাক্ষী, নিরীক্ষর, নিরহঙ্কার ও মমতাহীন । ৪৯৬ ।

সতের্শস্তু ভূধেহমেব সংস্থিতো,

জ্ঞানান্ননাস্তর্কহিরাশ্রয়ঃ সন্ ।

ভোক্তা চ ভোগ্যঃ স্বয়মেব সৰ্ব্বঃ

যদ্যৎ পৃথগ্ দৃষ্টমিদন্তয়া পুরা ॥ ৪২৭ ॥

আমি জ্ঞানস্বরূপে অন্তর্বহিরাশ্রয় হইয়া সর্বভূতে অবস্থিতি করিতেছি । আমি স্বয়ং ভোক্তা ও ভোগ্য এবং অজ্ঞানসময়ে ইদং বুদ্ধিধারা যে যে পদার্থ পৃথকরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, সে সকলই আমি । ৪২৭ ।

মযাখণ্ড স্মৃণাস্মোদো বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ ।

উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামাকৃত-বিভ্রমাং ॥ ৪২৮ ॥

অখণ্ড স্মৃণসমুদ্রস্বরূপ আমাতে বহুবিধ ভবতরঙ্গশ্রেণী মায়া রূপ বায়ুদ্বারা বিচালিত হইয়া সঞ্জাত হইতেছে এবং বিলীন হইতেছে ॥ ৪২৮ ॥

স্থলাদিভাবা ময়ি কল্পিতা ভ্রমা-

দারোপিতানুস্করণেন লোটৈকঃ ।

কালে যথাকল্পক-বৎসরায়-

নষ্টাদয়ো নিষ্কল-নির্বিবকল্পে ॥ ৪২৯ ॥

নিষ্কল নিবিবকল্পস্বরূপ, আমাতে লোকসমূহ ভ্রমনিবন্ধন স্থলাদি ভাব কল্পনা করে, এবং পশ্চাৎ ক্ষুণ্ণিষ্ঠদ্বারা যেমন কালেতে কল্প, বৎসর, অয়ন, ঋতু ইত্যাদি কল্পিত ও আরোপিত হয়, তদ্রূপ একে অন্য নিখ্যারোপণ করে । ৪২৯ ।

আরোপিতং নাশ্রয়দুষকং ভবেৎ

কদাপি মূঢ়রতিদোষদূষিতৈঃ ।

নার্দ্রীকরোত্যাধরভূমিভাগং

মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ ॥ ৫০০ ॥

অতি দোষে দূষিত মূঢ় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা আরোপিত আধেয়

পদার্থ কদাচ অসঙ্গ আধারবস্তুকে দূষিত করিতে সমর্থ নহে,
কেন না, যুগতৃষ্ণারূপ জলের মহাপ্রবাহ দ্বারভূমিকে অর্জ
করিতে পারে না । ৫০০ ।

আকাশবৎ কল্পবিদূরগোহহ-

মাদিত্যবস্ত্রাবিলম্বগোহহম্ ।

অহাধ্যবস্নিত্য-বিনিশ্চলোহহ-

মস্তোদীবৎ পারবিবর্জিতোহহম্ ॥ ৫০১ ॥

আমি গগনবৎ কল্পনার দূরবর্তী, আদিত্যবৎ অবিকার প্রদীপ্ত,
ও গিরিবৎ নিত্য নিশ্চল এবং অসীমসমুদ্রবৎ পরপারবর্জিত । ৫০১ ।

ন মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেব বিহারসঃ ।

অতঃ কুতো মে তদ্বন্দ্বা জাগ্রৎস্বপ্নস্থবৃশ্চয়ঃ ॥ ৫০২ ॥

যেমন মেঘের সহিত গগনের সংশ্রব থাকে না, তদ্রূপ আমার
শরীরের সহিত সংশ্রব নাই, অতএব জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্থবৃশ্চয়
শরীরধর্মসকল আমার সম্বন্ধে কোথায় ? ৫০২ ।

উপাধিরায়তি স এব গচ্ছতি স এব কৰ্ম্মাণি কৰোতি ভুঙক্তে ।

স এব জীৰ্য্যান্ ম্রিয়তে সদাহঃ কুলাদ্রিবনিশ্চল এব সংস্থিতঃ ॥ ৫০৩ ॥

উপাধিই আগত হয় ও উপাধিই বিগত হয়, উপাধিই কার্য্য করে
ও কর্ম্মের ফলভোগ করে, এবং উপাধিই জীর্ণ হইয়া মৃত হয়, কিন্তু
আমি নিয়ত কুলপর্কতের দ্বারা নিশ্চলভাবে অবস্থিত আছি । ৫০৩ ।

ন মে প্রবৃত্তিন্ চ মে নিবৃত্তিঃ সর্দৈকরূপস্য নিরংশকস্ত ।

ঐকাত্মকো যো নিবিড়ো নিরন্তরো ব্যোমেব পূর্ণঃ স কথঃ

হু চেষ্টতে ॥ ৫০৪ ॥

নিয়ত একরূপ পূর্ণস্বরূপ আমার প্রবৃতিও নাই, নিবৃতিও
নাই । হে গুরো ! যে ব্যক্তি একস্বরূপ নিরন্তর নিবিড় এবং

। গগনবৎ পরিপূর্ণ, সে ব্যক্তিকর্তৃক কর্মাদি ব্যাপার কি প্রকারে
হইতে পারে ? । ৫০৪ ।

পুণ্যানি পাপানি নিরিন্দ্ৰিয়ন্ত
নিশ্চেতসো নির্বিকৃতেনিরাকৃতেঃ ।

কৃতো ম মাধুশুখানুভূতে-
ক্রান্তে হনন্যগতমিত্যপি শ্রুতিঃ ॥ ৫০৫ ॥

ইন্দ্রিয়হীন, চিত্তহীন, বিকারবর্জিত, আকারবর্জিত, অখণ্ড-
শুখানুভবস্বরূপ যে আমি, আমার সম্বন্ধে পুণ্য-পাপ কোথায় ?

“অসংসৃষ্টই ব্রহ্ম” এই বাক্য শ্রুতিতেও লিখিত আছে। ৫০৫ ।

ছায়য়া স্পৃষ্টমুখং বা শীতং বা স্মৃষ্ট দৃষ্ট বা ।

ন স্পৃশতোব যৎ কিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্বিলক্ষণম্ ॥ ৫০৬ ॥

ছায়াকর্তৃক স্পৃষ্ট উষ বা শীতশুণই হউক, ছায়া হইতে বিশেষ-
লক্ষণযুক্ত পুরুষকে সে সকল গুণ অল্পমাত্রাও স্পর্শ করিতে সমর্থ
নহে । ৫০৬ ।

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্ম্যাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্ ।

অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্ম্যাঃ প্রদীপবৎ ॥ ৫০৭ ॥

সাক্ষীর ধর্ম বিলক্ষণ, নির্বিকার, উদাসীন সাক্ষীকে স্পর্শ করিতে
অক্ষম । কেন না, গৃহধর্ম প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না । ৫০৭ ।

রবের্থথা কর্মণি সাক্ষিতাবো

বহুর্থথা দাহনিরামকত্বম্ ।

রজ্জোর্যথারোপিতবস্ত্রসদৃ-

স্তথৈব কূটস্থচিদায়নো মে ॥ ৫০৮ ॥

আদিত্যের যেমন কর্মে সাক্ষিতাব, বহ্নির যেমন দাহকর্তৃত্বাব
এবং রজ্জুর যেমন আরোপিত ব্রব্যস্বরূপতাব, তদ্রূপ কূটস্থ চিদায়-
নরূপ আমার অনির্লচনীয় অসঙ্গতাব । ৫০৮ ।

কর্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং

ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহং ।

দ্রষ্টাপি বা দর্শয়িতাপি নাহং

সোহং স্বয়ংজ্যোতিরনীদৃগাত্মা ॥ ৫০৯ ॥

আমি কর্মকর্তাও নহি এবং কর্মের প্রয়োজকও নহি ; আমি ভোজনকর্তা নহি এবং ভোজয়িতা নহি, আমি অলৌকিক জ্যোতিঃ-
স্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম । ৫০৯ ।

চলত্বাপাধৌ প্রতিবিশ্লোল-

মৌপাধিকং মূঢ়দ্বিয়ৌ নরন্তি ।

স্ববিষভূতং রবিবর্দিনিক্ষিয়ং

কর্তাস্মি ভোক্তাস্মি হতোহস্মি হেতি ॥ ৫১০ ॥

যেমন আদিত্যের প্রতিবিশ্ব জলাদি উপাধিগত হইলে জলা-
দির চলনতা হেতু চঞ্চল জ্ঞান করে, তদ্রূপ উপাদি চলিত হইলে
মূঢ়মতিরূপ উপাধিসম্বন্ধীয় প্রতিবিশ্বেরও চাঞ্চল্য স্বীকার করে।
নিষ্ক্রিয় আত্মার প্রতিবিশ্ব শরীরাদি উপাধিগত হইলে “আমি কর্তা,
আমি ভোক্তা, হায় ! আমি হত হইলাম” ইত্যাদি প্রকার স্বীকার
করে । ৫১০ ।

জলে বাপি স্থলে বাপি লুট্যেতেষ জড়াত্মকঃ ।

নাহং বলিপ্যে তদ্বৈশ্বর্ষটদৈশ্বর্ষনভো যথা ॥ ৫১১ ॥

এই জড়রূপ শরীরাদি উপাধি জলেই মগ্ন হউক্, কিম্বা স্থলেই
পতিত হউক্, আমি তৎসমস্ত উপাধিধর্ম্মে লিপ্ত নহি । ৫১১ ।

কর্তৃত্বভোক্তৃত্বখলননন্ততা-

জড়দ্ববদ্ধবিমুক্ততাদয়ঃ ।

বুদ্ধোর্ব্বিকল্পা ন তু সন্তি বস্তুতঃ

স্বস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলেহদ্বয়ে ॥ ৫১২ ॥

কৰ্ণুদ, ভোজুদ, খলদ, সাধুদ, জড়দ, বস্তদ, মুক্তিদ ইত্যাদি ধর্ম
বুদ্ধির বিকল্পমাত্র, বস্ততঃ অবয়ব কেবল পরব্রহ্মস্বরূপ যে আমি
আমাতে এ সমস্ত বিদ্যমান নাই। ৫১২।

সন্ত বিকারাঃ প্রকৃতের্দশধা শতধা সহস্রধা বাপি তৈঃ।

কিং মেহসঙ্গচিত্তস্ত ন হৃদ্বদাবরমম্বরং স্পৃশস্তি ॥ ৫১৩ ॥

প্রকৃতির বিকার দশপ্রকার হউক বা শতপ্রকার হউক বা
সহস্রপ্রকারই হউক, অসঙ্গমনা যে আমি, আমার তদ্বারা কি হইবে
যেমন মেঘবৃন্দ মহাকাশকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐসমস্ত
বস্ততে আমার কিছুই হয় না। ৫১৩।

অব্যক্তাদিস্থলপর্যাস্তমেতদ্বিধং যত্রাভাসমাত্র প্রতীতম্।

ব্যোমপ্রথং সূক্ষ্মাদ্যস্তবীণং ব্রহ্মাঐতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৪ ॥

সূক্ষ্মপ্রকৃতি অবধি এই স্থল বিশ্বপর্যাস্ত যাহাতে প্রত্যাবিস্বরূপ
প্রতীয়মান হইতেছে, সেই গগনসাদৃশ সূক্ষ্ম আদ্যস্তবিহীন যে
অঐতব্রহ্ম, আমিই সেই ব্রহ্ম। ৫১৪।

সর্বাধারঃ সর্ববস্ত প্রকাশঃ সর্বাকারঃ সর্বগঃ সর্বশ্রুতম্।

নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং ব্রহ্মাঐতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৫ ॥

আমিই সর্বাধার, সর্বদ্রব্যপ্রকাশক, সর্ববস্তগত, অথচ
পদার্থশূন্য, শুদ্ধ, নিত্য, নিশ্চল, নির্বিকল্প, অঐতব্রহ্ম। ৫১৫।

যস্মিন্নস্ত্রাশেষমায়াবিশেষঃ প্রত্যগ্রূপঃ প্রত্যগায়মানম্।

মত্যজ্ঞানানন্দমানন্দরূপং ব্রহ্মাঐতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৬ ॥

যাহাতে অখিল মায়া নিহিত রহিয়াছে, অথচ যিনি সমস্ত মায়া
হইতে বিলক্ষণ, প্রত্যগ্রূপ জ্ঞানগম্য, সত্য, চিত্তানন্দমুখস্বরূপ
আমিই সেই অঐত ব্রহ্ম। ৫১৬।

নিষ্ক্রিয়োহস্ম্যহবিকারোহস্মিনিষ্কলোহস্মি নিরাকৃতিঃ

নির্বিষ্কলোহস্মি নিত্যোহস্মি নিরালম্বোহস্মি নির্বয়ঃ ॥ ৫১৭ ॥

অমি নিষ্ক্রিয়, নির্বিষ্কার, নিষ্কল, নিরাকার, নির্বিষ্কল, নিত্য
নিরালম্ব এবং অবয়বরূপ । ৫১৭ ।

সৰ্বান্নকোহহং সৰ্বোহহং সৰ্বাতীতোহহমবয়ঃ ।

কেবলাখণ্ডবোধোহহমানন্দোহহং নিরন্তরম্ ॥ ৫১৮ ॥

আমি সৰ্বান্নকোহহং, সৰ্বাবয়ব, সৰ্বাতীত, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, অব-
ণ্ডবোধরূপ, এবং নিরন্তর আনন্দমূর্ত্তি । ৫১৮ ।

স্বারাজ্যসাম্রাজ্যবিভূতিরেখা

ভবৎকৃপাশ্রীমহিমপ্রসাদাৎ ।

প্রাপ্তা ময়া শ্রীশুরবে মহায়নে

নমো নমস্তেহস্ত পুনর্নমোহস্ত ॥ ৫১৯ ॥

অমি ভবদীয় কৃপা ও মহিমা-প্রসাদে এই ব্রহ্মরূপ সাম্রাজ্য-
বিভূতি প্রাপ্ত হইলাম । হে শুরো আপনাকে পুনঃপুনঃ
নমস্কার কবি । ৫১৯ ।

মহাস্বপ্নে মায়াকৃত জন্ম-জরামৃত্যুগহনে

ভ্রমস্তং ক্লিশুস্তং বহলতরতাপৈরনুদিনম্ ।

অহঙ্কারব্যাঘ্রব্যর্থতমিমমত্যন্তকৃপয়া

প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎ পরমবিতবান্মামনি শুরো ! ॥ ৫২০ ॥

হে শুরো ! আমি মায়াকৃত জন্ম-জরা-মৃত্যুদ্বারা দুর্গম, মহা-
স্বপ্নরূপ সংসারে বহু ভ্রমণ করিতেছি, বহুবিধ তাপদ্বারা ক্লিষ্ট
হইতেছি, এবং অহঙ্কাররূপ ব্যাঘ্রকর্তৃক ব্যথিত হইতেছি ।
আমাকে আপনি মহতী কৃপা পুরঃসর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত
করিয়া পরম ব্রহ্মপদতত্ত্ব প্রদান করিলেন । ৫২০ ।

নমস্ত্যৈ সদে ঃঐ কঠৈ চিত্তহসে নমঃ ;

যদেতদ্বিশ্বকপেণ রাজতে গুরুরাজ তে ॥ ৫২১ ॥

হে গুরুরাজ ! সংস্বরূপ অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মকে প্রণাম ; অদ্বি-
কর্ণনীর তেজ-স্বরূপ সেই ব্রহ্মকে প্রণাম ; যে ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপে
আপনার সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম । ৫২১।

ইতি ন তমবলোক্য শিষ্যবর্য্যং সমাধগতান্নমুখং প্রবুদ্ধতত্ত্বম্ ।

প্রমুদিতহৃদয়ঃ স দেশিকেন্দ্রঃ পুনরিদমাহ বঃ পরং মহাত্মা ॥ ৫২২ ॥

অনন্তর সেই মহাত্মা গুরুদেব এইপ্রকারে প্রণত শিষ্যবরকে
সম্যকপ্রকারে প্রাপ্তাত্মানন্দ, প্রাপ্তান্নমুখ ও বজ্রানতত্ত্ব দেখিয়া
প্রকল্প চিত্তে পুনরায় পবিত্র বাক্যে কহিলেন । ৫২২ ।

ব্রহ্মপ্রত্যয়সমুত্তির্জগদতো ব্রহ্মৈক সৎ সর্ব্বতঃ

পশ্যাব্যাবৃশা প্রশান্তননয়া সর্ব্বাববস্থাস্বপি ।

রূপাদশমবেক্ষিতং কিমভিতস্তচ্ছাস্তাতাং দৃশ্যতে

তদ্বদ ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্ব্বিহারী পদম্ ॥ ৫২৩ ॥

এই বিশ্বসংসার ব্রহ্মহুত পিতৃ হুত, অতএব আত্মতত্ত্বদর্শন দ্বারা
শান্তচিত্তে সর্ব্বাবস্থায় সমপদার্থে সংস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন কর । যেমন
চক্ষুঃস্পর্শের সর্ব্বত্র রূপভিন্ন পদার্থ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ
সাবুজনসম্বন্ধে ব্যাক্রিয় বিহারস্থল ব্রহ্মভিঃ অপর কিছুই দৃষ্ট হয় না ৫২৩

কস্তাং পরানন্দরসান্নভূতি-

মুংসৃজ্য শূণ্যেযু রমেত বিদ্বান্ ? ।

চন্দ্রেমহাশ্রাদান দাপ্যমানে

চিত্তেন্দুমালোকয়িতুং ক ইচ্ছং ? ॥ ৫২৪ ॥

কোন্ বিদ্বান্ সেই ব্রহ্মানন্দরসান্নভব ত্যাগ করিয়া তুচ্ছ
প্রপঞ্চে স্মৃতিভোগ করে ? পরমাশ্রাদান দাপ্যমান চন্দ্রবিদ্যামানে
কোন্ ব্যক্তি চিত্রিত চন্দ্রাবলোকনে বাসনা প্রকাশ করে ? ৫২৪ ।

অসংপদার্থানুভবেন কিঞ্চি-

ন হস্তি তৃপ্তির্ন চ হঃখহানিঃ ।

তদদয়ানন্দরসানুভূত্যা

তৃপ্তঃ সুখং তিষ্ঠ সদান্নিষ্ঠয়া ॥ ৫২৫ ॥

অনিত্য বস্তুর অনুভব দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রীতলাভ হয় না এবং
হঃখ ধ্বংসও হয় না, সুতরাং অদ্বৈত আনন্দরসের অনুভব দ্বারা
প্রীত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অবলম্বন করত সুখে অবস্থান কর । ৫২৫ ।

স্বমেব সর্বতঃ পশুন্নাত্মানঃ সমদ্বয়ম্ ।

স্বানন্দমনুভুজ্ঞানঃ কালং নয় মাহামতে ॥ ৫২৬ ॥

হে মহামতে ! স্বকীয় অদ্বয় আত্মাকে সর্বথা সন্দর্শন ও সমাক্
জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মানন্দ বোধকরতঃ সময় যাপন কর ! ৫২৬ ।

অখণ্ডবোধাত্মনি নির্বিকল্পে

বিকল্পনং ব্যোমি পুরথকল্পনম্ ।

তদদয়ানন্দময়ান্নান সদা

শান্তিঃ পরামেত্যে ভজস্ব মৌনম্ ॥ ৫২৭ ॥

অখণ্ডবোধস্বরূপ অবিকল্প আত্মাতে বিবিধ কল্পনা কেবল
গগনে গৃহনির্ম্মাণের ন্যায় অপলাপমাত্র, অতএব অদ্বয় আনন্দ-
পরিপূর্ণ-চিত্তে পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত মৌনাবলম্বন
কর । ৫২৭ ।

তুচ্ছীমবস্থা পরমোশান্তি-

বুদ্ধিরসংকল্পবিকল্পহেতোঃ ।

ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মবিদো মহাত্মনো

যত্রাদয়ানন্দসুখং নিরন্তরম্ ॥ ৫২৮ ॥

ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মবিৎ মহাত্মার মৌনাবস্থাই অসংকল্প ও বিক-
ল্পের হেতুভূত বুদ্ধির পরমশান্তিস্বরূপ, ঐ শান্তিতে নিরবচ্ছিন্ন
অদ্বয় সুখের উপলব্ধি হয় । ৫২৮ ।

নাস্তি নির্কাসনাত্মোনাং পরং সুখকৃত্তমম্ ।

বিজ্ঞাত্বাত্মস্বরূপস্য স্বানন্দরসপায়িনঃ ॥ ৫২৯ ॥

বিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব ও পরমানন্দরূপপরিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রব্রজ্যাশ্রম
এবং তুষ্ণীস্তাব অপেক্ষা উত্তম হিতকর আর কিছুই নাই । ৫২৯ ।

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নুপবিশঙ্ক্যানো বাহুত্থাপি বা ।

যথেষ্টয়া বসেদ্বিদ্বান্‌আরামঃ সদা মুনিঃ ॥ ৫৩০ ॥

বিদ্বান্‌ আশ্রাম গমনসময়ে, স্থিতিসময়ে, উপবেশনকালে,
শয়নাবস্থায় এবং অন্যান্য কার্য্যকালে স্বেচ্ছানুসারে নিয়ত মৌনা-
বলম্বন করত অবস্থান করিবেন । ৫৩০ ।

ন দেশকালাসনদিগ্‌সমা দিলক্ষ্যাদ্যপেক্ষা প্রতিবন্ধকভেদেঃ ।

সংসিদ্ধতত্ত্ব মহাশ্বনোহস্তি স্ববেদনে কা নিয়মাদ্যবস্থা ॥ ৫৩১ ॥

নিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তি ও সংসিদ্ধতত্ত্ব মহাশ্বার সম্বন্ধে দেশ, কাল,
আসন এবং যম-নিয়মাদি লক্ষ্যের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা থাকে না,
কেননা, আত্মজ্ঞানবিষয়ে বিধি-নিয়মাদির প্রতীক্ষা কি ? । ৫৩১ ।

যতোহয়মিতি বিজ্ঞাতুং নিয়মঃ কোহয়পেক্ষ্যতে ? ।

বিনা প্রমাণব্রষ্টং যশ্চিন্‌ সতি পদার্থধীঃ ॥ ৫৩২ ॥

উৎকর্ষ প্রকাশ ভিন্ন এই বস্তুই ঘট, ইহা বিদিত হইতে অত্র
নিয়মের অপেক্ষা করে না, স্তত্রাং প্রমাণোৎকর্ষই বস্তুপরিজ্ঞানের
প্রতি প্রধান হেতু । ৫৩২ ।

অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে ।

ন দেশং নাপি বা কালং ন শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে ॥ ৫৩৩ ॥

প্রশস্ত প্রমাণবশতঃ এই পরমাত্মা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া শোভা
পাইতেছেন, তাহাতে দেশ কাল বা শুচিতাদির অপেক্ষা করে
না । ৫৩৩ ।

দেবদত্তোহমিত্যেতদ্বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্ ।

তত্ত্বং ব্রহ্মবিদোহপ্যস্তু ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্ ॥ ৫৩৪ ॥

আমি দেবদত্ত, এই জ্ঞান অববোধে যেমন অন্য প্রমাণাপেক্ষা
থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান বিজ্ঞানে
প্রমাণাপেক্ষা থাকে না । ৫৩৪ ।

ভানুনেব জগৎ সর্ব্বং ভাসতে যস্য তেজসা ।

জনাগ্নকমসতৃচ্ছং কিংনু তস্তাবভাসকম্ ॥ ৫৩৫ ॥

বৎস ! ভাস্করের জায় যাহার তেজঃপ্রভাবে অখিল জগৎ আলোকিত হইয়াছে, জড় অনিত্য অসার জগৎ কি তাঁহার অব-
ভাসক হইতে পারে ? । ৫০৫ ।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলানুপি ।

যেনার্থবস্তি তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ ? ॥ ৫০৬ ॥

হে বৎস ! বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, চরাচরভূতগ্রাম যাহা কর্তৃক
অর্থযুক্ত হইয়াছে, সেই বিশ্বজ্ঞ ব্রহ্মকে কি কেহ প্রকাশ করিতে
পারে ? । ৫০৬ ।

এষ স্বয়ং জ্যোতিরনন্তশক্তিরাত্মাই প্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ ।

যমেব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধো জয়ত্যাং ব্রহ্মবিহৃতমোত্তমঃ ॥ ৫০৭ ॥

এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ, অনন্ত শক্তি-স্বরূপ, অপ্রেমেয় এবং
অখিল পদার্থের অনুভবকর্তা, অতএব ব্রহ্মজগৎমধ্যে যিনি সর্ব-
প্রধান অধিকারী, তিনিই এই ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া সংসারপাশ
হইতে বিমুক্তিলাভ করতঃ সম্যক অবস্থান করেন । ৫০৭ ।

ন থিধ্যতে ন বিষয়েঃ প্রমোদতে ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ ।

স্বস্তি নু সদা ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ ॥ ৫০৮ ॥

সর্বদা আনন্দরস দ্বারা তৃপ্ত ব্যক্তি কদাচ খেদবিশিষ্ট হন না,
বিষয় দ্বারা তুষ্ট হন না, বিষয়ে আসক্ত হন না এবং বিরক্তও হন
না, শুদ্ধ স্বয়ং স্বস্বরূপ ব্রহ্মেই ক্রীড়া করেন ও তদ্বারা প্রীত
থাকেন । ৫০৮ ।

ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি ।

তথৈব বিদ্বান্ রমতে নিশ্চিন্তো নিরহং সূখী ॥ ৫০৯ ॥

বালক যেমন কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষুধা ও শারীরিক
পীড়াদি ত্যাগপূর্বক ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মমতাবর্জিত অহঙ্কারহীন
সুখী বিদ্বান্ ব্যক্তি বাহ্যব্যাপার ত্যাগ করিয়া আত্মাতে ক্রীড়া
করেন । ৫০৯ ।

চিন্তাশূন্যমদৈত্ততৈভক্ষ্যমশনং পানং সরিষারিষু

স্বাতন্ত্র্যেণ নিরকুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে ।

বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্ভাস্ত শয্যা মহী

সঞ্চারো নিগমাস্তবৌধিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি ॥ ৫৪০ ॥

আশ্রয় বোগীগণের চিন্তাহীন দীনতাপ্রকাশশূন্য ভিক্ষার
আহার, নদীতেই জলপান, স্বেচ্ছায় অনিবার্যরূপে অবস্থিতি,
নির্ভয় হেতু শ্মশানে বা কাননে নিদ্রা, প্রক্ষালন বা শোষণাদি
শূন্য দিগ্বরূপ বসন, গৃহশয্যা ভূমি ও বেদাস্তরূপ মার্গে গতিবিধি
এবং পরম ব্রহ্মেই রমণ হয় । ৫৪০ ।

বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্ ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্ ।

পরেচ্ছয়া বালবদাঘবেত্তা যোহব্যাকুলিঙ্গোননু সক্ত্যবাহঃ ॥ ৫৪১ ॥

যিনি আশ্রয়, অবাকুলিঙ্গ এবং বাহ্যবিষয়াসক্তিবর্জিত হন,
তিনি দিব্য রথরূপ এই শরীর অবলম্বন করিয়া শিশুবৎ পরেচ্ছা-
ক্রমে উপস্থিত বিষয় ভোগ করেন । ৫৪১ ।

দিগম্বরো বাপি চ সাধরো বা জগম্বরো বাপি চিদম্বরতঃ ।

উন্নত্তবদ্ বাপি চ বালবদ্ বা পিশাচবদ্ বাপি চরত্যবন্যাম্ ॥ ৫৪২ ॥

আশ্রয়িত্য ব্যক্তি কখন দিগম্বর হইয়া, কখন বা বসন পরিধান,
কখন বন্ধল বা চর্ম্মাস্বর ধারণ, কখন বা জ্ঞানাস্বর গ্রহণ করিয়া,
কখন উন্নত্তবৎ, কখন বালকের ন্যায়, কখন পিশাচের ন্যায়
ধরাভ্রমণ করেন । ৫৪২ ।

কামান্নিকামরূপৌ সংচরত্যেকচরো মুনিঃ ।

স্বাশ্রনৈব সদা ভূষ্টঃ স্বয়ং সর্ব্বাশ্রনা স্থিতঃ ॥ ৫৪৩ ॥

নিজ আশ্রা দ্বারাই নিয়ত সন্তুষ্ট ও স্বয়ং সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত
ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনি, নিকাম হইয়া বিষয় উপভোগ করেন । ৫৪৩ ।

কচিৎ দোষ বিদ্বান্ কচিদপি মহারাজবিভবঃ
কবিদ্রাস্তঃ সৌম্যঃ কচিদজ্জগরাচারকলিতঃ ।
কচিৎ পাত্রীভূতঃ কচিনবমতঃ কাপ্যবিদিত-
শরতোবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দস্থখিতঃ ॥ ৫৪৪ ॥

নিতাপরমানন্দে আনন্দিত জ্ঞানীব্যক্তি কোন স্থানে মুখের
ছায়, কোনস্থানে পণ্ডিতের ছায়, কোন স্থানে বা নৃপবৎ ঐশ্বর্য-
শালী, কোন স্থানে ভাস্কর্য, কোন স্থানে প্রশাস্ত, কোন স্থানে
অজগরধর্ম্মাবলম্বী কোন স্থানে দানপত্রবৎ, কোন স্থানে অব-
মানিত, কোন স্থানে বা অপরিচিত, এই ভাবে ভ্রমণ
করেন ॥ ৫৪৪ ॥

নিধনোপি সদা ভূষ্টোপ্যসহায়ো মহাবলঃ ।

নিতাভূষ্টোপ্যভূজানোপ্যসমঃ সমদর্শনঃ ॥ ৫৪৫ ॥

নিত্যানন্দে আনন্দিত ব্যক্তি ধনহীন হইলেও নিরস্তর
সন্তুষ্ট, নিঃসহায় হইয়াও মহাবলিষ্ঠ, ভোজন না করিয়াও নিত্য-
তুষ্ট এবং অসমান হইয়াও সকলকে সমানরূপে দেখেন । ৫৪৫ ।

অপি কুর্কন্নকুর্বাণশ্চাতোক্তা ফলভোগ্যপি ।

শরীর্যাপ্যশরীর্যোষ পরিচ্ছিন্নোহপি সর্ব্বগঃ ॥ ৫৪৬ ॥

এই প্রকার মহাত্মা কৰ্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা, ফলভোগী হইয়াও
অভোক্তা, দেহী হইয়াও অশরীরী এবং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও
সর্ব্বব্যাপী । ৫৪৬ ।

অশরীরং সদা সন্তুষ্টমিমাং ব্রহ্মবিদং কচিৎ ।

প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতস্তথৈব চ শুভাশুভে ॥ ৫৪৭ ॥

নিরত দেহস্থ হইয়াও অশরীর, তাদৃশ ব্রহ্মবেত্তাকে প্রিয় বা
অপ্রিয় বা শুভাশুভ কৰ্ম্ম কখন স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে । ৫৪৭ ।

স্থলাদিসম্বন্ধবতোহ্ভিমানিনঃ

সুখং হুঃখং ততাত্তে চ ।

বিধ্বস্তবন্ধস্ত সদাঙ্গনো মুনৈঃ,

কৃতঃ শুভং ? বাপ্যশুভং ফলং বা ? ॥ ৫৪৮ ॥

স্থলশরীরাদিতে আত্মসম্বন্ধবান্ অভিমানী ব্যক্তির সুখ হুঃখ ও শুভাশুভাদি আবহমান নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু বিমুক্তবন্ধ ব্রহ্ম-স্বরূপ সাধুর সম্বন্ধে শুভং শুভাশুভ সুখহুঃখাদি কোথায় ? ৫৪৮।

তমসা প্রস্তবস্তানাদপ্রত্যোহপি রবির্জ্ঞানৈঃ ।

প্রস্ত ইত্যাচ্যতে ভ্রান্ত্যা হজ্ঞাতা বস্তলক্ষণম্ ॥ ৫৪৯ ॥

তদ্বদেহাদিবন্ধেভ্যো বিমুক্তং ব্রহ্মবিশ্তমম্ ।

পশুভি দেহবন্মূঢ়াঃ শরীরভাসদর্শনাৎ । ৫৫০ ।

যেমন পদার্থলক্ষণ অপরিজ্ঞাত নিবন্ধন ভ্রমবশে সূর্য্য রাহু-কর্তৃক ভুক্ত না হইলেও তিমির দ্বারা ভুক্তবৎ প্রত্যয়হেতু তাঁহাকে রাহুভুক্ত বলিয়া বোধ করা যায়, তদ্রূপ দেহাদি বন্ধন হইতে বিমুক্ত ব্রহ্মপ্রবরকে মূর্খেরা প্রতিবিম্বভূত দেহমাত্র দেখিয়া প্রকৃত দেহবিশিষ্টবৎ জ্ঞান করে । ৫৪৯ ৫৫০ ।

অহিনির্গম্ননীবাযং যুক্তদেহস্ত তিষ্ঠতি ।

ইতস্ততশ্চাল্যমানো যৎকিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুনা । ৫৫১ ।

এই যোগী ভুক্তনির্ম্মোকেয় জ্ঞান যুক্তদেহহেতু প্রাণবায়ু-কর্তৃক জীবৎ ইতস্ততঃ চাশিত হইয়া অবস্থিতি করেন । ৫৫১ ।

প্রোতসা নীরতে দারু যথা নিরোত্তরত্বলম্ ।

দৈবেন লীরতে দেহস্তথা কালোপভুক্তিষু ॥ ৫৫২ ॥

যেমন কাষ্ঠ নদীপ্রোতোদ্বারা উচ্চনীচ স্থানে নীত হয়, তদ্রূপ শরীর দৈবদ্বারা কালের উপভোগার্থ নীত হয় । ৫৫২ ।

প্রারককর্মপরিকল্পিতবাসনাতিঃ

সংসারিবল্লরতি ভুক্তদেহঃ ।

সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদ্র

তুষ্ণীং চক্রস্ত মূলমিব কল্পবিকল্পশূন্যঃ ॥ ৫৫৩ ॥

দেহাভিমানবিমুক্ত যোগী প্রারক কার্যদ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট
বাসনাসমূহের বশগ হইয়া সংসারীর জায় ভোগমার্গে বিচরণ
করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সিদ্ধ এবং কুলালচক্রের মূলদেশসদৃশ
স্থিতির ও সংকল্পবিকল্পরহিত তুষ্ণীস্তাবাবলম্বন করত এই দেহে
সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন। ৫৫৩ ।

নৈবেদ্যিগাণি বিষয়েষু নিযুক্তা এষ

নৈবাপযুক্ত উপদর্শনলক্ষণঃ ।

নৈব ক্রিয়াকলমপীষদবেকতে স

সানন্দসাক্ষরসপানস্বভূতচিত্তঃ ॥ ৫৫৪ ॥

এই বিমুক্ত যোগী পরমানন্দরসদ্বারা স্তম্ভমনা হইয়া ইন্দ্রিয়-
গ্রামকে বিষয়ে নিযুক্ত করেন না ও উপদেষ্টা লক্ষণে অবস্থিত
হেতু ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে বিমুক্তও করেন না এবং কর্ম-
ফলপ্রাপ্তি কখন ঈষদ্ভাও দর্শন করেন না । ৫৫৪ ।

লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্ত্বা যন্তিষ্ঠেৎ কেবলাত্মনা ।

শিবএব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিহস্তমঃ ॥ ৫৫৫ ॥

যে যোগী লক্ষ্য ও অলক্ষ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে
অবস্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মবিদগণমধ্যে প্রধান ও স্বয়ং সাক্ষাৎ
শিবস্বরূপ । ৫৫৫ ।

জীবন্তেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিহস্তমঃ ।

উপাধিনাশদ্ ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোতি নিদর্শনম্ ॥ ৫৫৬ ॥

ব্রহ্মবিংশ্রেষ্ঠ যোগী জীবিত থাকিয়াও নিরন্তর মুক্ত ও কৃতার্থ;
সুতরাং উপাধির বশত তিনি ব্রহ্মবরূপ হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মকেই
লাভ করেন। ৫৫৬।

শৈলুষবংশসম্ভাব্যবায়োচ্চ যথা পুমান্।

তথৈব ব্রহ্মবিচ্ছেদ্যঃ সদা ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥ ৫৫৭ ॥

নট যেমন বেশের সজ্জা বা অসজ্জাতে যে পুরুষ, সেই পুরুষ-
মাত্রই প্রতীত হয়, তজ্জপ ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর উপাধির সজ্জা বা অসজ্জাতে
নিরন্ত ব্রহ্মবরূপেই প্রতীত হন, ব্রহ্মব্যতীত অন্য প্রকার
হন না। ৫৫৭।

যত্র কাপি বিনীতঃ সৎ পৰ্ণমিব তরোর্কপুঃ পতনাৎ।

ব্রহ্মীভূতস্ত যতেঃ প্রাগেব তচ্ছিকয়িনা দৃশম্। ৫৫৮ ॥

পত্র যে কোন স্থলেই পতিত হউক, তাকে যেমন
সেই তরুণ্য অক্ষই মলা যায়, তজ্জপ ব্রহ্মতাবজ্ঞাপ্ত বৃত্তিকে ব্রহ্ম-
বরূপই বোঝে; পত্র যেমন পতনের অগ্রেই বিগ্ন-হয়, সৌন্দর্য
কেই তজ্জপ পঞ্চস্নাত্তের অগ্রে জ্ঞানাগ্রহারা ভস্মীভূত হয়। ৫৫৮

সদাঙ্গনি-ব্রহ্মণি তিষ্ঠতো মূনেঃ

পূর্ণাক্ষরানন্দময়াক্সমা সদা।

ন দেশকালাত্মচিহ্নপ্রতীক্ষা

তদ্-মাংসবিট্ পিণ্ডবিসর্জনায়া ॥ ৫৫৯ ॥

সৎস্বরূপ পরব্রহ্মে পূর্ণ, অদ্বয়, আনন্দ, পরিপূর্ণমানে নিরন্ত
অবস্থিতিকারী মূনির সম্বন্ধে তদ্-মাংসমল-পূর্ণ দেহের বিসর্জনার্থে
দেশকালাদির উচিত প্রতীক্ষা নাই। ৫৫৯।

দেহত মোক্ষো ন মোক্ষো ন দত্ত কামলোঃ।

অবিকার্যব্রহ্মগ্রহিমোক্ষো মোক্ষো বতন্ততঃ ॥ ৫৬০ ॥

মোক্শ শরীরের দর্শনে হয় না এবং দণ্ডকমণ্ডলুর দর্শনেও হয় না, যখন অবিদ্যারূপ জ্ঞানপ্রহির মোচন হয়, তখনই মুক্তি-প্রাপ্তি হয় । ৫৬০ ।

কুল্যারামথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রেহপি চক্ষুরে ।

পূর্ণং পততি চেত্বেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভম্ ॥ ৫৬১ ॥

হে বৎস ! কুল্যাতে নদীতে, শিবমন্দিরে অথবা জঙ্গনে যদি পত্র পতিত হয়, তাহা হইলে তদ্বারা তরুর শুভাশুভ কি ? ৫৬১ ।

পত্রস্ত পুষ্পস্ত ফলস্ত নাশাদ্,

দেহোজ্জ্বলপ্রাণধিরাং বিনাশঃ ।

নৈবাত্মনঃ স্তস্ত সদাত্মকস্তা-

নন্দাবৃত্তেবৃক্ষবদন্তি চৈষঃ ॥ ৫৬২ ॥

পত্র পুষ্প ফলের ধ্বংসবৎ দেহ ইজ্জ্বল প্রাণ ও বুদ্ধির বিলয় হয়, কিন্তু সংস্কাররূপ আনন্দমূর্ত্তি স্বকীয় আত্মার ধ্বংস কদাচ হয় না, এই আত্মা তরুর ন্যায় নিত্য অবস্থিতি করেন । ৫৬২ ।

প্রজ্ঞানঘন ইত্যাক্সলক্ষণং সত্যসূচকম্ ।

অবিদ্যোপাধিকশ্চৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্ ॥ ৫৬৩ ॥

আত্মা নিবিড় প্রকৃষ্টজ্ঞানস্বরূপ, ইহাই আত্মার যথার্থ লক্ষণ, অতএব পাণ্ডুতেরা অবিদ্যারূপ উপাধিরই ধ্বংস কীর্ত্তন করেন । ৫৬৩ ।

অবিনাশী বা অরেহরমাশ্রিতী শ্রুতিরাত্মনঃ ।

প্রব্রবীত্যবিনাশিৎ বিনশ্যন্তু বিকারিণু ॥ ৫৬৪ ॥

এই অত্মা অনশ্বর, অতএব বিকারযুক্ত বস্তুসকল বিনষ্ট হইলেও অবিকারী আত্মার অবিনাশিত্ব কীর্ত্তন আছে । ৫৬৪ ।

পাষণবৃক্ষতৃণধাতুকটাস্বরাদ্যা

দগ্ধা ভবন্তি হি স্তুদেব যথা তথৈব ।

দেহেজ্জিয়াসু মন আদি সমস্তদৃশ্যং

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপযাতি পরাত্ম্যভাবম্ ॥ ৫৬৫ ॥

পাষণ, তরু, তৃণ, ধাতু, কট, বসন ইত্যাদি পদার্থসকল দগ্ধ হইলে যেমন স্তবিকাই হয়, তদ্রূপ দেহ, ইজ্জিয়, প্রাণ, মনঃ প্রভৃতি দৃশ্যবস্তু জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে পরমাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয় । ৫৬৫ ।

বিলক্ষণং যথা ধ্বাস্তং লীয়তে ভাস্তুতেজসি ।

তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রাবিলীয়তে ॥ ৫৬৬ ॥

যেমন প্রাচ অন্ধকার সূর্য্যতেজে লয় পায়, তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থ পরব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হয় । ৫৬৬

ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি ক্ষুটম্ ।

তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাবৎ স্বয়ম্ ॥ ৫৬৭ ॥

যেমন ঘট নষ্ট হইলে তদবচ্ছিন্ন আকাশ ব্যক্তরূপে প্রকৃত আকাশই হয়, তদ্রূপ উপাধি লয় পাইলে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মই হন । ৫৬৭ ।

ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে ।

সংযুক্তমেকতাং যাতি তথা ত্মাত্মাত্মাবিন্দুনিঃ ॥ ৫৬৮ ॥

যেমন দুগ্ধ দুগ্ধে, তৈল তৈলে, জল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে একত্র হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ববিৎ যোগী পর-মাত্ম্যতে জীবাত্মার যোগে একীভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৫৬৮ ।

এবং বিদেহৈকবল্যং সন্মাত্রম্বমখণ্ডিতম্ ।

ব্রহ্মভাবং প্রপদ্যেয যতিনা বর্ততে পুনঃ ॥ ৫৬৯ ॥

এই প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মরূপতাই যোগীগণের অখণ্ডনীয় বিদেহ-
কৈবল্যস্বরূপ ; সুতরাং এই যোগী ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া পরম
নির্কাণপদ প্রাপ্ত হন । ৫৬৯ ।

সদাতৈত্বকব্রহ্মজ্ঞানং দধ্যাবিদ্যাদিবহ্নয়ঃ ।

অমূষ্য ব্রহ্মভূতস্বাধ্বক্ষণঃ কুত উদ্ভবঃ ॥ ৫৭০ ॥

যাহার অবিদ্যা ও জীবাত্মার দেহাদি একত্র বিজ্ঞান দ্বারা দগ্ধ
হইয়াছে, তাদৃশ যোগীর ব্রহ্মরূপতা হেতু ব্রহ্মের উৎপত্তি-
সম্ভব কোথায় ? ৫৭০ ॥

মায়াকল্পো বন্ধমোক্ষৌ ন স্তঃ স্বাত্মনি বস্ততঃ ।

যথা রজ্জৌ নিক্রিয়ায়াং সর্পাভাসবিনির্গমৌ ॥ ৫৭১ ॥

আবৃত্তেঃ সদসত্ত্বাভ্যাং বন্ধবো বন্ধমোক্ষণে ।

নাবৃত্তিব্রহ্মণঃ কাচিদন্ত্যভাবাদনাবৃত্তম্ ।

যদ্যন্ত্যবৈতহানিঃ স্তাৎ বৈতং নো সহতে ঋতিঃ ॥ ৫৭২ ॥

যেমন ক্রিয়াশূন্য রজ্জুতে ভুজঙ্গের আগম ও নির্গম নাই, তদ্রূপ
মায়াকল্পিত বন্ধ ও মোক্ষ বাস্তবিক আপনার আত্মাতে নাই ।
আবরণের সত্তা ও অসত্তা হেতু বন্ধ ও মোক্ষ বক্তব্যমাত্র
হইয়াছে, ব্রহ্মা আবরণহীন, সুতরাং অন্ত পদার্থের অভাব নিবন্ধন
আত্মা নিয়ত আবরণহীন, যদি অন্তবস্তুর সত্তা স্বীকার কর, তবে
ব্রহ্মের অবৈতবাদে হানি হয়, ঋতি বৈতবাদবিষয়ে
অসংসিদ্ধ । ৫৭১-৫৭২ ।

বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ মূষৈব মুঢ়া,

বুদ্ধেণ্ডুৰ্গং বস্তনি কল্পয়ন্তি ।

দৃগাবৃত্তিঃ মেঘকৃতাং যথা রবৌ,

যতোঃ স্বয়ং সঙ্গচিদেতদক্ষরম্ ॥ ৫৭৩ ॥

বন্ধ ও মোক্ষ উভয় মিথ্যা, শুদ্ধ সূৰ্বেয়া পদার্থে বুদ্ধির গুণ-
মাত্র কল্পনা করে, যেমন মেঘকৃত নেত্রাবরণ সূর্য্য কল্পনা
করে, তদ্রূপ অহং, অসঙ্গ, অবিনাশী চিন্ময় আত্মাতে বন্ধ ও মোক্ষ
কল্পনা হয় । ৫৭৩ ।

অন্ত্যোতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি ।

বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ ন হু নিত্যন্ত বস্তুনঃ ॥ ৫৭৪ ॥

বস্তুতে অস্তি জ্ঞান এবং নাস্তি জ্ঞান উভয়ই বুদ্ধির গুণমাত্র,
কিন্তু নিত্যবস্তুরূপ আত্মসদ্বন্ধে এ সমস্ত গুণ নাই । ৫৭৪ ।

অতন্তৌ মায়ায়া কল্পৌ বন্ধমোক্ষে ন বাত্মনি ।

নিকলে নিজ্রিয়ে শাস্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জে ।

অধিতীয়ে পরে তদে বোমবৎ কল্পনা কৃতঃ ॥ ৫৭৫ ॥

অতএব মারাকল্পিত কথিত বন্ধ ও মোক্ষ আত্মাতে নাই,
নিকল, নিজ্রিয়, শাস্ত, নির্দোষ, নিরঞ্জন, অধিতীয়,

পরতন্ত্রে বন্ধমোক্ষকল্পনা কোথায় ? ৫৭৫ ।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তিন বন্ধো ন চ সাধকঃ ।

ন মুমুকু নৈব মুক্ত ইত্যোবা পরমার্থতা ॥ ৫৭৬ ॥

ব্রহ্মের নিরোধ, উৎপত্তি, সাধক, মুমুকু, মুক্তি কিছুই
নাই । ৫৭৬ ।

সকলনিগমচূড়ান্তাস্তিসিদ্ধান্তগুহ্যং,

পরমিদমতিগুহ্যং দর্শিতং তে মরাদ্য ।

অপগতকলিদোষং কামনিগুপ্তবুদ্ধিং

স্বমুখবল সঙ্কতাং ভাবয়িষ্যামু মুমুকু ॥ ৫৭৭ ॥

এই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান বেদের শিরোভাগস্বরূপ বেদান্তের
নিগূঢ় সিদ্ধান্তের গুহ্য, অতএব অতিশয় গোপনীয় । ইহা আজি

আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম । তুমি কলিকলুষবর্জিত ও
ভোগবাহ্যরহিতবুদ্ধি মুমুকু-সকাশে কৃতকৃত্য ভাবিয়া এই আত্ম-
তত্ত্ব প্রকাশ করিও । ৫৭৭ ।

ইতি ঋদ্ধা ঔরোক্ষাক্যং প্রশ্নয়েণ কৃতানতিঃ ।

স তেন সমমুজ্জতো যযৌ নিম্মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৫৭৮ ॥

সেই শিষ্য এই প্রকার ঔরুবাধ্য অবগাত্তে সবিনয়ে প্রণাম
পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বসর নিম্মুক্তবন্ধন হইয়া প্রস্থান
করিলেন । ৫৭৮ ।

গুরুরেব সদানন্দসিদ্ধৌ নিমগ্নমানসঃ ।

পাবয়ন্ বসুধাং সর্বাং বিচচার নিরন্তরঃ ॥ ৫৭৯ ॥

মহাত্মা গুরুও ব্রহ্মসাগরে নিঃশেষে নিমগ্নমনা হইয়া অখিল
পৃথিবী পবিত্র করিবার জন্ত সর্ব্বদা বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত
৫৭৯ ।

ইত্যচার্য্যস্ত শিষ্যস্ত সংবাদেনাত্মলক্ষণম্ ।

নিরূপিতং মুমুকুণাং সূত্রবোধোপপত্তয়ে ॥ ৫৮০ ॥

এইপ্রকার মুমুকুগণের মনোহর জ্ঞানোৎপত্তির জন্ত গুরু-
শিষ্যসংবাদদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণাদি নিরূপণ করিলাম । ৫৮০ ।

হিতমিমমুপদেশমাজিয়স্তাং

বিহিতনিরন্তরমন্ত্ৰচিত্তদোষাঃ ।

ভবসুখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ

ঐতিরসিকা যতনো মুমুকুবো যে ॥ ৫৮১ ॥

যথাবিধি চিত্তদোষবর্জিত, সংসারসুখ হইতে বিরত, প্রশান্ত-
মনা, বেদরসজ্ঞ, মুমুকু যোগীরা আমার এই হিতকর উপদে-
শকে আদর করুন । ৫৮১ ।

সংসারাদ্বিনি তাপভারুকিরণপ্রোক্তদাহব্যথা-

ধিন্নানাং জলকাজ্জ্বরা মরুভূমি প্রান্ত্যা পরিত্রাম্যভাম্ ।

অত্যাসন্নস্থধাষুধিং সুখকরং ব্রহ্মাঘরং দর্শন-

স্তোবা শঙ্করভারতী বিজয়তে নির্মাণসন্দারিনী । ৫৮২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজা-

পাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎকৃতো বিবেকচূড়ামণিঃ ।

তবমার্গে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপরূপ আদিত্যরশ্মিকিরণ
হইতে প্রকৃষ্ট প্রকারে জাত দাহরূপ ব্যথার ব্যথিত, অতি-
কাতর, এই হেতু জলকাজ্জ্বার মরুক্ষেত্রে ভ্রমণকারী জন-
গণসম্বন্ধে সুখকর, অঘর, ব্রহ্মরূপ, অতিসন্নিহিত সুধাসাগরের
দর্শনকারিণী নির্মাণদাত্রী শঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বিবেকচূড়ামণি-বাণী
সর্বথা সবুডাসিত হইতেছে । ৫৮২ ।

ইতি বিবেকচূড়ামণি সমাপ্ত ।



